উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,৪৩২.৮৯ (+১৯৩.৪২)

নিফটি : ২৫,৪৬১.০০ (+৫৫.৭০)

লন্ডনে পার্টি ফেরার মোদি-মালিয়ার
লন্ডনে ললিত মোদির বাসভবনে আয়োজিত রাজকীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন ঋণখেলাপিতে আরেক অভিযুক্ত বিজয় মালিয়া। তাঁদের গান গাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। »৯

নাড্ডার পদে চর্চায় নির্মলা
জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে কে বসবেন, তা নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা। বিজেপির ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও মহিলা মুখকে আনা হতে পারে। জল্পনায় তিন নাম। »৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

মনোজিৎকে নিয়ে নিগ্রহের পুনর্নির্মাণ
সব ঠিকঠাক থাকলে সোমবার খুলতে পারে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ। তার আগে শুক্রবার ভোররাতে মনোজিৎ সহ বাকি ধৃতদের কলেজে আনা হয় ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে। »৭

২০ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 5 July 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 48

পুরোনো কাঠামোয় ধুঁকছে উত্তরের উচ্চশিক্ষা

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ শেষ কিস্তি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উত্তরের আট জেলায় মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আটটি। কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি বাদে প্রতিটি জেলাতেই একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও বহু বছর থেকেই জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চলছে। জেলাগুলিতে রয়েছে শতাধিক সরকার বা সরকার পোষিত কলেজ। এছাড়াও অসংখ্য কারিগরি, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজও তৈরি হয়েছে। তবুও অধরাই উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন। কাঠামোগত উন্নয়ন দূরের কথা, মান্ধাতা আমলের ব্যবস্থাপনা ও পাঠক্রম নিয়েই চলছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। চাকরিমুখী কোর্সের অভাবে প্রথাগত উচ্চশিক্ষা থেকে মুখ ফেরাচ্ছে নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ। প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও পরিকল্পনামাফিক স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে আজও উচ্চশিক্ষায় মডেল করা যায়নি উত্তরবঙ্গকে।

উত্তরের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আক্ষেপের কথা শুনিয়েছেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা, 'সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চাহিদা অনুসারে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনায় রদবদল হচ্ছে না। আমরা এখনও অভিমুখ ঠিক করে উঠতে পারিনি। প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে চাকরিমুখী কোর্স প্রয়োজন। সেগুলি চালু করতে না পারায় পেছনের সারিতে থাকা উত্তরবঙ্গ আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। শুধু শিক্ষা দপ্তরের উপর দায় চাপালে হবে না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই পদক্ষেপ করতে হবে। তা না হলে উত্তরবঙ্গে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

শিক্ষাবিদরা সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করালেও বাস্তব ছবি অন্য কথা বলছে। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক)-এর মূল্যায়ন অনুসারে, শিক্ষা ও গবেষণার মান কমেছে উত্তরের সবথেকে পুরোনো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। 'এ' থেকে একধাপ নীচে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এখন 'বি-প্লাস প্লাস'। সম্প্রতি ন্যাক-এর মূল্যায়নে 'ডি' পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১২ সালে চালু হয়েছিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এক যুগ পেরিয়ে গেলেও আজও ন্যাক-এর মূল্যায়ন করাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। ২০০৮ সালে পথ চলা শুরু হয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৭ বছরে মাত্র একবারই ন্যাকের দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। আর আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম পরিকাঠামোও এখনও তৈরি হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ন্যাকের মূল্যায়নের প্রশ্ন নেই।

জীববৈচিত্র্যে ভরা উত্তরবঙ্গকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলা হয়। উত্তরের জেলাগুলি গবেষণার রসদে পরিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও উত্তরের নিজস্ব বিষয় নিয়ে গবেষণা যে সেভাবে এগোয়নি, শিক্ষকদের একটা বড় অংশই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় গত এক দশকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক বিশেষ কোর্স। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার দিলীপকুমার সরকারের বক্তব্য, 'সময়ের দাবি মেনে পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম পরিবেশে একাধিক আইটি হাব গড়ে উঠতে পারত। পর্যটন, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে চাকরিমুখী কোর্স যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই চালু করতে পারে। কর সংক্রান্ত কোর্সের চাহিদাও এখন তুঙ্গে। এসব নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু প্রথাগত ডিগ্রির সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে চাকরি পাওয়া কঠিন। পরিকল্পনার অভাবে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি থমকে গিয়েছে।'

জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যলয় হলেও এখনও প্রশাসনিক জটিলতা না কাটায় ছাত্রছাত্রীদের ভিনজেলায় দৌড়োতে হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং হিল, দক্ষিণ দিনাজপুর, রায়গঞ্জ- চার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এখনও পর্যন্ত কোনও কলেজ আসেনি। ফলে জয়গাঁ, ইসলামপুর বা কালিম্পংয়ের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পড়ুয়াদের নানা কাজে ছুটতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

উত্তরে ক্রমে বিজেপির নিঃসঙ্গতার লক্ষণ স্পষ্ট

গৌতম সরকার

বলেছিলেন বটে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। বরং 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে' নীতিতে এখন আত্মঘাতী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষ করে কূটনীতিতে, রাজনীতিতে। নিঃসঙ্গতাকে সাধারণত সামাজিক সমস্যা মনে করা হয়। তবে সমস্যাটা রাজনীতিতে আছে, আছে কূটনীতিতেও। ব্যক্তিজীবনে কেউ কেউ নিঃসঙ্গতা উপভোগ করেন বটে, আবার কেউ কেউ ডিপ্রেশনেও চলে যান নিঃসঙ্গতায় ভুগে।

রাজনীতি বা কূটনীতির নিঃসঙ্গতা আরও ভয়ংকর। অস্তিত্বের সংকটও ডেকে আনতে পারে। রাজনীতি আজকাল সঙ্গী নির্ভর। বলা হয় জোট রাজনীতির যুগ এখন। এজন্যই এনডিএ কিংবা 'ইন্ডিয়া'। অতীতে যেমন ছিল ইউপিএ। বামফ্রন্টও বাম দলগুলির যৌথ মঞ্চ। জোট শুধু দলের সঙ্গে নয়, জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও হয়। তবে অলিখিত বোঝাপড়া। দেওয়া আর নেওয়ার শর্তে সেই সমন্বয়। মূলত জনগোষ্ঠীকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ভোট আদায়ের বন্দোবস্ত।

তখন সেই জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গী। যেভাবে অতীতে দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন কংগ্রেসের ভোটব্যাংক। যেখান থেকে তোষামোদের রাজনীতি বা হালে বিজেপির মুখে 'তুষ্টিকরণ' শব্দটির জন্ম। এই শর্তাধীন বোঝাপড়া চিরস্থায়ী নাও হতে পারে। কিংবা জনগোষ্ঠীর সবাই সেই বোঝাপড়ার শরিক হবেন- এমন নিশ্চয়তাও থাকে না। বাম রাজত্বেই সংখ্যালঘু ভোটে কংগ্রেসের একাধিপত্য ভেঙে ছিল বামফ্রন্ট।

আবার এখন মুসলমান সম্প্রদায় নিরেট আঠার মতো সেঁটে আছে ঘাসফুল প্রতীকের সঙ্গে। পিরিতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না...। সেই পিরিতি ভাঙা অসম্ভব বুঝেই তো বাংলায় 'জাগো হিন্দু জাগো' নীতি আঁকড়ে ধরছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। বাম শাসনের শেষদিকে মতুয়া সম্প্রদায়কে কাছে

এরপর দশের পাতায়

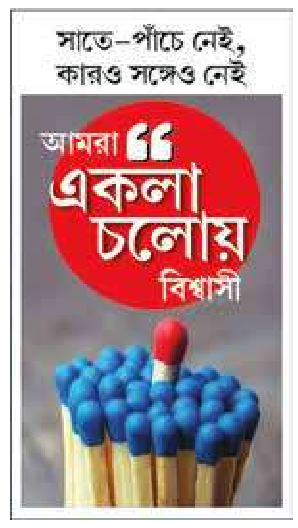

পুণ্যের পথে।। জম্মু-কাশ্মীরের বালতালে অমরনাথ যাত্রীরা। শুক্রবার। -পিটিআই

আদালত চত্বরে মার

আলিপুরদুয়ার ও জয়গাঁ, ৪ জুলাই : জয়গাঁর গণধর্ষণ মামলায় সাক্ষীদের মারধর ও খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। তা-ও আবার খোদ আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে। শুক্রবারের এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা সকলেই অভিযুক্তদের পরিবারের লোকজন। ধৃতদের মধ্যে দুজন মহিলা।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'ঘটনায় তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

গত বছর লক্ষ্মীপুজোর পর জয়গাঁয় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় তখন জেলা ও রাজ্যজুড়ে শোরগোল তৈরি হয়েছিল। আপাতত সেই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব চলছে। সেইমতো এদিন সাক্ষ্য দিতে কোর্ট চত্বরে এসেছিলেন ৩ জন। তাঁরাই নিগ্রহের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। এছাড়াও সাক্ষীদের ছবি মোবাইলবন্দি করার অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনায় শোরগোল তৈরি হয়। পরিস্থিতি বেগতিক হতেই আইনজীবীদের একাংশ জড়ো হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যান আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ অন্য পুলিশকর্মীরাও। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। বিষয়টি নিয়ে আইনত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন বিচারক।

এই বিষয়ে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ফালাকাটা ও জয়গাঁর দুটি ধর্ষণের মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। এদিন জয়গাঁর মামলায় তিনজন সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। মামলার ক্ষেত্রে এই তিনজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁদের মারধর করা হয়।' অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরেই নাকি সেই ৩ জনকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। দেবরঞ্জন বলেন, 'এদিন অভিযুক্তদের একজনের পরিবারের তরফে সাক্ষীদের ছবি তোলা হয়। অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবীরাও ছিলেন না। ফলে সাক্ষ্য পর্বে দেরি হচ্ছে।'

এরপর দশের পাতায়

ঘাগরায় তরুণকে বাড়িতে গিয়ে হুমকি

এবার তন্ত্রচর্চার 'অভিযোগ'

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : কালাজাদু করার অভিযোগ নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া গ্রাম গারোভিটায় তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গিয়েছিল। এক বৃদ্ধকে গ্রামছাড়া করার অভিযোগও উঠেছে। এবার গারোভিটা থেকে মাত্র কিলোমিটার দেড়েক দূরে, ঘাগরা গ্রামের তিরবানিমেলা এলাকায় এক তরুণকে নিয়ে সেই একই অভিযোগ উঠল। গ্রামবাসীদের দাবি, ওই তরুণ নাকি তন্ত্রবিদ্যার চর্চা করেন। আর তার ফলে গ্রামের ক্ষতি হচ্ছে। গারোভিটার সেই বৃদ্ধের মতো অবশ্য ঘাগরার সেই তরুণকে গ্রামছাড়া করা হয়নি। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ ও হুমকির মুখে পড়ে অসহায় বোধ করছেন ঘাগরার সেই তরুণ। তিনি আতঙ্কিতও বটে।

তন্ত্রসাধনায় অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি। শুক্রবার ঘাগরায়।

অন্ধবিশ্বাস

- জেলা সদরের একদম লাগোয়া এলাকা এই ঘাগরা
- 'অভিযুক্ত' তরুণ যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষক
- তাঁর জন্য গ্রামের ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ
- গ্রামবাসীর হুমকি শুনে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন

একেবারে জেলা সদরের নাকের ডগায় এভাবে একের পর কালাজাদু, তন্ত্রমন্ত্র করার অভিযোগের মতো অন্ধবিশ্বাসের ঘটনা ঘটতে থাকায় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মঞ্চের মতো সংগঠনের সদস্যরা উদ্বিগ্ন। গারোভিটায় যেমন গ্রামবাসীরা সেই বৃদ্ধের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিলেন, ঘাগরায় অবশ্য তেমন ভাঙচুর কিছু হয়নি। এক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ আগেভাগেই এলাকায় গিয়ে পরিদর্শন করেছে। লোকজনকে সতর্ক করেছে।

এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে শোনা গেল, তিনদিন আগে রাতে ওই তরুণের বাড়িতে গ্রামের এক দল তরুণ চড়াও হন। তাঁদের অভিযোগ, ওই তরুণ তন্ত্রবিদ্যা প্রয়োগ করে গ্রামের অনেককেই অসুস্থ করে দিচ্ছেন। এক মহিলাও ওই তরুণের সঙ্গে এই কাজে সঙ্গ দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। গ্রামের লোকজন আবার ওই তরুণের বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ হন। ঘটনার গতিপ্রকৃতি ভালো নয় দেখে ওই তরুণও পুলিশকে জানান। পুলিশ ঘুরে আসার পরেও সেই গ্রামে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

শুক্রবার ওই তরুণের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, সবার কপালেই চিন্তার ভাঁজ। তরুণের বাবার কথায়, 'এইরকম কোনও ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা ভাবতেও পারিনি। আমার ছেলে যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষক। ও সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকে। ওর নামে বদনাম করার জন্য এগুলো করা হচ্ছে।'

ওই তরুণ বলেন, 'আমি বাড়িতে পুজো করি। মা পুজো করে। মায়ের সঙ্গেই মন্দিরে পুজো দিই। আমার নামে তন্ত্রমন্ত্রের অভ্যাস করার অভিযোগ করছে। তাহলে কি বাড়িতে পুজো করা যাবে না?' আর যে মহিলার কথা উঠছে, তিনি নাকি তাঁর দূর সম্পর্কের দিদি বলে বক্তব্য ওই তরুণের।

অভিযোগকারী গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন আবার বলেন, 'ওই তরুণকে গভীর রাতে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। সঙ্গে ওই মহিলাকেও নিয়ে যায়। আর তারপর থেকেই গ্রামে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ওর তন্ত্রসাধনার জন্যই এসব হচ্ছে।'

সেই দাবি উড়িয়ে ঘাগরা গ্রামের বাসিন্দা মলিন বর্মন বলেন, 'বিভিন্ন কারণে গ্রামের লোকেরা অসুস্থ হচ্ছেন। তাঁদের সঠিক চিকিৎসা না করে অনেকেই কালাজাদু, তন্ত্রচর্চার মতো বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন।

এরপর দশের পাতায়

শাসকদলের নেতাকে গুলি, ধৃত বিধায়ক-পুত্র

কোচবিহার ব্যুরো

৪ জুলাই : দলীয় কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূলের কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে'কে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইডাঙ্গার এই ঘটনায় কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় ও তার সহযোগী উত্তম গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ বিধায়কের কালো রংয়ের একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই গাড়িতে চেপেই অভিযুক্তরা কর্মাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। ঘটনায় কোচবিহার-২ ব্লকজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। শুক্রবার বেশ কয়েকটি জায়গায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তৃণমূল বিক্ষোভ দেখিয়েছে। যদিও বিজেপির বিধায়ক দাবি করেছেন, তাঁদের ফাঁসানো হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত নয় বলেও দাবি করেছেন তিনি।

ঝিনাইডাঙ্গায় ঝামেলা

- দলীয় নানা কর্মসূচি সেরে রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন রাজু
- ঝিনাইডাঙ্গা এলাকায় সেই তৃণমূল নেতার বাড়ি
- সেই সময় বাড়ির সামনেই তাঁর ওপর আক্রমণ করা হয়
- গাড়ি থেকে তিন-চারজন নেমে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে

কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পুণ্ডিবাড়ি থানা এলাকায় একটি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ও তদন্ত চালিয়ে দীপঙ্কর রায় ও উত্তম গুপ্তকে

এরপর দশের পাতায়

ট্রেডিং অ্যাপের ফাঁদে পা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : সাইবার প্রতারণার বিষয়ে সবাইকে বারবার সতর্ক করেও কোনও লাভ যেন হওয়ার নয়। কম সময়ে বেশি টাকা আয়ের আশায় অনেকেই প্রতারকদের পাতা ফাঁদে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার শহরের দুই অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ট্রেডিং অ্যাপের মাধ্যমে বহু টাকা বলতে গেলে গোটা জীবনের সঞ্চয় খুইয়ে বসেছেন। পুলিশ অবশ্য সেই টাকার কিছুটা উদ্ধার করে তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছে। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক সেকেন্দার হোসেন বললেন, 'এমন সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। অচেনা ব্যক্তিদের সঙ্গে টাকা লেনদেনের বিষয়টি এড়িয়ে চলা উচিত।'

দৌরাত্ম্য চলছেই

- সতর্ক করা সত্ত্বেও অনেকে সাইবার প্রতারকদের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন
- আলিপুরদুয়ার শহরের দুই অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ট্রেডিং অ্যাপের মাধ্যমে বহু টাকা খুইয়েছেন
- এই অ্যাপগুলির বিভিন্ন লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করা হচ্ছে, অভিযোগ

অবসরপ্রাপ্ত ওই দুই ব্যক্তির একজন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কিছুদিন আগে একটি ট্রেডিং অ্যাপের লিংক পান। তিনি সেই লিংকের মাধ্যমে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ নানা তথ্য আদানপ্রদান করেন। ওই অ্যাপে টাকা রাখলে তা অল্প সময়ে ১০ থেকে ১২ গুণ হয়ে যাবে বলে টোপ দেওয়া হয়। তবে টাকা অনলাইনে নয়, ব্যাংক চেকের মাধ্যমে চাওয়া হয়। অবসরপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি সেইমতো সংশ্লিষ্টদের ২৬ লক্ষ টাকার চেক দেন। পরে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তিন কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে বলে তাঁকে মেসেজ করে জানানো হয়। শুনে ওই ব্যবসায়ী খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। পরে ব্যাংকে গিয়ে সবকিছু খতিয়ে দেখার পর তাঁর ভুল ভাঙে। তাঁর ব্যাংক

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তবুও তো মা...

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৪ জুলাই : দুজনেরই হাতে চকোলেট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাতে এতটুকু খুশি নয়। দুই বোনের একটাই প্রশ্ন, 'মা কোথায়?' শেষমেশ মাকে তাদের সামনে হাজির করা হল। দেখেই দুই খুদের অঝোরে কান্না। মা আর মেয়েদের অবশ্য মিলন হল না। মায়ের কোলে উঠে তাঁর আদর পাওয়াও হল না। আদালতে তোলা হবে বলে ওদের মাকে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। দুই বোনের আবারও কান্না শুরু। মাকে নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে যাবে বলে বারবার বায়না জুড়ে দিল। আত্মীয়স্বজনরা কোনওমতে তাদের সামলালেন। শুক্রবার সকালে ফালাকাটা থানা এমনই করুণ দৃশ্যের সাক্ষী থাকল।

মাসখানেক আগে ফালাকাটা থানার পুলিশের কাছে একটি মিসিং ডায়েরি জমা পড়ে বাড়ি থেকে তাদের মায়ের নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ওই মহিলা কারও সঙ্গে হায়দরাবাদে চলে গিয়েছেন। সেটা মাসখানেক আগের ঘটনা। মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে পরে জানা যায় তিনি তামিলনাড়ুতে রয়েছেন। পরে ফালাকাটা থানার পুলিশ সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুলিশ ফালাকাটা থেকে তামিলনাড়ুতে যায়। সেখান থেকে ওই মহিলাকে নিয়ে এদিন পুলিশ ফালাকাটায় ফেরে।

মা যে এদিন ফিরে আসছেন তা পাঁচ ও আট বছর বয়সি ওই দুই খুদে জানতে পেরেছিল। দিদার সঙ্গে দুজনে এদিন সকালেই থানায় হাজির হয়েছিল। মাকে দেখবে বলে পুলিশকাকুর টেবিলের সামনে হামলে পড়ে বায়না জুড়ে দিয়েছিল। সেই পুলিশকাকু ওদের হাতে চকোলেট দিয়ে দুজনকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওরা ওদের বায়না থামালে তো! শেষপর্যন্ত পুলিশ ওদের মাকে দুজনের সামনে হাজির করাল। আর তারপর কী হয়েছে তা এই প্রতিবেদনের গোড়াতেই পরিষ্কার। সন্তানদের দেখে মায়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবে তিনি কিছু বলতে চাননি। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বললেন, 'আমার নিজের সন্তান আছে। তাই মাকে ছাড়া সন্তানের কী সমস্যা সেটা সহজেই বুঝতে পারি। তামিলনাড়ুতে দ্রুত টিম পাঠিয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।'

ফালাকাটা থানার আইসির টেবিলের সামনে দুই শিশু। শুক্রবার।

ওই মহিলার স্বামী রাজমিস্ত্রি হিসেবে কেরলে কাজ করেন। স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় তিনি সন্তানদের নিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। দুজনকে দাদু ও দিদার কাছে রেখেছিলেন। পুলিশ স্ত্রীকে ফালাকাটায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর তিনি অবশ্য নিশ্চিন্ত। এদিন ওই ব্যক্তি বললেন, 'মাকে দেখতে না পেয়ে দুই মেয়ে খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিল। দিনরাত কান্নাকাটি করত। পুলিশ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনায় ভালো লাগছে। ফের ভালোভাবে সংসার করতে চাই।'

Appointment

Application for empanelment as LBS-I & LBS-II for preparation of building plan at Alipurduar Municipality here by invited from the Engineers with qualification of Diploma in Civil Engineering & Degree in Civil Engineering (with five years experience for Diploma & two years for Degree on same category of Civil Engineering works). Application with all testimonial and mobile number are required within two calls on an interview. Date of interview will informed letter. Last date of Application on 15.07.2025 at 5.00 PM For details visit www.alipurduarmunicipality.in. Further corrigendum & addendum if issued will be published on the above website.

২৫ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ পড়ুয়াদের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৪ জুলাই : স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে প্লাস্টিক সংগ্রহ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়িতে দারুণ সাড়া পড়ল। জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবারই প্রথম ১ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত ওই প্রতিযোগিতামূলক অভিনব কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জেলার প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয় সহ মাদ্রাসা, এসএসকে ও এমএসকে মিলিয়ে ২,০৯৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলে ২৫.১ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ করে। জেলা পরিষদের ঘোষণা মোতাবেক সর্বোচ্চ প্লাস্টিক সংগ্রহকারী তিনটি স্কুলকে শুক্রবার ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুলে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়। ব্লকগুলিতেও সর্বোচ্চ প্লাস্টিক সংগ্রহকারী তিনজন করে ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'পড়ুয়াদের দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ নয়, ওদের মাধ্যমে সমাজকে প্লাস্টিকমুক্ত করার বার্তা দেওয়াই কর্মসূচিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল।'

আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত জেলা পরিষদের প্রতিযোগিতাটির ক্যাচ লাইন ছিল 'প্লাস্টিক দাও, প্রকৃতি বাঁচাও আর পুরস্কার নাও।' স্কুলগতভাবে সেরা হয়েছে ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়। সেখানকার পড়ুয়ারা সবাই মিলে নিজেদের স্কুল সহ লোকালয় থেকে ৫৫১.৬২ কিলোগ্রাম প্লাস্টিক সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে নাগরাকাটা ব্লকের চম্পাগুড়ি সেন্ট ক্যাপিটানিও গার্লস হাইস্কুল (৪৪৮ কিলোগ্রাম) ও ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি নীলকান্তপাল হাইস্কুল (২৮০.৫ কিলোগ্রাম)। জেলা শাসক ওই তিন স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারক ও মানপত্রের পাশাপাশি ২০ হাজার, ১০ হাজার এবং ৫ হাজার টাকা তুলে দেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) রৌনক আগরওয়াল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দলগতভাবে প্লাস্টিক সংগ্রহের পাশাপাশি ব্লক স্তরে ব্যক্তিগতভাবে যারা বেশি প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছে তাদের ক্ষেত্রে ময়নাগুড়িতে প্রথম হয় ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়ের শুভজিৎ রায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় যথাক্রমে ময়নাগুড়ি রথেরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের শ্যাম সরকার, সাপ্টিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৌসোনা আখতার। ব্লক স্তরের পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩, ২ এবং ১ হাজার টাকা। সংগৃহীত প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হবে। মালবাজার ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্লাস্টিক সংগ্রহকারী ৩ পড়ুয়াকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ওদলাবাড়ি আদর্শ হিন্দি বিদ্যালয়ের ছাত্র পীযূষ শাহ (৩৮.২ কিলোগ্রাম)। দ্বিতীয় পুরস্কার পায় কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রী গীতিকা বাগোয়ার (২৮ কিলোগ্রাম)। তৃতীয় হয় ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গজলডোবা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পদ দাস (২৫ কিলোগ্রাম)। মালবাজারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ তৌফিক আলি, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বনশ্রী দাস প্রমুখ। এই কর্মসূচিকে ঘিরে নাগরাকাটার রহমানুর হক, বানারহাটের মিলন রায়ের মতো পড়ুয়ারা তাদের খুশির কথা জানিয়েছে।

কিছু সমস্যাও হয়েছে। মালবাজারে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মৌমাছির কামড় খায়। আর্থিক পুরস্কারের কথা শুনে বহু ছাত্রছাত্রী গ্লাভস-মাস্ক ছাড়াই যত্রতত্র প্লাস্টিক খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন দৃশ্যও দেখা যায়। জেলার বহু স্কুলে এদিন সংগৃহীত প্লাস্টিক সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ি এসে নিয়ে যায়নি।

বিজয়ী স্কুলকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জেলা শাসক। শুক্রবার। -অভিরূপ দে

অভিনব উদ্যোগ

- প্রকৃতিকে বাঁচাতে প্লাস্টিক কুড়োনো সংক্রান্ত অভিনব প্রতিযোগিতা হয়েছিল
- জলপাইগুড়ির ২,০৯৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলে ২৫.১ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ করে
- শুক্রবার জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে এই উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের পুরস্কৃত করা হয়
- স্মারক ও মানপত্রের পাশাপাশি পুরস্কার হিসেবে নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে

শিরদাঁড়ায় সফল অস্ত্রোপচার মালদায়

হরষিত সিংহ

মালদা, ৪ জুলাই : দিল্লি ফেরত রোগীর শিরদাঁড়ার ভেতরের টিউমার সফলভাবে অস্ত্রোপচার হল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এই প্রথম মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার করে নজির গড়লেন নিউরোসার্জন উজ্জ্বলকুমার বিশ্বাস।

উজ্জ্বল বলেন, 'এই রোগনির্ণয় প্রথমদিকে সম্ভব নয়। রোগীর পায়ে ব্যথা, ঝিমুনি হবে। ধীরে ধীরে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে পড়বে। এমনকি অস্ত্রোপচার না করলে প্রস্রাব, পায়খানা সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।' জানা গিয়েছে, এখন অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন রোগী। শনিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তারপর ওই রোগী বাড়িতে থেকে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই বিষয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নিউরো বিভাগ খোলার পর এবার এই প্রথম এই অস্ত্রোপচার সফলভাবে হয়েছে।'

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির আধুয়া গ্রামের বাসিন্দা রিজিয়া বিবি। স্বামী নুরে আলম পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। স্বামীর সঙ্গে রিজিয়াও ভিনরাজ্যে কাজ করতেন। বর্তমানে তাঁদের পাঁচ সন্তান। গত পাঁচ বছর ধরে রিজিয়া কোমর ব্যথা সহ পায়ের ব্যথায় ভুগছিলেন। এক বছর আগে দিল্লিতে গুরুতর অসুস্থ হলে, সেখানে তিনি এইমস হাসপাতালে গেলে তাঁর অসুখ ধরা পড়ে।

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছিলেন সেখানের চিকিৎসকরা। কিন্তু সেখানে বারবার তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় অস্ত্রোপচার হচ্ছিল না। নুরে স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে চলে আসেন। বাড়িতে স্ত্রীর সমস্যা বাড়লে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। সেখানে নিউরো বিভাগের চিকিৎসক উজ্জ্বল অস্ত্রোপচার করার কথা বলেন। এর আগে নুরে অবশ্য নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। সেখানে অস্ত্রোপচারের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা চাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

কিছুটা সুস্থ হতেই রিজিয়া বলেন, 'আমি হাঁটতে পারছিলাম না। সবসময় ব্যথা করত কোমরে, পায়ে। অস্ত্রোপচারের পর ব্যথা নেই।' এখানে চিকিৎসা পরিষেবা খুব ভালো বলে জানিয়েছেন নুরে।

আজ টিভিতে

শাক্য কি পারবে তিনদিনের মধ্যে আরশিকে নির্দোষ প্রমাণ করে, লকআপ থেকে ছাড়িয়ে আনতে? **তুই আমার হিরো** সন্ধে ৬.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ঘর সংসার, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ সঙ্গী, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ বিবাহ অভিযান, ১.০০ নিশাচর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৩.৪০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আশা ও ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ৯.৩০ একাই একশো, ১২.০০ পাসওয়ার্ড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শক্তি, সন্ধে ৭.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার ভালোলাগা আমার ভালোবাসা

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ কাঠপুতলি, বিকেল ৫.০০ উগ্রম, রাত ৮.০০ রুদ্রান, ১০.৩০ ব্রাদার্স

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.২৬ রক্ষা বন্ধন, ২.০৩ গদর : এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.১৩ বিজনেসম্যান-টু, রাত ৮.০০ বিবাহ, ১১.১৮ দবং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২৪ তমাশা, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ : দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ কিসকো থা পতা, ১১.৩৪ এনএইচ ১০

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৬ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ২.০৬ চক্র কা রক্ষক, বিকেল ৪.৪৮ ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ সবসে বড়া খিলাড়ি, রাত ১০.৩৮ পাণ্ডব-দ্য পাঞ্চ

রাধাকৃষ্ণ সন্ধে ৬.০০ এবং রাত ১০.০০ **জলসা মুভিজ**

বিবাহ অভিযান রাত ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

ডিমের শামি কাবাব এবং দক্ষিণী ডিমের পোস্ত রাঁধবেন রুমা আচার্য। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

NIT No. DDP/N-18 of 2023-24 dt. 02/07/2025

Tenders of 01 (one) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission is 11/07/2025. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪
ইমেল : z748@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৯ (১)-এর অনুবিধি দেখুন)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের আলিপুরদুয়ার শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৩.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে, যেখানে যাই থাকুক, ভিত্তিতে টাঃ ২৪,৩০,৬৪৯/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শো উনপঞ্চাশ মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক) আলিপুরদুয়ার শাখার কাছে শ্রীমতী তানিয়া সরকার প্রযত্নে দীপক শ্যাম চৌধুরী, সূর্যনগর, সূর্যনগর প্রাঙ্গণের পিছনে, ওয়ার্ড নং ০৮, পোস্ট : আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২-এ বসবাসরত বাসিন্দার কাছে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	ফ্ল্যাট নং ২/কে এর সমস্ত অবিভাজ্য অংশ তৃতীয় তলা, ব্লক নং ২, দিশারি নিলয় শ্রীমতী তানিয়া সরকার এবং শ্রী পুষান সরকারের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত। অর্জিত দ্রষ্টব্য দলিল নং ১৫০১ ২০১৮ সালের হিসেবে মৌজা দমনপুর, পরগনা বক্সা-এর অন্তর্গত। প্লটটি যেই জমিতে অবস্থিত তার এলআর প্লট নং – ৭৯০, আরএস প্লট নং ৮৫, এল আর খতিয়ান নং- ৬৫৩২, ৬৫৩৩ এবং ৬৫৩৪, শিট নং ২৪০৮/২৪০৯, জে.এল নং ৫১, হোল্ডিং নং ৩৯৮/১২৯ এবং ৩৯৭/১২৮ এলাকা ৬৯৫ স্কোয়ার ফিট সঙ্গে সমানভাবে অবিভাজ্য অবিভক্ত জমির অংশ যেটির সঙ্গে সর্বজনীন এলাকা এবং সর্বজনীন সুবিধা রয়েছে এবং এটি গ্রাম :- কলেজপাড়া, জামাইয়ের দোকানের নিকট, আলিপুরদুয়ার পুরনিগম, ওয়ার্ড নং- ০৩, আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত। জমির সীমানা :- উত্তর :- হেমেন্দ্র চৌধুরি এবং যোগেশ মজুমদার দক্ষিণ :- ১২' পুরনিগমের রাস্তা পূর্ব :- মনেন্দ্র সাহা পশ্চিম :- অনিল ধর
সম্পত্তির প্রতি কোনওপ্রকার দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা:- ১৪,০০,০০০/- (টাকা চৌদ্দ লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা :- ১,৪০,০০০/- (টাকা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা:- ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://banknet.com এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৩.০৭.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৩০১৭১৬৯৫৬৬২

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ তে রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ইমেল করুন- support.baanknet@psballiance.com-এ। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের সমস্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন :- https://baanknet.com এ, পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd, এ এবং যোগাযোগের নং – ৮২৯১২২০২২০
ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ০১.০৭.২০২৫
স্থান : আলিপুরদুয়ার
অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. (মুকেশ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং-৯১৬২৬১৯৭৬৮)
২. (বিশাল সরকার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং -৭৪০৭৫৩৮১৯৯)

শিয়ালদহ ডিভিসনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

পয়েন্ট নং ২৩২এ/২৩১বি সম্পূর্ণ পরিবর্তনের জন্য, দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে ডাউন সিসিআর লাইনে ০৫/০৬.০৭.২০২৫ তারিখের (শনিবার/রবিবার) মধ্যবর্তী রাত্রিতে ০০.১০ ঘ. থেকে ০৭.১০ ঘ. পর্যন্ত ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে :— • বাতিল (০৫.০৭.২০২৫ তারিখে) : শিয়ালদহ-ডানকুনি : আপ ৩২২৪৯/ ডাউন ৩২২৫২। • বাতিল (০৬.০৭.২০২৫ তারিখে) : শিয়ালদহ-হাবরা : আপ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩/ ডাউন ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪। শিয়ালদহ-দত্তপুকুর : ডাউন ৩৩৬১২। শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন : আপ ৩৩৮১১, ৩৩৮১৭/ডাউন ৩৩৮২৪, ৩৩৮২৬। শিয়ালদহ-বারাসাত : আপ ৩৩৪৩১/ডাউন ৩৩৪৩২। শিয়ালদহ-ডানকুনি : আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯/ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২১৮, ৩২২২০। শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত : ডাউন ৩১৩১২। শিয়ালদহ-নৈহাটি : আপ ৩১৪১১, ৩১৪১৫/ডাউন ৩১৪১২, ৩১৪১৪, ৩১৪২২। কোমাগাতা মারু বজবজ-শিয়ালদহ : আপ ৩৪১১৭। নৈহাটি-কল্যাণী সীমান্ত : আপ ৩১১৯১। • সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (০৬.০৭.২০২৫ তারিখে) : (ক) ৩১০৫১ আপ কোমাগাতা মারু বজবজ-নৈহাটি লোকাল নৈহাটির পরিবর্তে শিয়ালদহতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (খ) ৩৪০৫২ ডাউন নৈহাটি-কোমাগাতা মারু বজবজ লোকাল কোমাগাতা মারু বজবজের পরিবর্তে শিয়ালদহে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (গ) ৩৩৮১২ ডাউন বনগাঁ জংশন-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টে. সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৮১৩ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (ঘ) ৩৩৮১৪ ডাউন বনগাঁ জংশন-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৮১৫ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (ঙ) ৩৩৫১২ ডাউন হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ হাসনাবাদ থেকে ০৩.০৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৪.০৫ ঘ.-তে ছাড়বে এবং শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৫১১ আপ শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (চ) ৩৩৫১৪ ডাউন হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টে. সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৫১৩ আপ শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্ট. থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (ছ) ৩১৩১১ আপ শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে নৈহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। • মেল/এক্সপ্রেসের পুনর্নির্ধারণ : ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ পুরী থেকে ১৯.৪৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ২৩.১৫ ঘ.-তে ছাড়বে এবং ব্লক চলাকালীন বরানগর রোড স্টেশনে নিয়ন্ত্রিত হবে। • মেল/এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন : (ক) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল জংশন-নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে এবং বেলঘরিয়ায় থামবে। (খ) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ও (গ) ১২৩৭৮ ডাউন নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল জংশন-নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/04/2025-26, Dt. 02/07/2025,
Last date and time for bid submission- 18/07/2025 at 18.00 hours.
For more information please visit : **www. wbetenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I
Development Block
Panchkolguri : Alipurduar

TENDER NOTICE

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-tenders on Online mode as per given NIT under AMRUT (PH-II). The tender details as given below: **WBMAD/JAL/ AMRUT/ eNIT-1/2025-26 (Tender Id:2025_MAD_874083_1) & WBMAD/JAL/AMRUT/e NIT-2/2025-26 (Tender Id: 2025_MAD_874092_1) Bid Submission End Date**:-28-07-2025 At 05:00 PM. Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from
www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

DDP/N-19/2025-26 Dt. 05/07/2025

e-Tenders for 01 (One) no. of works under SBM-G invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT is 22/07/2025 at 15.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কর্মখালি

রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদাতে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন : 9000 টাকা, থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। + OT + PF + ESI (M) 9046427575, 9064417137. (C/116879)

অ্যাফিডেভিট

গত 27/06/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Rashimi Mittal থেকে Rashmi Mittal নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/116879)

•

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 02-07-25 তারিখে Raju Das ও Raja Das একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/117307)

•

আমি মুকুলী দাস চৌধুরী, স্বামী- বাদল দাস চৌধুরী, গ্রাম-ডেহুচি, পোঃ সমসপুর, থানা-হেমতাবাদ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর। আমার ভোটার কার্ডে (KBM4104972) নাম ভুল থাকায় ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট, রায়গঞ্জ কোর্টে ২৬.০৬.২০৩৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে মুকুলী দাস চৌধুরী এবং মুকুলী মন্ডল দাস চৌধুরী এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/117293)

•

I, Chaitali Das & Chaitali Sarkar (Old Name), W/O- Kamal Krishna Sarkar, R/O-Vill-Ukilpara, P.O. & P.S.- Raiganj, Dist- Uttar Dinajpur, shall henceforth be known as Chaitali Das Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Raiganj, Uttar Dinajpur vide Affidavit Sl.No. 24 Dt. 04.07.2025. That Chaitali Das & Chaitali Sarkar (Old Name) and Chaitali Das Sarkar (New Name) all are same and one identical person. (C/117282)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি সৌরভ রায়, পিতা- সুকান্ত রায়, ঠিকানা- উত্তর সোনাপুর, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No-WB2001SC201607939) হারিয়ে গেছে। পেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9339898155. (C/117305)

•

আমি শারীরিক প্রতিবন্ধী। আমার মায়ের দানপত্র করা জমির দলিল নং I-3063 of 1966, রেজিস্ট্রেশন ও সম্পাদনের তারিখ 25/02/1966 কাগজপত্রগুলি সহ বেশ কিছু জমির কাগজ (ওয়ারিশ আমরা) উকিলের কথা অনুযায়ী কাছারির সামনে একটি দোকানে জেরক্স করার পর উকিলকে দেখানোর সময় সেই কাগজটি হারিয়ে যায়। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে জানান দিনহাটা থানায় অথবা M-8653258360. হামিদুল মিয়া, চৌধুরীহাট, কোচবিহার। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৮১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা। M-9679368850. (M/M)

•

আয়ের সুযোগ-জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ। M-9733170439. (K)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ-9832632235. (C/116651)

বিক্রয়

Flat for Sale almost ready Ghosh Apartment, Netaji Road, Opp. Kaljani Govt. Housing Complex, Alipurduar. Contact-9832038844 /9475806888. (C/117260)

•

শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়াতে 3rd ফ্লোরে 650 sqft-এর 2BHK ফ্ল্যাট শীঘ্র বিক্রি হবে। গ্যারাজ নেই। সরাসরি যোগাযোগ করুন। M-6289335655/ 8967187563.

হারানো/প্রাপ্তি

আমি দিলিপ লাকড়া, S/o রতন লাকড়া তুমবাজোত, P.O+PS মাটিগাড়া গত 26/06/25 তারিখে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া বাজার এলাকা থেকে আমার অরিজিনাল জমির দলিল এবং খতিয়ান কাগজগুলি হারিয়ে গেছে। যার Land Deed No-8812 তারিখ 25/9/13 Land Deed paper Plot No. 1920 LR Plot No-1928 LR খতিয়ান No 352/2 JL No-102 মৌজা-বড় পাইকপাড়া, কেউ যদি পেয়ে থাকেন নীচের নম্বরটিতে যোগাযোগ করবেন। (M) 7431043351. (C/117290)

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৩_২৫-২৬ তারিখঃ ০৩-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ইএল_টিআরডি_২৩ _২৫-২৬। কাজের নামঃ "নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি খণ্ডের রাঙ্গাপানি-নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মধ্যে ৭/৯-৮/০ কিলোমিটারে স্থিত লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৫ এর (মানববিহীন) পরিবর্তে রোড ওভার ব্রিজের নির্মাণের জন্যে প্রস্তাব" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৭,৪৭,৪৭৫.৭৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৮,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এন্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

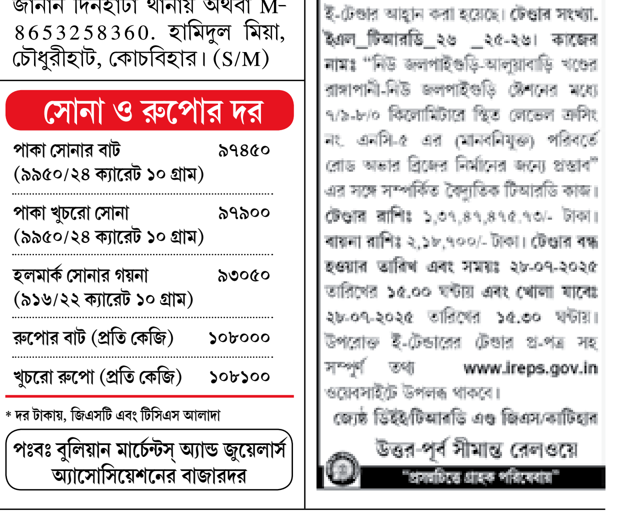

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। আর্থিক বাধা কেটে যাবে। **বৃষ** : প্রেমে সামান্য দোলাচল থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা অপ্রত্যাশিত খবর পেতে পারেন। **মিথুন** : ব্যবসায় আর্থিক মন্দা চলবে। বাড়ি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। **কর্কট** : কোনও অচেনা ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **সিংহ** : বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য পাবেন। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। **কন্যা** : প্রিয় কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার সমস্যা মিটবে। বিকেলের পর উপহার পেতে পারেন। **তুলা** : বাড়ির কোনও কাগজপত্র নিয়ে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা পদোন্নতির খবর পাবেন। **বৃশ্চিক** : যেচে কারও উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। লটারিতে অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। **ধনু** : খুব কাছের আত্মীয়ের দ্বারা প্রচুর অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। **মকর** : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। **কুম্ভ** : পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। **মীন** : বাড়ির সকলকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা দূর হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ আষাঢ়, ৫ জুলাই ২০২৫, ২০ আহার, সংবৎ ১০ আষাঢ় সুদি, ৯ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। শনিবার, দশমী সন্ধ্যা ৬।৪৪। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ৮।২৬। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৯।৫৬। তৈতিলকরণ প্রাতঃ ৫।৪৪ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৮।২৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৮।২৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ৬।৪১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৫।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৪১ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ৩।৮ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।২৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা। বিবাহ- রাত্রি ৭।৪৩ গতে ৮।২৬ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১।২৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

STYLE BAAZAR

SALE

FLAT 70%OFF*

ON PURCHASE OF 3 GARMENTS

*T&C APPLY.

CELEBRATING 200 STORES

Brands Available

FOR MEN: square up CASUAL WEAR | WALSEY | KIRTLE

FOR LADIES: Awaya ETHNIC WEAR | Miss19 | MISS DESI

FOR KIDS: Miss12 | dozo

FOR HOME: HOME FOCUS

মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার

Helpline: 18004102244

উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা। রায়গঞ্জ। রতুয়া। শিলিগুড়ী

দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল • গড়িয়াহাট • বাগুইআটি • বেহালা • মেটিয়াবুরুজ • মেট্রো সিনেমা হল • লিন্ডসে স্ট্রিট • ঠাকুরপুকুর • হাতিবাগান)। খড়গপুর। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

টুকরো খবর

জখম ১

কালচিনি, ৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার রাতে ৩১ সি জাতীয় সড়কের গুরদোয়ারা লাইনের কাছে সুপারিগেট এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটার থেকে পড়ে যান এক তরুণ। খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তরুণকে উদ্ধার করে হাসিমারা বায়ুসেনা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, শুক্রবার দুপুরে ৩১ সি জাতীয় সড়কের নিমতি চৌপথি এলাকার ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। ঘটনায় কেউ জখম হননি।

প্রচারপত্র বিলি

শালকুমারহাট, ৪ জুলাই : শালকুমারহাটে ইসকন নামহট্টের রথের মেলা চলছে। সেই মেলায় শুক্রবার রাতে প্রচারপত্র বিলি করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সেখানে মঞ্চের একটি বুক স্টলও খোলা হয়েছে। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি সুজয় বালা বলেন, 'হিন্দু ধর্মের নানা পুস্তক স্টল থেকে বিলি হচ্ছে। একইসঙ্গে হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত প্রচারপত্রও এদিন মেলায় আসা বাসিন্দাদের মধ্যে বিলি করা হয়।'

নিখোঁজ

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : প্রায় এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ এক মূক ও মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালক। আলিপুরদুয়ার জংশন কালীবাড়ি এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় সে। শৌভিক চৌহান নামে ওই নাবালক বাড়িতে বাবার সঙ্গে ছিল। রথের দিন থেকে তার আর খোঁজ মেলেনি। আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। ওই নাবালকের মা রিনা চৌহান বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও ছেলের সন্ধান পাইনি।'

শিবির

সোনাপুর, ৪ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুলে মাদকবিরোধী বিশেষ প্রচার অভিযান চলছে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার থানার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দেওডাঙ্গা হাইস্কুলে মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবির হয়। সেখানে আলিপুরদুয়ার থানা ও সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নয়া আধিকারিক

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম পদে কাজে যোগ দিলেন অনুপকুমার সিং। ইতিপূর্বে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে পুরস্কৃত হয়েছেন। এবার আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

সংস্কারকাজ

কামাখ্যাগুড়ি, ৪ জুলাই : শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পারোকাটা আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ১০৩ নম্বর রেলগেটের পারাপারের জায়গায় বসানো পেভার্স ব্লকের রাস্তার বিপজ্জনক অংশের সংস্কারকাজ শুরু করল রেল।

এবার তোর্ষা-ডিমায় ড্রেজিং

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলার তোর্ষা-ডিমা সহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদীতে ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত নিল সেচ দপ্তর। ওই নদীগুলির মধ্যে কোনওটিতে অনুমোদনের মাধ্যমে অবশ্য বালি-পাথর উত্তোলন করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই উত্তোলন অবৈজ্ঞানিক। ফলে প্রতি বছর নদীভাঙন, বন্যা দেখা দিচ্ছে আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকায়। পাশাপাশি তোর্ষার মতো নদীর জন্য একই অবস্থা হয় কোচবিহারেও। সেদিক থেকে সেচ দপ্তরের ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই নদী বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের বক্তব্য, 'আমরা তোর্ষা-ডিমা সহ জেলার বেশ কয়েকটি নদীতে ড্রেজিং করতে চাই। পাশাপাশি আরও কয়েকটি নদীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নবান্নের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি। এখন সবুজ সংকেত পেলেই ড্রেজিং করা হবে।' সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলার তোর্ষা, ডিমডিমা, পানা, ডিমা এবং শিসামারা সহ আরও বেশ কয়েকটি নদী সেচ দপ্তর ইতিমধ্যেই সমীক্ষা করেছে। তার পরেই জেলার ৫ থেকে ৭টি নদীকে ড্রেজিং করার জন্য চিহ্নিত করেছে।

সেচ দপ্তর জানিয়েছে, অবৈজ্ঞানিকভাবে জেলার কয়েকটি নদীতে বালি-পাথর তোলা হয়। ফলে কয়েকটি নদী ইতিমধ্যেই গতিপথ পরিবর্তন করেছে। অনেক নদীর মূল ধারা অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। তবে এবার পুরোনো নদীপথে জেলার তোর্ষা, ডিমাকে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে এই নদীগুলিতে শুরু হবে ড্রেজিংয়ের কাজ। নদীগুলি থেকে উঠে আসা বালি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে বলেও জানিয়েছে সেচ দপ্তর।

আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদারের কথায়, 'বেশিরভাগ নদীর খাত জনবসতি থেকে প্রায় উঁচু হয়ে গিয়েছে। তবে দেখতে হবে ড্রেজিং হলেও তা যেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয়।' বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে নদীগুলিতে ড্রেজিং করার দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই কনভেনশন করেছেন বলে জানিয়েছেন নদী বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা রাতুল বিশ্বাস। পাশাপাশি তিনি আলিপুরদুয়ারে কালজানি

উদ্যোগ

- নদীগুলি থেকে বালি-পাথর উত্তোলন করা হয়, তবে তা অবৈজ্ঞানিক
- তোর্ষা, ডিমডিমা, পানা, ডিমা এবং শিসামারা সহ আরও বেশ কয়েকটি নদী সেচ দপ্তর ইতিমধ্যেই সমীক্ষা করেছে
- তার পরেই জেলার ৫ থেকে ৭টি নদীকে ড্রেজিং করার জন্য চিহ্নিত করেছে
- সব ঠিকঠাক থাকলে বর্ষার শেষেই কাজ শুরু হতে পারে

এবং গদাধর নদীর ওপরের অংশেরও ড্রেজিং করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন।

সেচ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তিস্তা নদী খননের কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড (এমডিটিসিএল) করবে বলে জানা গিয়েছে। সেচ দপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী জেলার নদীগুলিতেও ওই সংস্থা ড্রেজিং করতে পারে বলে খবর। সব ঠিকঠাক থাকলে বর্ষার শেষেই খননের কাজ দ্রুত শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যার ফলে আগামীতে জেলার সব নদীকেই পুরোনো পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করছে সেচ দপ্তর।

তোর্ষা নদীর জন্য কালচিনি-মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতি বছর বন্যা হয়। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় জলদাপাড়া-চিলাপাতার মতো বনাঞ্চল। আবার শিসামারা নদীর ভাঙনে বিঘার পর বিঘা বনজঙ্গল এবং কৃষিজমি নদীর গর্ভে চলে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বসতভিটাও নদীর জলে চলে যাচ্ছে। পাশাপাশি পানা এবং ডিমা নদীর জন্য আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ডিমডিমা নদীতে প্রতি বছর বন্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলিতে সেচ দপ্তরের ড্রেজিং করার সিদ্ধান্তকে তাই স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন মহল।

কালচিনি ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে কর্মসূচি পালন।

পথ নিরাপত্তায় আঁকা ও কুইজ প্রতিযোগিতা

সমীর দাস

কালচিনি, ৪ জুলাই : কালচিনি থানার পুলিশের উদ্যোগে ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি কালচিনি হাইস্কুলে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে শুক্রবার অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পড়ুয়াদের সড়ক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে সচেতনতা বাড়ানো এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পড়ুয়াদের নিয়ে পদযাত্রা বের করে পথচলতি মানুষকে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানে জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দাস, আলিপুরদুয়ারের ডিএসপি (ট্রাফিক) শান্তনু তরফদার, কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা, কালচিনির ট্রাফিক ওসি প্রভাত শর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জানা গিয়েছে, ছোটবেলো থেকেই সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সুষ্ঠু ধারণা তৈরি করার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মাধ্যমে অভিভাবকদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ চলছে ১ জুলাই থেকে। সেই উপলক্ষ্যে পুলিশ 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালন করছে।

এদিন হাইস্কুলের পাশাপাশি প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়ারাও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি, ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি ফর গার্লস, উত্তর লতাবাড়ি হিন্দি হাইস্কুল, শংকর নেপালি স্কুল সহ এলাকার একাধিক স্কুলের পড়ুয়ারা কর্মসূচিতে অংশ নেয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। গৌরব বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই যাতে পথ নিরাপত্তা ও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি নিয়ে পড়ুয়ারা সচেতন হয় সেজন্য স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে এই ধরনের কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ওই কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে চলছে। বাইক, স্কুটার, ছোট ও বড় গাড়ির চালকদের নিয়মিত ট্রাফিক নিয়ম পালন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

সবার মাঝেও একা।। দক্ষিণ দিনাজপুরের কালদিঘিতে ছবিটি তুলেছেন দীপান্বিতা রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কাজ

অবশেষে কাঠের সাঁকো পেল বিত্তিবাড়ি

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৪ জুলাই : নদী ও জঙ্গল ঘেরা দুর্গম বিত্তিবাড়ি অবশেষে পেল কাঠের সাঁকো। এর ফলে স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পাশাপাশি এলাকাটির দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন তকমা ঘুচল। বন দপ্তরের সহযোগিতায় মধ্য হলদিবাড়ি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি) প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সংকোশের শাখানদী পারাপারে কাঠের সাঁকো নির্মাণ করেছে। অবশেষে যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উন্নতিতে খুশি কুমারগ্রাম ব্লকের বিত্তিবাড়ির প্রায় হাজার দেড়েক বাসিন্দা।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ফিতে কেটে নবনির্মিত কাঠের সাঁকোটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রকাশের কথায়, 'সংকোশ নদী পারাপারে শুধু এই কাঠের সাঁকোই নয়, নদীভাঙন রুখতে বিত্তিবাড়িতে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে আড়াই কোটি টাকা খরচ করে গতবছর উঁচু বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। মাঝে বর্ষার সময় জরুরি ভিত্তিতে বাঁশের খাঁচা, তারজালি ও বোল্ডার দিয়ে স্পারবাঁধও হয়েছিল। ফের পাড়বাঁধ নির্মাণে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

সাঁকো উদ্বোধনের পাশাপাশি শুক্রবার মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাত এড়াতে বন দপ্তরের উদ্যোগে এলাকায় আলোচনা সভা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নাটক ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করা হয়। এমনকি বন্যপ্রাণীর গতিবিধিতে নজরদারি এবং রাতপাহারার সুবিধার জন্য জেএফএমসি-র প্রতিনিধিদের হাতে সার্চলাইট তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতেও এদিন তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পূর্ব) ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (ডিএফডি) দেবাশিস শর্মা, কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা, কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পাশপাশি এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক, কর্মী, একাধিক রেঞ্জ ও বিটের অফিসার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া, অভিভাবক সহ গ্রামবাসীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

দেবাশিস বলেন, 'কাঠের সাঁকো তৈরিতে বিত্তিবাড়ি এলাকার যাতায়াতের কষ্ট লাঘব হল। বিশেষ করে বর্ষার সময় সংকোশ নদীর জল বেড়ে গেলে খেয়া পারাপার বন্ধ থাকত। স্কুল, কলেজের পড়ুয়া, অসুস্থ রোগী, গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা থেকে শুরু করে গ্রামবাসীদের কার্যত গৃহবন্দি হতে হত। সেতুর অভাবে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকত না। তারপর আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বা অন্য কোনও সরকারি দপ্তরের অর্থে এলাকায় পাকাপোক্ত স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য রাজ্যসভার সাংসদ সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম।

পাশাপাশি বন্যপ্রাণী ও মানুষের মধ্যে সংঘাত এড়াতে গ্রামবাসীদের সচেতন করি।' অন্যদিকে, বিডিও রজতকুমার বলিদা জানান, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত এড়াতে কুমারগ্রাম ব্লকের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে বাড়ি বাড়ি শৌচাগার নির্মাণের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলে শৌচকর্ম সারতে গিয়েই বুনো হাতির আক্রমণে জখম হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। ফলে এবিষয়ে মানুষকে সচেতন করা হয়।

স্বপ্নপূরণ

- সাঁকো মেলায় দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পাশাপাশি এলাকাটির দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন তকমা ঘুচল
- তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ফিতে কেটে সাঁকোটি উদ্বোধন করেন
- এতদিন বর্ষার সময় সংকোশ নদীর জল বেড়ে গেলে খেয়া পারাপার বন্ধ থাকত
- এছাড়া বুনো ও মানুষের সংঘাত এড়াতে সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়

শুক্রবার বিত্তিবাড়ি যাতায়াতে নবনির্মিত কাঠের সাঁকোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘিরে উৎসাহী মানুষের ভিড়।

মহিলাদের নিগ্রহ তৃণমূল নেতার

ফালাকাটা, ৪ জুলাই : শুক্রবার ফালাকাটা ব্লকের কুঞ্জনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যের বিরুদ্ধে এলাকার মহিলাদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত অসিত কর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত। এই ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি। ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, কখনও লাঠি হাতে, কখনও আবার পা উঁচু করে লাথি মারার ভঙ্গিতে মহিলাদের মারধর করছেন অসিত। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তর মোবাইল বন্ধ। অনেক চেষ্টা করেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন বিজেপির নেতারা।

ঘটনার সূত্রপাত কুঞ্জনগরে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প নিয়ে। স্থানীয়রা প্রথম থেকেই ওই প্রকল্পের বিরোধী। শুক্রবার জেলা প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল প্রকল্পটি পরিদর্শন করতে আসে। গ্রামবাসীরা ওই দলের কাছে নিজেদের অভিযোগ জানান। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে দলটি চলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, ওই সময় ওই রাস্তা দিয়ে ফিরছিলেন অসিত। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর ওই পঞ্চায়েত সদস্য গ্রামের মহিলাদের মারধর করেন।

স্থানীয় বধূ রূপা দাসের কথায়, 'ওই পঞ্চায়েত সদস্য আমাকে মারধর করে। আমার শাশুড়িকে মারে। কয়েকজন মহিলাকে ধাক্কা দেয়। আমরা থানায় অভিযোগ জানাব।' তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে দাবি করা হয়েছে। তারা দাবি করেছে, অভিযোগকারী মহিলারা বিজেপির সমর্থক। তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস বলেন, 'ওখানে সরকারি প্রকল্পের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন আমাদের দুই পঞ্চায়েত সদস্য, অসিত কর ও অর্জুন দাস। ফেরার পথে বিজেপি চক্রান্ত করে মহিলাদের উসকে দেয়। অসিত এবং অর্জুন কোনওমতে পালিয়ে আসেন।' ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'তৃণমূলের একজন পঞ্চায়েত সদস্য প্রকাশ্যে মহিলাদের মারধর করেছেন। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। দ্রুত এই অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

> ওই পঞ্চায়েত সদস্য আমাকে মারধর করে। আমার শাশুড়িকে মারে। কয়েকজন মহিলাকে ধাক্কা দেয়। আমরা থানায় অভিযোগ জানাব।
>
> **রূপা দাস** *স্থানীয় এক বধূ*

গড়া হবে কমিউনিটি হল

বারবিশা, ৪ জুলাই : এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে বারবিশায় একটি আধুনিক কমিউনিটি হলঘর নির্মাণে উদ্যোগী হল কুমারগ্রাম ব্লক প্রশাসন। বারবিশায় কর্মতীর্থ ভবন এবং স্বস্তি সংঘ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই আধুনিকমানের এই কমিউনিটি হলঘর গড়ে তোলা হবে। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রায় সাড়ে ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই নির্মাণকাজ শুরু হবে।

নাট্যকর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা একটি কমিউনিটি হলঘরের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। একবার পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলে এলাকাজুড়ে অনুষ্ঠান বাড়বে বলেই আশাবাদী এলাকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ বর্মন বলেন, 'গত ২৩ জানুয়ারি হাসিমারা সুভাষিণী চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। সেখানে আমরা তাঁর হাতে বারবিশায় একটি কমিউনিটি হলঘর নির্মাণের দাবিপত্র তুলে দিয়েছিলাম।'

পিছোল কলেজে ভর্তির সময়, চিন্তায় পড়ুয়ারা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : প্রথম সিমেস্টারে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা পিছিয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার প্রস্তুতিতে প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেখানে এখন ১৫ জুলাই পর্যন্ত প্রথম ধাপের ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। তারপর মেধাতালিকা প্রকাশ ও ভর্তি শুরু হবে। প্রথম ধাপের ভর্তি শেষ হলে পরবর্তী ধাপের আবেদন সহ ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। এতে অগাস্টে পঠনপাঠন শুরু করা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে কলেজগুলি।

প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা ডিসেম্বরে হওয়ার কথা। ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে কলেজে পঠনপাঠন সেপ্টেম্বরের আগে শুরু করা সম্ভব হবে না। অপরদিকে, সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরের প্রথম দিকে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে কলেজ বন্ধ থাকবে। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেছেন, 'যত শীঘ্র সম্ভব ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পঠনপাঠন শুরু করা হলে সমস্যা মিটবে।'

ভর্তি প্রক্রিয়া দেরি হলে পঠনপাঠনের বেশি সময় মিলবে না বলে মনে করছেন শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হলেই পঠনপাঠন শুরু করা হবে।'

বিভিন্ন কলেজ সূত্রে খবর, সাধারণত প্রতিটি সিমেস্টারের জন্য প্রায় ৯০ দিন ক্লাস করার নির্দেশিকা রয়েছে। ভর্তির সময়সীমা পিছিয়ে যাওয়ায় প্রথম সিমেস্টারে পঠনপাঠনের জন্য তার প্রায় অর্ধেক সময় মিলবে। এতে পড়ুয়াদের সিলেবাস শেষ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এই বিষয়ে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ রীতিমতো চিন্তিত। গতবছর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে নতুন ক্লাস শুরু করলেও পঠনপাঠনের তেমন সময় মেলেনি। ফলস্বরূপ প্রথম সিমেস্টারের ফলাফলের উপর তার প্রভাব পড়ে। চলতি বছরেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটা স্বাভাবিক বলে মনে করছেন অধ্যাপকরা।

অপরদিকে, প্রথম সিমেস্টারের আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধির পিছনে ওবিসি সংরক্ষণে আদালতের রায়ের জন্য দেরি বলে মনে করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ওবিসি সংরক্ষণে আদালতের রায়ের পরে মেধাতালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এমনকি ভর্তির আবেদনপত্রেও ওবিসি সংরক্ষণের নির্দিষ্ট ঘর ছিল না। এছাড়াও ভর্তি প্রক্রিয়া দেরি হওয়ায় একাংশ পড়ুয়া ভিনরাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির আবেদন করছে বলে মনে করছে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পড়েই কলেজে ভর্তির কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করার দাবিও করেছিলেন অনেকে।

সমস্যা কোথায়

- অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে কলেজগুলিতে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল
- সেখানে ১৫ জুলাই পর্যন্ত প্রথম স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে, তারপর পরবর্তী ধাপের ভর্তি চলবে
- এতে অগাস্টে পঠনপাঠন শুরু করা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে

পরিকাঠামো নেই, কাজ বন্ধ ব্যবসায়ীদের

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৪ জুলাই : শুক্রবার মাটি ফেলার কাজ বন্ধ করে দেন পলাশবাড়ির ব্যবসায়ীরা। ১৯ জুন পলাশবাড়ির ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য প্লট বণ্টন করা হয়েছে। কিন্তু নতুন জায়গায় এখনও কোনও ব্যবসায়ী দোকানঘর তৈরি করেননি। কারণ নতুন জায়গায় এখনও দোকান করার কোনও পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। ব্যবসায়ীদের দাবি, নিকাশিনালা তৈরি হয়নি। বিদ্যুতেরও ব্যবস্থা করা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে জোরকদমে চলছে মহাসড়কের কাজ। দু'দিন থেকে পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ড ঘেঁষেই ডাম্পারে করে মাটি ফেলা হচ্ছিল। অভিযোগ, এতে অনেক দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এদিন সেই মাটি ফেলার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য মাটি ফেলা হয়নি। অন্যদিকে, ব্যবসায়ীরা এদিন ফের বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।

ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের প্লট বণ্টন করেছিল আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ। বাকি পরিকাঠামোও জেলা পরিষদের উদ্যোগেই হওয়ার কথা।

> ওই জায়গায় একটি বড় নালা তৈরি হবে। তার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া অন্য কাজও দ্রুত করা হবে।
>
> **মনোরঞ্জন দে** *সহকারী সভাধিপতি, জেলা পরিষদ*

জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে-র বক্তব্য, 'ওই জায়গায় একটি বড় নালা তৈরি হবে। তার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া অন্য কাজও দ্রুত করা হবে।'

রাস্তার পাশেই ফার্নিচারের দোকান নানু বণিকের। নানুর কথায়, 'আমার দোকানের সামনে ডাম্পারে করে মাটি ফেলা হয়েছে। আমরা তো দোকানঘর ভাঙব।' আরেক ব্যবসায়ী উকিল বর্মন জানিয়েছেন, এখন বর্ষাকাল। নতুন জায়গায় শুধু মাটি পড়ে রয়েছে। সেখানে দোকানঘর করার আগে নিকাশিনালা করা প্রয়োজন বলে তাঁর মত।

এদিন পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে সমস্যার কথা জানায়। তারা জানিয়েছে, ওই জায়গায় দোকান করা হলেও ক্রেতারা কীভাবে যাতায়াত করবেন সেই রাস্তাও তৈরি হয়নি। তাই এসব পরিকাঠামো গড়ে তোলা হলে ব্যবসায়ীরা নিজে থেকেই পুরোনো দোকান ভেঙে ফেলবেন এবং মহাসড়কের কাজে সবরকমের সহযোগিতা করবেন। এদিন প্রশাসনকে সেটাই জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার।

ডাম্পারচালকদের এই সমস্যার কথা বলা হলে এদিন পরে আর পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে মাটি ফেলা হয়নি। নিখিলকুমার বলেন, 'এভাবে পরিকাঠামো গড়ে না তুলে পুরোনো দোকানের সামনে মাটির স্তূপ তৈরি করা মানে তো সাধারণ ব্যবসায়ীদের ক্ষতি। তাই মাটি ফেলতে না করা হয়।' যত তাড়াতাড়ি দোকান ভাঙা পড়বে ততই রাস্তার কাজ এগোবে বলে জানিয়েছেন মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা। প্রশাসন দ্রুত এই জটিলতার সমাধান করলেই ভালো হবে বলে তাঁর মত।

এভাবেই পুরোনো দোকানঘরের সামনে ফেলে রাখা হয় মাটি। শুক্রবার।

রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কোটি টাকার মুনাফা

ভারতে অবাধে ভুটানের সিমেন্ট

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৪ জুলাই : এতদিন রমরমিয়ে ব্যবসা চলছিল ভারতবর্ষে। অথচ কাগজপত্রে সরকারকে দেখানো হচ্ছিল, ব্যবসা চলছে প্রতিবেশী দেশ ভুটানে। এভাবেই গত ছয়টি অর্থ বছরে ৯২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা জিএসটি ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বীরপাড়ার দুই ব্যবসায়ী গোপাল রাঠি এবং সুশীল আগরওয়ালের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে দিল্লি থেকে তদন্ত শুরু হয়। গতবছর পুজোর মুখে কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের গোয়েন্দারা দুজনকে গ্রেপ্তার করেন। মুক্তির পর বৃহস্পতিবার ওই দুজনকে ফের গ্রেপ্তার করেছে সেন্ট্রাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট (সিজিএসটি)। গোপালের বিরুদ্ধে ৬৫ কোটি ২৪ লক্ষ এবং সুশীল আগরওয়ালের বিরুদ্ধে ২৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার জিএসটি ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১০ জুলাই পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সিজিএসটি-র সরকারি আইনজীবী রতন বণিক জানালেন, ভারত-ভুটান বিশেষ চুক্তি মোতাবেক ভুটানের গাড়িগুলি ভারতের রাস্তা ব্যবহার করতে পারে। সেই চুক্তির অপব্যবহার করে ভুটান-টু-ভুটান ট্রেড দেখিয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে ভারতে অবৈধভাবে সিমেন্টের কারবার চালাচ্ছিলেন ধৃতরা। দুজনের ভুটান-টু-ভুটান ব্যবসা করার কথা। কিন্তু গোপাল এবং সুশীলরা বৈধ উপায়ে ব্যবসা করছিলেন না।

কীভাবে চলত এই কারবার? ধৃতদের সিমেন্টবোঝাই গাড়িগুলি ভুটান থেকে বেরিয়ে আলিপুরদুয়ারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ভুটানের বিভিন্ন এলাকায়। কিন্তু ভুটানে যাওয়ার বদলে সিমেন্টবোঝাই গাড়িগুলো যেত এথেলবাড়িতে। সেখানে একাধিক গুদামে মজুত করা হত সিমেন্ট। পরে ছোট ছোট গাড়িতে সেই সিমেন্ট পাচার করা হত শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায়।

ভুটান থেকে সিমেন্ট কিনে ভারতে আনলে ১১০ শতাংশ জিএসটি এবং ২৮ শতাংশ কাস্টমস ডিউটি দিতে হয়। সেইসঙ্গে ভারত-ভুটান সীমান্তে কাস্টমস, জিএসটি এবং এসএসবি চৌকিতে প্রতিটি গাড়ির নম্বর সহ অন্যান্য তথ্য নথিভুক্ত করার নিয়মও রয়েছে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কাস্টমস চৌকিতে নথিভুক্ত করার পর বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছিল ট্রাক, ডাম্পারগুলি। জিএসটি এবং এসএসবি চৌকিতে সেগুলোর কোনও তথ্য নথিভুক্ত করা হয়নি। অনেক ট্রাকের তথ্য জিএসটি, এসএসবির পাশাপাশি কাস্টমস চৌকিতেও নথিভুক্ত করা হয়নি।

নিয়ম অমান্য

জিএসটি, এসএসবির পাশাপাশি কাস্টমস চৌকিতে ট্রাক, ডাম্পারের তথ্য নথিভুক্ত করাটা নিয়ম। বেশিরভাগ গাড়িরই তথ্য জমা পড়েনি বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

কোন উপায়ে

- ভুটান থেকে আলিপুরদুয়ারের মূল রাস্তা ধরে সিমেন্টবোঝাই গাড়ি যাওয়ার কথা ভুটানের অন্য অংশে
- পাচারকারীরা শাখা রাস্তা ব্যবহার করে আলিপুরদুয়ারের এথেলবাড়িতে মজুত করত সিমেন্ট
- সেখান থেকে ছোট গাড়ি করে অর্ডার অনুযায়ী পৌঁছে দেওয়া হত শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায়

গতবছর পুজোর মুখে বীরপাড়ায় হানা দিয়ে গোপাল, সুশীল সহ আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের গোয়েন্দারা। তাঁদের মধ্যে দুজন আগাম জামিন নিয়ে নেন। বাকি তিনজনের আলিপুরদুয়ার এসিজেএম আদালত এবং জেলা সেশন আদালতে জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর দেড় মাস জেল হেপাজতে থাকতে হয়। তদন্ত শুরু করে সিজিএসটি বিভাগ। এরপর ফের গোপাল এবং সুশীল ধরা পড়ে জালে।

বীরপাড়ায় সিমেন্টের ব্যবসার রমরমা অনেক বছর ধরেই চলছে। সিমেন্টের ব্যবসা করে 'আঙুল ফুলে কলা গাছ' হয়েছে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর। কিন্তু গোপাল এবং সুশীলের কর্মপদ্ধতি দেখে চোখ কপালে উঠেছে দপ্তরের আধিকারিকদেরও। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুটান থেকে ভারতে ঢোকার মূল রাস্তা ব্যবহার না করে শাখা রাস্তাগুলি ব্যবহার করা হয়। তারপর সিমেন্টের বস্তাগুলো নিয়ে এথেলবাড়িতে পৌঁছে যেতেন ট্রাক, ডাম্পারচালকরা। ভুটানে খুব কম দামে সিমেন্ট পাওয়া যায়। ফলে সেখান থেকে সিমেন্ট এনে ব্যবসা করায় মুনাফার পরিমাণটা ভালোই ছিল ধৃতদের। তার ওপর টানা ছয় বছর জিএসটি এবং কাস্টমস ডিউটি ফাঁকি দেওয়ায় লাভটা আরেকটু বেশি হয়েছিল।

পশ্চিম খয়েরবাড়িতে মুজনাই নদীর পাড়ভাঙন।

পাড়বাঁধের আশা মুজনাইয়ে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৪ জুলাই : ১০০ দিনের কাজ শুরু করতে সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তারপর থেকেই আশার আলো দেখছেন নদীভাঙনে বিধ্বস্ত মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের নেতা থেকে পঞ্চায়েত প্রধান সকলে। গত কয়েক বছরে এলাকায় হাতেগোনা কয়েকটি বোল্ডারের ছোট পাড়বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ জায়গাই এখনও অরক্ষিত। ফলে এলাকার নদী ও ঝোরাগুলির পাড় ভাঙছে অবিরত। স্থানীয় নেতাদের সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তাঁদের দাবি, ১০০ দিনের প্রকল্পে একসময় বাঁশ ও বালিবোঝাই বস্তা দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ তৈরি করে নদীভাঙন ঠেকানো যেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ বর্তমানে বন্ধ রেখেছে। তাই পাড়ভাঙন রোধ করতে কোনও কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সম্প্রতি আদালতের নির্দেশের পরে কাজ কিছুটা এগোবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্লকের খয়েরবাড়ি ও রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা দুটিই পাড়ভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই দুটি অঞ্চলে প্রবাহিত মুজনাই ও ইকতি নদী দুটিতে সারাবছর জল থাকে। গত কয়েক মাস ধরে বৃষ্টিও হচ্ছে। জুন মাস থেকে ভাঙনের পরিমাণ আরও বেড়েছে। এ নিয়ে খয়েরবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান মন্টু রায় বলছেন, 'নদীভাঙন নিয়ে আমরাও সমস্যায় রয়েছি। এভাবে পাড়ভাঙন চলতে থাকলে মানুষেরও ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের সামান্য টাকায় এইসব কাজ করানো সম্ভব হয় না। সম্প্রতি জেলা পরিষদ পশ্চিম খয়েরবাড়িতে মুজনাই নদীর ভাঙন রোধে ১৫০ মিটার লম্বা একটি বোল্ডারের পাড়বাঁধের অনুমোদন করেছে।'

মুজনাই নদীটি খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খয়েরবাড়ি, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, মুন্ডাপাড়া, রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধুপাড়া, মণ্ডলপাড়া, দেবেন্দ্রপুর, মোক্তারপুরে পাড় ভাঙার জন্য দায়ী। আবার ইকতি নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোক্তারপুর, নবিপুর, ভোলারটারি। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ভোলারটারির। এলাকার বাসিন্দা সফিয়ার রহমান, সাত্তার মিয়াঁ কিংবা তবিয়ার রহমানদের মতে, অনেকের জমিই নদীর গ্রাসে নিশ্চিহ্ন। ভিটেও হারিয়েছেন হামিদ আলির মতো কেউ কেউ। এছাড়া অনেকের বাড়ি একেবারে বিপদসীমার কাছেই রয়েছে। মোক্তারপুরের বন্ধন ওরাওঁ, বুদু ওরাওঁদের জমিও গ্রাস করেছে ইকতি নদী। দেবেন্দ্রপুরের জমি মুজনাই নদী যেন গিলে খাচ্ছে।

গত বছরের ১১ ডিসেম্বর জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা ও এবছরের গত ৩ জুন মোক্তারপুর এবং ভোলারটারির ভাঙনকবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজানরা পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন। তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সদস্য আলিমুল ইসলাম বলছেন, '১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ করে রাখাতেই এই সমস্যা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, দলের খয়েরবাড়ির অঞ্চল সভাপতি জবাইদুল ইসলামের বক্তব্য, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে বছরের পর বছর ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে রেখেছে। তবে আদালতের রায়ে আমরা আশার আলো দেখছি।' এদিকে, বিজেপির মাদারিহাট ৩ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দাস জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজের হিসাব দেয়নি। ব্যাপক দুর্নীতি করা হয়েছিল। তারপর তৃণমূল নেতারা রাজ্যের টাকাতেই ১০০ দিনের কাজ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাতেও তাঁরা ব্যর্থ। এদিকে পাগলি, ধুমচিখোলা, ডিমডিমা, বিরবিটি, বাংড়ি নদীগুলির পাড়ভাঙনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বান্দাপানি, ডিমডিমা, নাংডালা, জয়বীরপাড়া, লঙ্কাপাড়া চা বাগানগুলি। সুকৃতি নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বীরপাড়ার মহাকালপাড়া, সহরাই লাইন।

ভাঙনের গ্রাসে

- মুজনাই নদীর গ্রাসে পশ্চিম ও দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, মুন্ডাপাড়া, সাধুপাড়া
- ইকতি নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মোক্তারপুর, নবিপুর, ভোলারটারি
- পাগলি, ধুমচিখোলা, ডিমডিমা, বিরবিটি, বাংড়ি নদীগুলির ভাঙনে ক্ষতি বান্দাপানি, ডিমডিমা ইত্যাদি চা বাগানে
- সুকৃতি নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মহাকালপাড়া, সহরাই লাইন

৩০০ টাকা না পেয়ে বন্ধুকে কোপ

শামুকতলা, ৪ জুলাই : ৩০০ টাকার জন্য বন্ধুকে দা দিয়ে কোপাল আরেক বন্ধু। বৃহস্পতিবার রাতে শামুকতলা থানার কুমারীজান এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামের বাসিন্দা বাবন দাস এবং সত্যজিৎ সরকার দুই বন্ধু। টাকাপয়সা সংক্রান্ত লেনদেন নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁদের বচসা শুরু হয়। বাবুনের কাছে সত্যজিৎ ৩০০ টাকা পেতেন। সেই টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। বাবুন টাকা দিতে অস্বীকার করায় দুজনের মধ্যে তর্ক বেধে যায়। তিনি সত্যজিৎকে গালিগালাজও করেন। ওই সময়ই সত্যজিৎ ছুটে বাড়িতে গিয়ে দা এনে বন্ধুর ঘাড়ে এক কোপ দেন। বাবুনের ঘাড় এবং মাথা জখম হয়েছে। তারপরে শামুকতলা থানার ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগ পেয়ে সত্যজিতের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। শুক্রবার পাশের গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ওসি দীপায়ন সরকার। এদিনই তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে জখম তরুণকে ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এবং পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন বাবুনের বাবা সহদেব দাস। তিনি বলেন, 'আমার ছেলের মাথায় এবং ঘাড়ে দা-এর আঘাত লেগেছে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। ছেলের চিকিৎসা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তাই বৃহস্পতিবার অভিযোগ জানাতে পারিনি। শুক্রবার অভিযোগ করি। আমি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' অন্যদিকে, এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আদালতে কর্মবিরতি

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : আলিপুরদুয়ার আদালতে একাধিক দাবিদাওয়া পূরণের দাবিতে শুক্রবার ২ ঘণ্টার পেন ডাউন কর্মসূচি পালন করলেন আদালতের কর্মচারীরা। দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বন্ধ থাকে কাজ। পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ হয়। গেজেট সংশোধন, ২৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় শূন্যপদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ ছিল এদিনের কর্মসূচির তিনটি দাবি।

জেলা সম্পাদক স্নেহাশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'এদিন প্রতীকী প্রতিবাদ হলেও আগামী ৯ জুলাই সারাদিনব্যাপী কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। আমাদের দাবি মানা না হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।'

সিলেবাস জমা পড়ল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে স্নাতক স্তরের ক্লাস। সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্স- এই তিন বিভাগে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ভর্তিও। এবার জমা পড়ল স্নাতক স্তরের সিলেবাস। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিলেবাস জমার পাশাপাশি চুক্তিভিত্তিক এবং ক্যাজুয়াল স্টাফদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, '১৪টি ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস তৈরির কাজ শেষ। বেশিরভাগই জমা পড়ে গিয়েছে। সেগুলি আমরা দ্রুত ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে ওয়েবসাইটেও তুলে দেব। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরের নতুন সিলেবাসে পড়ুয়ারা পড়াশোনা করতে পারবে।'

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে যাতে আলিপুরদুয়ারের নিজস্ব সিলেবাসে পড়ানো যায়, তার জন্য কাজ শুরু হয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের প্রধানদের মাথায় রেখে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে জেলার কলেজগুলির অধ্যাপকরাও ছিলেন। প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে অবশেষে স্নাতক স্তরের সিলেবাস তৈরি হয়েছে।

> ১৪টি ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস তৈরির কাজ শেষ। বেশিরভাগই জমা পড়ে গিয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরের নতুন সিলেবাসে পড়ুয়ারা পড়াশোনা করতে পারবে।
>
> **সরিৎকুমার চৌধুরী,** *উপাচার্য, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়*

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সুজয় দেবনাথ বলেন, 'আপাতত প্রথম দুটি সিমেস্টারের সিলেবাস তৈরি হয়েছে। পুজোর পর বাকি দুটি সিমেস্টারের সিলেবাসও তৈরি করে জমা দেওয়া হবে।'

আলিপুরদুয়ারে এখনও কার্যনির্বাহী কমিটি বা ইসি তৈরি হয়নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণ, পরিচালনা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনও রাজ্য সরকারের উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে। ইসি না থাকায় অ্যাকাডেমিক এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলোতেও তেমন কোনও পদক্ষেপ করতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনই কোনও কর্মী নিয়োগ করা যাচ্ছে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজে থাকা চুক্তিভিত্তিক এবং ক্যাজুয়াল স্টাফদের বিষয়টি ইসি কমিটিতে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। মোট ২৩ জন কর্মীকে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেজন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ সংযোগহীন, অবরোধ

একাধিকবার ফোন করেও মেলেনি উত্তর

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৪ জুলাই : কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম নারারথলির বামনিয়া চৌপথিতে বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে। একাধিকবার বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অফিসে ফোন করলেও কোনও কর্মী ফোন ধরেননি। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা সেই রাতেই এক ঘণ্টা স্থানীয় রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন।

কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা অনেকদিন ধরেই বেহাল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। মাঝেমধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। বৃহস্পতিবারও একই ঘটনা ঘটে। সেদিন দুপুর একটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত বামনিয়ায় বিদ্যুৎ ছিল না। এলাকাবাসী লোডশেডিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বণ্টন অফিসের টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করেন। কিন্তু সাত ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ওই এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত বর্মন ক্ষোভের সুরে বললেন, 'সামান্য বৃষ্টিপাতেই আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। একাধিকবার জানিয়েও লাভ হয়নি। বৃহস্পতিবার তো সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না। আমরা বিদ্যুতের অফিসে অন্তত পঞ্চাশবার ফোন করেছিলাম। কেউ ফোন ধরেননি। তাই তো বাধ্য হয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করি।'

পথ অবরোধে এলাকার ৭০ জন বাসিন্দা অংশ নেন। অবরোধের জেরে ওই এলাকায় প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল এবং এলাকায় যানজটও তৈরি হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যুতের তারগুলির অবস্থাও খুব খারাপ। অথচ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করতেই দেখা যায় না। স্থানীয় বাসিন্দা সত্যেন সরকার জানান, লাইনের তারগুলো অনেকদিন ধরে সংস্কার করা হয় না বলেই এই বিপত্তি।

কামাখ্যাগুড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্মী অবশ্য জানালেন, বিস্তীর্ণ এলাকার পরিষেবার দিকে খেয়াল রাখার জন্য একটিমাত্র মোবাইল ভ্যান রয়েছে। বৃহস্পতিবার খোয়ারডাঙ্গা-১ পঞ্চায়েতের শেষপ্রান্ত জয়দেবপুর টাপু এলাকায় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল। তাই বামনিয়ায় এই বাড়তি দুর্ভোগ। সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাসবাণী শোনা গেল কামাখ্যাগুড়ির বিদ্যুৎ বণ্টন অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশ্বিনীকুমার সিংহের মুখে। তিনি জানান, ওই এলাকায় অভিযোগ পেয়ে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতেই। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ পেলে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হয়। তাঁর কথায়, 'বিদ্যুতের লাইনের তারের সমস্যার বিষয়টি অবশ্য আমার জানা নেই। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

শুক্রবার মধ্য নারারথলিতে লো ভোল্টেজ সংক্রান্ত বিষয়ে এলাকাবাসীরা কামাখ্যাগুড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানান। স্থানীয়রা জানান, আট-নয় বছর ধরে একাধিকবার মৌখিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশ্বিনীকুমার সিংহ দ্রুত ওই এলাকায় সিঙ্গল ফেজ থেকে ট্রিপল ফেজ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানালেন, রাতে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অবরোধ তোলে।

বামনিয়া চৌপথিতে অবরোধের জেরে যানজট।

অভিযোগ

- বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বামনিয়ায়
- বিদ্যুৎ বণ্টন অফিসে একাধিকবার ফোন করলেও কেউ ফোন ধরেননি
- প্রতিবাদে বামনিয়া চৌপথিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন এলাকাবাসী
- অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত থাকে ওই এলাকায়

চোলাই ঠেক ভাঙল পুলিশ

শামুকতলা, ৪ জুলাই : শুক্রবার দিনভর অভিযান চালিয়ে শামুকতলা থানার পুলিশ প্রায় তিনটি চোলাই কারখানা ভাঙার পাশাপাশি প্রায় ১০টি চোলাই ঠেকে হানা দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, লাগাতার অভিযানের ফলে শামুকতলা থানা এলাকার সমস্ত চোলাই কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দিতে বাঁশ বাগানের পাশাপাশি জঙ্গলের ভেতরে বেশ কয়েকটি চোলাই কারখানা গড়ে তুলেছিল কারবারিরা। কয়েকটি চোলাই ঠেকে হানা দিয়েই পুলিশ সে খবর জেনে যায়। এই অভিযানে আবগারি দপ্তরের কর্মীরাও ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া শিলটং বনবস্তি, রাভা বস্তি সহ ১০টি জায়গায় এদিন অভিযান চালিয়ে চোলাইয়ের ভাঁটি নষ্ট করে পুলিশ। পাশাপাশি ২০০ লিটারের বেশি চোলাই এবং ১০০ কিলোগ্রাম চোলাই তৈরির উপকরণও নষ্ট করে দেয় পুলিশ।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'চোলাইয়ের ভাঁটি এবং চোলাই ঠেকের বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার অভিযান চলবে। এলাকায় লাগাতার অভিযান চালানোর ফলে সমস্ত চোলাই তৈরির কারখানা এবং চোলাইয়ের ঠেক আমরা নষ্ট করে দিয়েছিলাম। চোলাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার নজরদারি চলছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, চোলাই কারবারিরা কৌশল বদলে প্রত্যন্ত এবং দুর্গম এলাকায় চোলাই কারবার চালাচ্ছিল। বিশ্বজিতের কথায়, 'যেখানেই এই ধরনের চেষ্টা চলবে আমরা সেটা বন্ধ করবই। চোলাই কারবারিরা বিভিন্ন গ্রামে বা চা বাগানে কারখানা করে কারবার চালাচ্ছিল।' শামুকতলা থানার পুলিশের লাগাতার অভিযানের ফলে সমস্ত চোলাই কারখানা ভেঙে ফেলা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। এরপর চোলাই কারবারিরা কৌশল বদলে বাঁশ বাগান ও জঙ্গলের ভেতর চোলাই তৈরি শুরু করে। কারবারিরা সেগুলি গ্রাম এবং চা বাগানে বিক্রি করার ছক কষেছিল বলে জানা গিয়েছে।

শ্রমিক নেই, ধান রোপণে ভরসা যন্ত্র

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৪ জুলাই : প্রতিবছর ধান রোপণ ও কাটার সময় শ্রমিকের ঘাটতি দেখা যায় আলিপুরদুয়ারে। এর অন্যতম কারণ গ্রামের শ্রমিকদের একটা বড় অংশ পরিযায়ী শ্রমিক। একশো দিনের কাজ বন্ধ। সারা বছর সেরকম কোনও কাজও মেলে না। তাই বাধ্য হয়ে ভিনরাজ্যে ছুটছেন জেলার বহু কৃষক। একটু ভারী বৃষ্টি হলে একসঙ্গে সমস্ত জমিতে ধান রোপণ শুরু হবে। তখন শ্রমিক পাওয়া কষ্টকর হবে। এই সমস্যা মেটাতে যন্ত্রের মাধ্যমে আমন ধান রোপণের উদ্যোগ নিচ্ছে কৃষি দপ্তর।

শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ও কয়াখাতা রবীন্দ্র ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে আমন ধানের চাষ নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা সায়ন্তন দাস বলেন, 'ব্লকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবার রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার যন্ত্রের মাধ্যমে ধান চাষ করা হচ্ছে। এই চাষে জমিতে দুই বারের বেশি চাষ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সেই সঙ্গে দাঁড়ানো জল যা প্রথাগত পদ্ধতিতে দরকার পড়ে তা এই যন্ত্রের মাধ্যমে চাষে দরকার হয় না। এই চাষে বীজতলা ট্রেতে করা হয় এবং ২০ থেকে ২৫ দিনের চারা ট্রে থেকে তুলে যন্ত্রের মধ্যে বসিয়ে সেখান থেকে সোজাসুজি জমিতে রোপণ করা হয়।'

এবছর কোচবিহার জেলার সাতমাইল সতীশ ক্লাবের সহযোগিতায় পরীক্ষামূলকভাবে মেশিনের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে স্থানীয়ভাবে এরকম বীজতলা তৈরি করে যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণের সুযোগ করে দেওয়া হবে যাতে চাষিরা কম খরচে উন্নত প্রযুক্তির লাভ পেতে পারেন। শ্রমিকের একটা অভাব দেখা যায় প্রতি বছর। এই যন্ত্রের সাহায্যে ধান চাষ করলে শ্রমিক সমস্যা অনেকটা কমতে পারে বলে মনে করছে কৃষি দপ্তর।

আলিপুরদুয়ার জেলার মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) রজত চট্টোপাধ্যায় জানান, ট্রান্সপ্ল্যান্টার যন্ত্রে ধান চাষে বিঘা প্রতি অন্তত ১৪০০ টাকা খরচ পড়ে। চাষ করতে সময় লাগে মাত্র ৪০ মিনিট। যা সাধারণ পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক ও কম সময়সাপেক্ষ। বর্তমানে চাষের ক্ষেত্রে শ্রমিক সমস্যা একটি বড় সমস্যা।

যন্ত্রে ধান চাষের ফলে সেই সমস্যা থাকে মুক্তি পাওয়া যায়। উঁচু ও মাঝারি উচ্চতার জমিতে ট্রান্সপ্ল্যান্টার যন্ত্রে ধান চাষ কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক।

প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে কৃষক তাপস বর্মন বলেন, 'যন্ত্রের মাধ্যমে যে ধান চাষ করা যায় তা প্রথমবার দেখলাম। এতে চাষের খরচ অনেক কম। আমরা শ্রমিক নিয়ে সমস্যায় ভুগছি কয়েক বছর ধরে। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে শ্রমিক দরকার হবে না।' ধানচাষি বাবুল সরকার, সত্যজিৎ বর্মন, সুমিত বর্মনরাও খুশি।

কয়াখাতা রবীন্দ্র ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির ডাইরেক্টর সন্দীপ রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'সামনের বছর থেকে ট্রেতে বীজতলা তৈরি করে যন্ত্রের মাধ্যমে লাগানোর প্রযুক্তি ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনে থেকে মিলবে। এর ফলে চাষিরা স্থানীয়ভাবে এই প্রযুক্তির সুবিধা পাবেন।'

ব্যবস্থাপনা

- ট্রান্সপ্ল্যান্টার যন্ত্রে ধান চাষের ফলে খরচ কমে বিঘা প্রতি ১৪০০ টাকা
- এক বিঘা জমিতে যন্ত্রে ধান চাষ করতে সময় লাগে মাত্র ৪০ মিনিট
- উঁচু ও মাঝারি জমিতে ট্রান্সপ্ল্যান্টারের সাহায্যে ধান চাষ সুবিধাজনক

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা জয় প্রকাশ দাস - কে 22.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 43C 93231 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শব্দে ব্যক্ত করতে পারবো না আমি কতটা আনন্দিত। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের ফলে আমার জীবনশৈলী সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছে। যাকে অন্যান্য টিকিটের মতো একটি ক্ষুদ্র টিকিট মনে হচ্ছিল সেটি আমার জীবনের সর্বোচ্চ আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৮ সংখ্যা, শনিবার, ২০ আষাঢ় ১৪৩২

সমাজের মঙ্গলে

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলের দাবি, তাঁরা মানুষের স্বার্থে কাজ করেন। সেবার মনোভাব নিয়েই তাঁরা রাজনীতিতে আছেন। তাঁদের মানবসেবা এবং সমাজসেবায় দেশের কতটা উপকার হচ্ছে, সেই তর্কটা আপাতত শিকেয় তোলা থাকুক। বরং আলোচনা হতে পারে সমাজের সেবা করতে চাইলে রাজনীতি একমাত্র মাধ্যম কি না, তা নিয়ে।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত না হয়ে, কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়ে শুধু ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে সমাজসেবা করার আদর্শ উদাহরণ এলিস হুবারতিনা স্পন্দরম্যান। আদতে নেদারল্যান্ডসের বাসিন্দা তিনি। ২৫ বছর আগে শ্রীনগর এসেছিলেন পর্যটক হিসেবে। তারপর দেশে ফিরে যাননি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, প্রতিদিন ডাল লেক সহ শ্রীনগরের পরিবেশ রক্ষায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন তিনি।

হাতে গ্লাভস পরে শিকারায় চেপে ডাল লেকে প্লাস্টিক, আবর্জনা কুড়োন এলিস। ডাল লেককে পরিষ্কার করার এমন উদ্যোগের জন্য এলিসকে স্থানীয় বাসিন্দারা ডাল লেকের মা নামে ডাকেন। শুধু ডাল লেকে নয়, লেকের ধারে পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনাও পরিষ্কার করেন তিনি। কেন করেন, স্বেচ্ছায়। এলিসের কথায়, প্রথম কাশ্মীরে এসে ডাল লেকের অপরিচ্ছন্ন দশা দেখে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল।

তখন থেকেই ডাল লেককে পরিষ্কার করার স্বেচ্ছা ব্রতে নিজেকে নিযুক্ত করেন তিনি। নেদারল্যান্ডসে থাকার সময়ও সমুদ্রতট পরিষ্কার রাখার কাজ স্বেচ্ছায় করতেন এলিস। ডাল লেক পরিষ্কার করার কাজ তিনি ভালোবেসে করেন। কাজটা উপভোগও করেন। এলিসের মতো সমাজসেবী, পরিবেশকর্মী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে অনেকে রয়েছেন। তাঁরাও সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে নীরবে পরিবেশ রক্ষা করেন। সমাজসেবাও করেন।

এই ধরনের মানুষ খুব একটা আলোচনায় আসেন না। তাঁরা প্রচারের আলোর বাইরে থেকে যান। আসলে সমাজসেবার সঙ্গে স্বার্থ জড়িয়ে গেলে অবধারিতভাবে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনৈতিক নেতাদের আজকাল রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে দেখা যায়। গরিব-দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করেন। বোঝাতে চান, মানুষের ভালো করতে কতটা ব্যাকুল তাঁরা।

বাস্তবে সেই ব্যাকুলতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকদেখানো। রাজনীতিবিদরা আসলে নিজেদের বায়োডেটায় মানবসেবা, সমাজসেবাকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন। সমাজসেবার নাম করে জনসংযোগ করা তাঁদের আসল উদ্দেশ্য থাকে। সমাজসেবা বা মানবসেবা সেখানে গৌণ। অথচ যিনি নিজের দেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ অচেনা দেশে এসে সেখানকার মানুষকে, তাঁদের সুখ-দুঃখকে আপন করে নেন, তাঁদের সমাজসেবা আক্ষরিক অর্থেই ব্রত।

বর্তমান বিশ্বে এলিস, গ্রেটা থুনবার্গের মতো মানুষকে তাই বেশি করে দরকার। পরিবেশ রক্ষাও যে সমাজসেবার অঙ্গ, সেটা অনেকেই মনে করেন না। অথচ লাগাতার পরিবেশ দূষণ পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার। গোটা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন মানবসভ্যতাকে বড়সড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। সেই দূষণ করে মানুষই।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ নিয়ে অজস্র শব্দ খরচ করেন। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে যাওয়ার অঙ্গীকারও করেন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ পৃথিবীর ঘাড়েই থেকে যায়। কারণ, শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসে কাজ হয় না। জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে বরং অনেক বেশি দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

তবে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে শুধু রাষ্ট্র বা সরকারের এগিয়ে এলে চলে না। বাকি সবার, সাধারণ নাগরিকের দায়িত্ব অনেক। যার যতটুকু সামর্থ্য, যতটুকু সাধ্য সেটুকু সম্বল করে সবারই এগিয়ে আসা উচিত সমাজসেবায়, পরিবেশ রক্ষায়। রাজনৈতিক সিদ্ধি বা আখের গোছানোর মানসিকতা নিয়ে সমাজসেবা বা পরিবেশ রক্ষা, কোনওটাই হয় না। যে সমাজে আমরা বাস করছি, তাকে বসবাসের যোগ্য করে তোলার কর্তব্য সকলেরই। সেই কাজটি নিঃস্বার্থভাবে করে যাওয়াটাই জরুরি।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া উর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

বিদেশেই ঘুরে বেড়াব, মণিপুর যাব না

নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘতম বিদেশ সফর চলছে। তবু মণিপুর যাওয়ার সময় পান না। প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক নেই।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সকালে যখন আপনি লেখাটা পড়ছেন, তিনি তখন ব্রায়ান লারা-লিয়ারি কনস্ট্যান্টাইনের দেশ থেকে যাচ্ছেন মারাদোনা-মেসির দেশে। থামবেন না, থামবেন না! সেখান থেকে তিনি সোজা পেলে-বড় রোনাল্ডোর দেশে।

কোনও ক্রীড়াপ্রেমীর কথা বলছি না। জয় শা নন। কল্যাণ চৌবেও নন।

নরেন্দ্র মোদির কথা বলছি। এই মুহূর্তে তিনি দীর্ঘতম বিদেশ সফরে ব্যস্ত। ৮ দিনে ৫ দেশ সফর।

কোন রাষ্ট্রনায়ক সবচেয়ে বেশি বিদেশ সফর করেছেন? প্রশ্নটা নিয়ে এআই বা গুগলের দ্বারস্থ হলে দুটো নাম ভেসে আসে বেশিবার। রানি এলিজাবেথ এবং মার্শাল টিটো।

এলিজাবেথ ১২০ দেশ ঘুরেছেন। ২৬১ বার সফর। যুগোশ্লাভিয়ার জোসিপ ব্রজ টিটো, সারা বিশ্ব যাঁকে একদা মার্শাল টিটো বলে চিনত, তিনিও ১২০ দেশে ঘুরেছেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৮০-র শাসনকালে।

আর বছর তিনেক ক্ষমতায় থাকলে মোদি সেই রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন কোহলি বা তেন্ডুলকার স্টাইলে। এখনও পর্যন্ত তিনি ৭৭ দেশে গিয়েছেন। ৯০ বার বিদেশ সফর। হিসেব বলে, তাঁর প্রিয় দেশ আমেরিকা ও ফ্রান্স। আমেরিকা গিয়েছেন ১০ বার, ফ্রান্স ৮ বার। ৭ বার রাশিয়া, জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ৬ বার জার্মানি।

তাঁর অনুগামীদের অনেকে এমন ভাষায় ভারতীয় মুসলিমদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন, শুভেন্দু অধিকারীর মতো বঙ্গজ নেতারা মুসলিমদের এত শাসানি দিয়ে থাকেন, তখন একটা তথ্য দেখলে অবাক হতে হয়। মোদি কিন্তু কিছু মুসলিম দেশে পা রাখায় ক্ষান্ত হননি, অক্লান্ত। আমিরশাহিতে ৭ বার, সৌদি আরব ও উজবেকিস্তানে ৩ বার, কাতারে ২ বার। যে দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুরন্ত জায়গায়। প্রবল প্রতাপশালী। প্রশ্ন, তা হলে কি কারও প্রচুর অর্থ ও প্রতাপ থাকলে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় বিতৃষ্ণা মুহূর্তে উবে যায় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের? অর্থ থাকলে ধর্ম নিয়ে শাসানি নয়! শুভেন্দু, আপনার জন্য এটা একটা বার্তা কিন্তু!

প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে যাবেন, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রশ্ন জাগে দুটো তিনটে পরিস্থিতিতে। আমরা যখন দেখি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী দুনিয়ার বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথচ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতো জমাট নয়।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারের মতো দেশ আমাদের ক্রমবর্ধমান দাদাগিরি দেখে বিরক্ত। যে ভুটান ছিল আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ, তারাও এখন চিনের হাত ধরতে শুরু করেছে। ভারতীয়রা ভুটানে আর আগের মতো সহজে যেতে পারছেন না। উত্তরবঙ্গের লোকেরা এখানে সবচেয়ে ভুক্তভোগী।

যে নেপাল সব দিক দিয়ে আমাদের ওপর নির্ভরশীল, তারা পর্যন্ত ভারতীয়দের ঢোকায় নানা নিয়ম জারি করছে মাঝে মাঝেই। নেপালের চা হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক চা বাজারে দার্জিলিংয়ের চায়ের আতঙ্কের কারণ। নেপাল হয়েই আমাদের শিলিগুড়ি করিডরে চলে আসছে বহু দেশের সন্দেহজনক চরিত্র।

প্রশ্ন উঠবে আর একটা পরিস্থিতিতে। যখন প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের খরচ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি তৈরি হবে। সেই বিভ্রান্তি তৈরি করেছে মোদিরই সরকার। বিদেশমন্ত্রক ২০২০-র সেপ্টেম্বরে জানিয়েছিল, ২০১৫ থেকে ৫৮ দেশ সফরে মোদির জন্য খরচ হয় ৫১৭.৭২ কোটি। মার্চে তারাই জানায়, শেষ পাঁচ বছরে মোদির বিদেশ যাতায়াতের খরচ ৪৪৬ কোটি। ২০১৮-র ডিসেম্বরে একই মন্ত্রক জানিয়েছিল, ২০১৪ থেকে বিদেশ সফরে খরচ হয় ২০২১ কোটি।

আবার দেখুন, এই মার্চে সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল, ২০০২ মে থেকে ২০২৪ ডিসেম্বরে মোদির ৩৮ বিদেশযাত্রায় খরচ হয়েছে ২৫৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরচ ২৩ সালের জুনে আমেরিকা সফরে--২২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। আবার একই দেশে যেতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খরচ হয়েছিল ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। আরটিআই বা সংসদে পেশ করা তথ্যে অঙ্কটা জানা যায়, তার পিছনে যুক্তিটা জানা যায় না।

এতবার অঙ্কের মধ্যে এত বিভ্রান্তি থাকলে, কী করে চলবে? তারপর আবার সব কোটির অঙ্কে...মাথায় শূন্যের সংখ্যা ঢুকতে ঢুকতে একেবারেই শূন্য হয়ে যায়।

তবু আরও একটা বেয়াড়া প্রশ্ন মনে ঘুরঘুর করে। ২০২৩ সালের মে থেকে এবার নিয়ে ৩৫ নম্বর বিদেশ সফর হল মোদির। এত এনার্জি, এত এনার্জি! একবারও তিনি মণিপুর যেতে পারলেন না? কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেছিলেন, ''মোদির কাছে ইংরেজির তিনটি শব্দ রয়েছে, যা 'ই' দিয়ে শুরু। এনার্জি, এক্সাইটমেন্ট, এনথুসিয়াজম। অথচ চতুর্থ একটা 'ই' দিয়ে শুরু শব্দ মোদির ভাণ্ডারে নেই। 'এমপ্যাথি'।'' এবং 'এমপ্যাথি'--সহানুভূতি, সমবেদনা নেই বলেই, মণিপুরের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে যাওয়ার সময় পান না নমো।

বিস্ময়ের কাঞ্চনজঙ্ঘায় পৌঁছে যেতে হয় মোদির বিদেশ সফরে প্রবল আগ্রহ ও মণিপুর সফরে ঔদাসীন্য পাশাপাশি রাখলে। মণিপুর তো তাঁর দলই চালাচ্ছিল, তাঁর দলেরই বেশি আসন, সেখানকার বেশি মানুষই মেইতেই, মানে হিন্দু---তবু মোদি কেন মণিপুরে পা রাখতে চান না, এটা বড় একটা রহস্য।

এখানে তাঁর পরিচিত সিলেবাস, প্রশ্নপত্র পালটে গিয়েছে বলেই কি? মণিপুরে দ্বন্দ্ব হিন্দু বনাম খ্রিস্টানের। মোদি জানেন, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বললে গোটা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। এত বিদেশযাত্রা মুশকিল। উত্তর-পূর্ব ভারতেও ভেসে থাকা কঠিন। তাঁর সরকার মণিপুরে জাতীয় মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশনও পাঠায় না। কমিশনগুলোর যত সক্রিয়তা বাংলায়, বিরোধী রাজ্যে।

এখানে আরও একটা বড় প্রশ্ন। এত বিদেশ সফর করে মোদির প্রচার বাড়ল, দেশের কতটা লাভ হল? পহলগামে আমাদের ওপর জঙ্গিহানার পর আমরা পাকিস্তানকে 'আক্রমণ' করলাম। বিরোধী সদস্যদেরও বিভিন্ন দেশে পাঠানো হল ভারতের বার্তা দেওয়ার জন্য। তাতে কি আমরা পাকিস্তানকে একঘরে করতে পেরেছি? পাক সমালোচনা হল সব ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভঙ্গিতে। আমরা দেখলাম, এর মধ্যে পাকিস্তানকে ১.৪ বিলিয়ন ডলার দিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। যা আমেরিকা না চাইলে অসম্ভব।

আমরা দেখলাম, মোদির 'বন্ধু' ট্রাম্প অন্তত ৭ বার বলে গেলেন, আমিই ভারত-পাক যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছি। আমেরিকা থেকে পায়ে শিকল বেঁধে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হল সবার আগে। অথচ মোদি বা জয়শংকর বা রাজনাথের কেউই একলাইন প্রতিবাদ করলেন না। মিনমিনে একটা প্রতিবাদ এল শুধু বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্রের কাছ থেকে।

মোদির তুলনায় অতীতে আমাদের কোন প্রধানমন্ত্রী কত বিদেশ সফরে গিয়েছেন, তার একটা তুলনা করা যেতে পারে। মনমোহন সিং ১০ বছরে গিয়েছিলেন ৪৬ দেশে। ৭১ বার। মনমোহনের সবচেয়ে পছন্দের দেশ ছিল আমেরিকা (১০ বার), রাশিয়া (৯ বার), জাপান (৫ বার)।

ইন্দিরা গান্ধি ১৫ বছরে ৬৯ দেশ গিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের দেশ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন (৯ বার), আমেরিকা (৬ বার)। ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া ও ব্রিটেন (৫ বার)।

এই তালিকাগুলো থেকে বোঝা যায়, কার আমলে কোন দেশের সঙ্গে আমাদের দোস্তি কেমন ছিল। নেহরু-ইন্দিরার আমলে একটা জোটনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ছিল ভারতের। ওই জমানায় আমেরিকা-সোভিয়েত জোটে আড়াআড়ি বিভক্ত পৃথিবীতে রাশিয়ান ব্লকের কাছাকাছি থেকেও জোটনিরপেক্ষতার আলাদা কণ্ঠহার ছিল ভারতের। ইন্দিরার প্রয়াণের বহু বছর পরেও তা রাজমুকুটের মতো থেকে গিয়েছিল ভারতের। এখন?

এত বিদেশ সফর থেকে কী পেলেন মোদি? ভারত-পাক সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর প্রশ্নদুটো ভাবাচ্ছে আরও। তাঁকে নিয়ে কারা উচ্ছ্বসিত? ইতালির দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী জিওর্জিয়া মেলোনি বাদে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না তো! বিশ্ব রাজনীতিতে ইতালির ভূমিকা প্রায় শূন্য। যতটুকু রয়েছে, তা ভ্যাটিকান সিটির। বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপালও ভারতকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। মোদির সময় ব্রিকস হয়েছে, জি টোয়েন্টি হয়েছে, আসিয়ান হয়েছে, সার্ক হয়েছে। শিলিগুড়ি-দার্জিলিংয়ের রাস্তায় এখনও জি টোয়েন্টির প্রতীক পড়ে আছে। তাতে লাভ কী হয়েছে? পহলগামের পর পাকিস্তানকে বিশ্ব পুরোপুরি একঘরে করল না তো?

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিকতম সমীক্ষা জানাচ্ছে, আমাদের ৩৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। মানে চারজনের মধ্যে একজন। প্রবল দারিদ্র্য নিয়ে বেঁচে ৭ কোটি মানুষ। সেখানে যখন ৭ বছর আগের একটা হিসেব চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়--প্রথম চার বছরে মোদির বিদেশ সফরে শুধু বিমান খরচ, এয়ারক্রাফট দেখভাল, হটলাইন ব্যবস্থার জন্যই ১৪৮৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, তখন কেমন একটা লাগে। মন খারাপ হয়ে যায়।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে মণিপুরে ইম্ফল থেকে চূড়াচাঁদপুর যাওয়ার ভাঙা রাস্তা। ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড, কাঁটাতার, বালির বস্তা, গুলির দাগ, গুঁড়িয়ে যাওয়া স্কুলবাড়ি, পরিত্যক্ত গ্রামে শীর্ণ বেড়ালছানার ঘোরাঘুরি, পেট্রোলের গন্ধ, রক্তের দাগ, পড়ে থাকা কফিন, মাইলের পর মাইল অসীম শূন্যতা...।

আজ

১৮৮৬

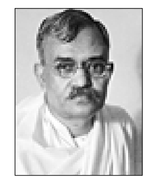

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত।

১৯৯৫

ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধুর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাদের সামনে সীমান্ত হয়তো একটা ছিল। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরে প্রতিপক্ষ ছিল তিনটি। সামনে পাকিস্তান। তাদের সবরকম সাহায্য করেছে চিন ও তুরস্ক। ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের ৮১ শতাংশই চিনের। পাকিস্তানকে চিন অস্ত্রের পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করে।

- রাহুল আর সিং (সেনাকর্তা)

ভাইরাল/১

মাইগ্রেনের ব্যথা সারছে ম্যাকডোনাল্ডসের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কোক খেয়ে! তবে কোকে থাকা ক্যাফেইন-এ মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে না ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ে থাকা কার্বোহাইড্রেট কাজে দিচ্ছে, তা নিয়ে ধন্দে চিকিৎসকরা।

ভাইরাল/২

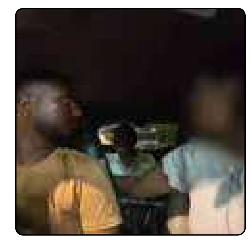

গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় ক্যাবে উঠে চালকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, গালিগালাজ। রাজকীয় কায়দায় ক্যাবে বসেই মদ্যপান এক তরুণের। চালক নির্বিকার। শুধু একবার বললেন, 'স্যর, এরকম করতে নেই।' ঘটনাটি গাড়ির ক্যামেরায় বন্দি হয়। ভাইরাল ছবিতে নিন্দার ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

ইতিহাসে নিবেদিত

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বর্ষীয়ান ভূমিপুত্র হিমাংশুকুমার সরকার অধ্যাপনা করতেন।

হিমাংশুকুমার সরকার

ইতিহাস নিবেদিতপ্রাণ। বয়স ৯০ বছর পেরিয়েছে। তা-ও কোনও ক্লান্তি নেই। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে একের পর এক বই লিখে চলেছেন। বিভিন্ন বই ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অসংখ্য নথিপত্রের সমুদ্রে কলম হাতে তিনি শিকড়ের সন্ধান চালান।

হিমাংশুবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি- ইতিহাস সাহিত্য ও শিক্ষা, উত্তরবঙ্গে জৈন ধর্ম, বিপ্লবী আন্দোলনে উত্তাল উত্তরবঙ্গ, শিকড়ের সন্ধানে, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বালুরঘাট, নতুন গবেষণার আলোকে সেন রাজবংশের ইতিহাস, আত্রেয়ী ইতিকথা, উত্তর দিনাজপুর জেলার স্মরণীয় যারা (প্রধান লেখক ও সম্পাদনা)।

এছাড়া আরও তিনটি বই প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে। সেই বইগুলির মধ্যে রয়েছে নতুন গবেষণার আলোকে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস, প্রাচীন ও আদিমধ্য যুগ। বয়সভারে নড়াচড়ায় সমস্যা। হিমাংশুবাবু বই লিখেই সময়ের বিভিন্ন সরণিতে অবাধে বিচরণ করে চলেছেন।

– গজেন মণ্ডল

বাঁশিতে প্রাণ

বাঁশিকে ভালোবেসে দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে নবম শ্রেণির পড়ুয়া রায়গঞ্জের অহর্ষি দত্ত। পড়াশোনায় বরাবরই ভালো।

কিন্তু আরও ভালো লাগে বাঁশি বাজাতে। ছোটবেলা থেকেই বাঁশির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সখ্য। মা-বাবার সঙ্গে গ্রামীণ মেলায় গেলে তার বরাবরের প্রথম পছন্দ বাঁশি। মেলা থেকে কিনে আনা বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে কবে যে তা থেকে সুর বেরিয়েছে মনে নেই। সুযোগ পেলেই বিভিন্ন রকমের বাঁশির সুরে মজে থাকে। ঝোলায় এখন বেশ কয়েকটি বাঁশি। সময় কাটে সেগুলি নিয়েই। মূলত দেশাত্মবোধক গানের সুর তুলতে তার ভালো লাগে।

তবে শাস্ত্রীয় সংগীতও বেশ পছন্দ। নতুন কোনও গান প্রকাশ হলে সেই গান নিয়েই মশগুল থাকে অহর্ষি। যতক্ষণ না বাঁশিতে সে গানের সুর আসে ততক্ষণ ছাড়ার পাত্র নয়। মাঝে মাঝেই ডাক মেলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তার বংশীবাদন মুগ্ধ করে সবাইকে। অনায়াসে।

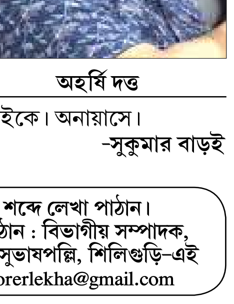

অহর্ষি দত্ত

-সুকুমার বাড়ই

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জেন জি ডায়ালেক্ট ও জীবনশৈলী পাঠ

গুড টাচ ও ব্যাড টাচ। বিভিন্ন স্কুলে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হচ্ছে। এই পাঠ কমাতে পারে জুভেনাইল ক্রাইম।

সৌরভ মজুমদার

ক্লাস টুয়েলভের বায়োলজি ক্লাস। মাস্টারমশাই ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকাতে ব্যস্ত- পুরুষ জননতন্ত্র। এদিকে লাস্ট বেঞ্চে ততক্ষণে ফিশফাশ শুরু, এর ঠিক পরেই ওই জিনিসটা আসবে! মুখ চিপে হাসির চাপা গুঞ্জনের মধ্যেই স্যর সরাসরি অন্য টপিকে সুইচ করে গেলেন। পরীক্ষার জন্য স্যরের মতে এটুকুই নাকি যথেষ্ট! এই পরিচিত ক্লাসরুমের ছবি যতটুকু আমার, ততটুকু আপনারও। এভাবেই বন্ধু মুখে মিথ সেজেছে মিথ্যে, মিথ্যের গায়ে পড়েছে সত্যির পালিশ। মোটামুটি আমাদের বয়সি সকলেই একই অভিজ্ঞতার শরিক।

নব্বই ও শূন্য দশকের সামাজিক মাধ্যমহীন পৃথিবীর এটাই গূঢ় সত্য। আমাদের বড় হয়ে ওঠার পৃথিবী থেকে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছে আমাদের বেঁচে থাকার এই পৃথিবী। দূরদর্শন, কেবল টিভির যুগ পেরিয়ে- মোবাইলের স্ক্রিনে স্ক্রল করছে আমাদের সভ্যতা। সেখানে ওয়েস্টার্নাইজেশনের ছাপে দেশীয় সংকট। সাংস্কৃতিক প্রশ্নচিহ্নের সামনে জীবনবোধের প্রকট বিপন্নতা। বেলাগাম ক্রাইম সিন। পার্টি অ্যানিমাল স্ট্যাটাস সেঁটে নেশার এনসাইক্লোপিডিয়ায় বয়ঃসন্ধির বিপদ। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পৃথিবীর ভেতরে যে যৌনতার গন্ধ- তাতে জেন জি ভুলেছে মন, চিনেছে হরমোন। জীবনশৈলীর রক্ষাকবচের থেকে দূরে তার অনন্ত বিস্তার। সঠিক জীবনদর্শনের অভাব সুসংহত আগামীর পথের প্রধান অন্তরায়। জীবনশৈলী বলতে মূলত যাপনের ধরন বা পদ্ধতিকেই বোঝায়। জীবনযাত্রার পদ্ধতি, অভ্যাস, আচরণ, পছন্দ, অপছন্দ, শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সবটা মিলিয়েই জীবনশৈলীর মূল কাঠামো নির্মিত।

আমরা ক্রমশ সরে আসছি আমাদের শিকড় থেকে। আন্তর্জাতিকতাবোধ ও নিও লিবারাল ইকনমির দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ আদতে কনজিউমার। আর এই ভোগবাদের বিবর্তিত দর্শনেই লেখা হচ্ছে বর্তমান সময়ের ইতিকথা। আমাদের প্রাচীন বিশ্বাস টলমল। জেন জি রিলেশনশিপের অভিধানে জায়গা করে নিয়েছে সিচুয়েশনশিপ, ব্রেডক্রাম্বিং, পকেটিং- এর মতন শব্দ। সমস্ত আবেগের জন্য রকমারি নাম। আবেগ বিক্রির শপিং মলে নৈতিকতার ভিন্টেজ হাইলাইট। এই যে আমাদের চারপাশের পৃথিবীতে সম্পর্কের অনায়াস ছন্দপতন- সেক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনি বিবিধ চাহিদার অস্তিত্বকে বইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও কম দায়ী নয়। ঠিক এবং ভুলের স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারিত না থাকলে ভুলপথে চালিত হওয়াই স্বাভাবিক। এখানেই আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ পালটে দিতে পারে বর্তমান এই সমীকরণকে। আলোচনা কীভাবে বদলে দিতে পারে আশপাশের আবহ তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ- পিরিয়ড নিয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারমূলক আলোচনা, প্যাডম্যানের মতন চলচ্চিত্র নির্মাণ। ঠিক এখানেই জেন জি দুনিয়া, সমরেশ মজুমদারের 'মনের মতো মন' উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রদের সামনে লিখে দেয় নতুন পৌরুষের সংজ্ঞা। আমি বিশ্বাস করি শেখালে সবই শেখা যায়।

তাই তো এখন স্কুলে স্কুলে গুড টাচ ও ব্যাড টাচ শেখানো হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই। স্পর্শের সাদা-কালো বোধের ভেতর লুকিয়ে থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার স্বর। শিশুদের প্রতি যৌন শোষণের বিরুদ্ধে যেমন এটি যথার্থ পদক্ষেপ তেমনি এই বিষয়ে শিক্ষাদান মানে বাকিদেরও পরোক্ষভাবে সচেতন করে দেওয়া- ব্যক্তিগত শরীরী ভাষায় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের সহজ পাঠে। জীবনশৈলী পাঠ কমাতে পারে জুভেনাইল ক্রাইমের ৬.৯ শতাংশ নথিভুক্ত কেসের পরিসংখ্যানকে। এক সুনিশ্চিত সকাল উপহার দিতে পারে সকলকে।

(লেখক পেশায় সরকারি আধিকারিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৪

পাশাপাশি : ১। অশুভ পরিণাম, বিপর্যয়, দৈব বিড়ম্বনা ৩। শিবের পুজো বিশেষ ও উৎসব, গাজন ৫। শর্তযুক্ত দলিল ৭। পাখি, পতঙ্গ ৯। ছন্দোবদ্ধ রচনা, পদ্য, কাব্য, শ্লোক ১১। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ১৪। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ১৫। শ্রীরামচন্দ্র।

উপর-নীচ : ১। কুকথা, গালি ২। কতিপয়, অল্পসংখ্যক ৩। চাঁদা মাছ ৪। বকনা বাছুর ৬। লেবু জাতীয় বড় ফল ৮। হঠাৎ লাফের ভাব ১০। গণ্যমান্য, ধনী, ওস্তাদ, চৌকশ, লায়েক ১১। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১২। রঙ্গ, রঙ্গ দেখানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি ও নাচগান, কৃত্রিম ও কপট ঝগড়া ১৩। পর্বতের গুহা, আদা, ওল বা কাঁধ।

সমাধান ■ ৪১৮৩

পাশাপাশি : ১। মল্লিকা ৩। দারু ৫। দফা ৬। শরভ ৮। শিখর ১০। শর্বরী ১২। তকলি ১৪। খাস ১৫। ষড় ১৬। নবতি।

উপর-নীচ : ১। মধুনিশি ২। কাদম্বর ৪। রুধির ৭। ভড় ৯। ভাত ১০। শরাসন ১১। রীতিনীতি ১৩। করীষ।

বিন্দুবিসর্গ

ফের বর্ষণ

দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রাজ্যে সক্রিয় হচ্ছে বর্ষার বাতাস। এখন বৃষ্টি চলবে।

কোর্টের দ্বারস্থ

বাম নেতা অনিল দাসকে রাস্তায় ফেলে মারধর করার অভিযোগে তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেপ্তার না করায় আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি লিখলেন তাঁর স্ত্রী।

উদ্ধার পড়ুয়া

নাচের দলে সুযোগ দেওয়ার নামে স্কুল পড়ুয়াকে পাচারের অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বিহার থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্ত অধরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মামলা

পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় ওডিশা সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল তাঁদের পরিবার। হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের হয়েছে।

মমতার নীরবতায় প্রশ্ন

কসবা কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া কি একুশে জুলাইয়ের সভায়

কলকাতা, ৪ জুলাই : কসবায় আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনার পর গড়িয়ে গিয়েছে ১০ দিন। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পর্কে একটি শব্দও খরচ করেননি। রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। বেশ কিছু ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কসবা কাণ্ডে এতদিন পরেও কেন নীরব তা নিয়ে বিরোধীরা রোজই প্রচারমাধ্যমে প্রশ্ন তুলছে।

রাজ্যের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপিও এই ইস্যুটিকে কাজে লাগাতে চাইছে। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, ২১-এ জুলাই শহিদ দিবসে সমাবেশ মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের সব প্রশ্নের জবাব দেবেন। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদলকে যে কসবা কাণ্ড সহ প্রচুর অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তা বিলক্ষণ জানা আছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। তবু তাঁরা নীরব। দলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার শুক্রবার বলেছেন, 'সব কিছুর জবাব পেয়ে যাবেন ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। তার জন্য তৈরি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেবেন তিনি। দলের নেতা-কর্মীদের করণীয় কী হবে, দলের কর্মসূচি ও প্রচারই বা কোন পথে চলবে তারও দিশা থাকবে দলনেত্রীর ভাষণে। আমরা সবাই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছি।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এর আগে বহুবারই মমতা মহিলাদের ওপর অপরাধমূলক ঘটনা নিয়ে হালকা মন্তব্য করেছেন। এতে আমজনতার মধ্যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে। কিন্তু এবার নীরব থেকে তিনি আরও বড় ভুল পদক্ষেপ করছেন। যেভাবে তৃণমূল প্রতিটি অস্বস্তিকর ঘটনাকে হালকা করে দেখানোর চেষ্টা করেছে তা মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। নিঃসন্দেহে কলকাতা পুলিশ এবার আর আরজি কর কাণ্ডের মতো গাছাড়া মনোভাব দেখায়নি। কসবা কাণ্ডের ঘটনা জানাজানির পরই দ্রুত অভিযুক্তদের ধরেছে এবং তাদের 'প্রভাবশালী' আখ্যা দিয়ে যথাযোগ্য ধারায় মামলা শুরু করেছে। কিন্তু পুলিশি তৎপরতার লেশমাত্র দেখা যায়নি তৃণমূল নেতাদের বক্তব্যে।

আইন কলেজে পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় বিধায়ক যেমন অভিযুক্তকে চাকরির জন্য মনোনীত করা বা তাঁকে 'জেঠু' বলে ডাকার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখতে পাননি। আর এক বিধায়ক মদন মিত্রও এই বিষয়ে আলগা মন্তব্য করে পরে দলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। এত কাণ্ডের পরও মুখ্যমন্ত্রী কোনও বয়ান দেননি। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। তাঁর কড়া নির্দেশেই পুলিশ সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও বিবৃতি তিনি দেননি।

> সব কিছুর জবাব পেয়ে যাবেন ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। তার জন্য তৈরি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেবেন তিনি। দলের নেতা-কর্মীদের করণীয় কী হবে, দলের কর্মসূচি ও প্রচারই বা কোন পথে চলবে তারও দিশা থাকবে দলনেত্রীর ভাষণে। আমরা সবাই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছি।
>
> **জয়প্রকাশ মজুমদার**

এর আগে অবশ্য মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিগুলি খুবই হালকা ছিল বলে বিরোধীদের অভিযোগ। তাদের দাবি, তৃণমূল নেত্রী প্রথম থেকেই আরজি কর কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ করলে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস মনোজিৎ মিশ্র ওরফে ম্যাঙ্গো দেখাতে পারত না। ২০১২ সালে পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের ঘটনাকে 'সাজানো ঘটনা' বলেছিলেন মমতা। তার পরের বছর কামদুনি কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় নির্যাতিতার বন্ধুবান্ধব ও সহমর্মীদের 'মাওবাদী' ও 'সিপিএমের এজেন্ট' হিসেবে দেগে দিয়েছিলেন। ২০২২ সালে হাঁসখালি কাণ্ডে মমতার ওদের দু'জনের মধ্যে 'প্রেম ছিল' বলে মন্তব্য করেন।

কসবা কাণ্ডের অভিযুক্ত নিজেকে 'পেশাদারি অপরাধী' বলে দাবি করতেন। ওই কলেজের ছাত্রীদের অনেকেই তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। তদন্তে ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে গত পাঁচ বছরে অন্তত ১১টি এফআইআর হয়েছে তার বিরুদ্ধে। ঘটনার দু'দিন পরে ২৭ জুন এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল এই ঘটনার নিন্দা করে। এবার ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে কসবা কাণ্ড নিয়ে মমতা কী বলেন তা জানার জন্য সবাই অপেক্ষায়।

জীবনযুদ্ধ... শুক্রবার কলকাতায়। ছবি-আবির চৌধুরী।

মনোজিৎকে নিয়ে নিগ্রহের পুনর্নির্মাণ

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ জুলাই : অবশেষে খুলতে চলেছে কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ। গণধর্ষণ কাণ্ডের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, ইউনিয়ন রুম বন্ধ রেখে শীঘ্রই কলেজ খোলা হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে সোমবার খুলতে পারে কলেজ। গভর্নিং বডির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে ভাইস প্রিন্সিপালের। ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই নয়া মোড় নিয়েছে। ভোররাতেই মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ সহ বাকি ধৃতদের ল কলেজে আনা হয়। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। শুক্রবার ধৃত নিরাপত্তারক্ষীকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে ৮ জুলাই পর্যন্ত তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিন সকালেই অভিযুক্তদের কলেজে এনে থ্রি ডাইমেনশনাল স্ক্যানার দিয়ে চলে থ্রিডি ম্যাপিং। ঘটনাস্থলের ত্রিমাত্রিক ছবি তুলে অকুস্থলের বিস্তারিত তথ্য জেনে নেওয়া হয়। ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইউনিয়ন রুম থেকে ওয়াশ রুম পর্যন্ত চলে ঘটনার পুনর্নির্মাণ। এটি নির্যাতিতার বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। মনোজিতের বেতনের নথিও নিয়েছে পুলিশ। চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রভাবশালীদের সুপারিশে চাকরি হয়েছিল কি না তা জানতে চাইছে পুলিশ। ওইদিন অন্য দুই ধৃত প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও জইব আহমেদের ফোন থেকে প্রভাবশালী কাউকে ফোন করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। নিরাপত্তারক্ষীকে এদিন আদালতে তোলা হলে জামিন খারিজ হয়ে যায়।

হেনস্থায় ক্ষুব্ধ অভিযুক্তের বান্ধবী

এদিন মনোজিতের বান্ধবীও মুখ খুলেছেন। ঘটনার পরে তাঁকে নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়। তিনি জানান, তাঁদের সম্পর্ক ২০১৮ সাল থেকে ছিল। এই ঘটনার পর পরিস্থিতি বদলে গিয়ে তাঁকেও কটাক্ষের শিকার হতে হচ্ছে। যা ক্রমেই তাঁর পক্ষে মানসিক নির্যাতনের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনার পরই প্রোফাইল থেকে নিজের নাম সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অসম্মান পিছু ছাড়ছে না তাঁর। মনোজিতের বিরুদ্ধে আরও বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, কলেজের সব অফিশিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাডমিন ছিলেন তিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি। মনোজিতকে চিরকুটের মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে কোনও পদ দেওয়া হয়নি। নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়নি বলেই সূত্রের খবর। কলেজ কর্তৃপক্ষের অনেকেরই পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

দুশো আসনে রোড ম্যাপ শমীকের

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তৎপরতা শুরু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ জুলাই : চলতি মাসেই রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৮ জুলাই কলকাতায় রেলের একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দমদম সেন্ট্রাল জেল লাগোয়া মাঠে সভা করতে পারেন তিনি। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে। বিদায়ি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'জুলাইয়ের মাঝামাঝি রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সেসময় সরকারি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দলীয় সভা করার বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।' রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর শুক্রবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে সুকান্ত মজুমদারের থেকে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব বুঝে নেন শমীক ভট্টাচার্য। সল্টলেকের দপ্তরে শমীককে সভাপতির চেয়ারে বসিয়ে সংবর্ধনা দেন সুকান্ত সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন সুনীল বনসল, মঙ্গল পান্ডে, অমিত মালব্য সহ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগেই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন নয়া রাজ্য সভাপতি। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গেও তাঁর দেখা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

দায়িত্ব নেওয়ার পর শুক্রবারই দলের রাজ্য পদাধিকারী, মোর্চা ও সেলের পদাধিকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন শমীক। ২০২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথভিত্তিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ভোটের ব্যবধান সাকুল্যে ৫০ লক্ষের কাছাকাছি। বিজেপির মতে, ২৯৪টি বিধানসভার বিচারে সেই ব্যবধান বিরাট কিছু নয়। তাছাড়া পরিসংখ্যান বলছে, ১০৮টি বিধানসভায় তৃণমূলের কাছে বিজেপি ৫ হাজারেরও কম ব্যবধানে হেরেছে। ২৪-এর লোকসভা ভোটের ফল অনুযায়ী ৯২টি বিধানসভা এলাকায় এগিয়ে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে ব্যবধান ঘোচাতে প্রাথমিকভাবে এই ২০০টি বিধানসভা এলাকাকে টার্গেট করছে বিজেপি।

এইসব বিধানসভায় দলের ভোটবৃদ্ধিতে এদিন দলের সেল এবং মোর্চার সভাপতিদের কাছে রোড ম্যাপ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। চলতি মাসের ১০ থেকে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে জেলায় জেলায় বৈঠক করে বুথ কমিটি তৈরির কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ প্রাথমিক সদস্য হলেও জেলায় জেলায় পূর্ণশক্তির বুথ কমিটি তৈরির কাজ এখনও অনেকটাই বাকি। সেই কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে পাঁচ সদস্যের বুথ সশক্তিকরণ কমিটিকে এদিন নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। এর পাশাপাশি প্রতিটি জেলার মণ্ডলে মণ্ডলে স্থানীয় ইস্যুর ভিত্তিতে কী ধরনের গণ আন্দোলন করা যায় তার রূপরেখা তৈরি করতেও নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। বৈঠকে ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিচালনায় সিআইএসএফের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের পদাধিকারীরা।

রাজ্য সভাপতির চেয়ারে শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার। বিজেপির রাজ্য দপ্তরে।

আয় ও লাভে পঞ্চম স্থানে বাগডোগরা

কলকাতা, ৪ জুলাই : দেশের বিমানবন্দরগুলির মধ্যে আয় ও লাভের নিরিখে শীর্ষস্থানে পৌঁছল কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। আয়তনে অনেক ছোট হলেও উত্তরবঙ্গের এই বিমানবন্দরটি 'এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র রিপোর্ট অনুযায়ী রয়েছে পঞ্চম স্থানে। কলকাতা, চেন্নাই, কালিকট ও পুনের পরেই বাগডোগরার স্থান। ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে কলকাতা বিমানবন্দরের লাভ ৬৭০ কোটি। এই অর্থবর্ষে বাগডোগরা বিমানবন্দরের লাভ ৮৩ কোটি।

করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে আয় ও লাভের দিক দিয়ে রেকর্ড গড়েছিল কলকাতা বিমানবন্দর। এবার সেই রেকর্ডও ভেঙেছে কলকাতা। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ২.১ কোটি যাত্রী কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন। ২০২৩ সালের যাত্রীসংখ্যা ১.৮ কোটি। কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর প্রভাত রঞ্জন বেউরিয়া জানিয়েছেন, 'রেকর্ড অঙ্কের লাভ হলেও এখনও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে এখানে। বড় বিমান ওঠানামার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এখনও পরিকল্পনা চলছে। টার্মিনাল ও কার্গো সম্প্রসারণের ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমাদের লাভ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলেই আশা করছি।' কলকাতা বিমানবন্দরের আয়ের ৭৯ শতাংশই এসেছে ট্রাফিক থেকে। প্রভাত রঞ্জন জানিয়েছেন, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান বাড়লে যাত্রী সংখ্যা আরও বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী।

শীর্ষে কলকাতা

হাজিরা মদনের

কলকাতা, ৪ জুলাই : 'সরকারি টাকা কি কর্পূর যে মাঝপথ থেকে উবে যাবে?', রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্রকে আদালতে দাঁড় করিয়ে প্রশ্নের জবাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সিএসটিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় শুক্রবার হাজিরা দেন অর্থসচিব, রাজ্য পরিবহণ নিগম ও সিএসটিসি এমপ্লয়িজ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মদন মিত্র ও সিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, 'প্রত্যেক দপ্তর একে অপরের ওপর দায় চাপাচ্ছে। যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে।'

আবেদনকারীদের টাকা রাজ্যের অর্থ দপ্তর পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে সিএসটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছে। তবে এখনও বহু কর্মী রয়েছেন যাঁরা টাকা পাননি। সেক্ষেত্রে ৪ মাসের মধ্যে পরিবহণ দপ্তর ও পরিবহণ সচিবকে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা করে পদক্ষেপ করতে হবে। সিএসটিসি-ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ইউনিয়ন রুমে তালা, করিডরে আড্ডা নয়

হাইকোর্টের নির্দেশ পালন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ জুলাই : হাইকোর্টের নির্দেশে ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ থাকছে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইউনিয়ন রুম। অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদালতের এই নির্দেশ প্রকাশ্যে আসতেই কলকাতার অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছবিটা বদলে গেল। কিছু কলেজের ইউনিয়ন রুমে সকাল থেকেই তালা ঝুলল। আবার কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চিত্র। কলকাতার নাম করা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে ইউনিয়ন বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে এখনও একমত হতে পারেনি ছাত্রনেতাদের একাংশ।

দক্ষিণ কলকাতার অতি পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশুতোষ কলেজ। শুক্রবার কলেজে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, মার্কশিট নিতে লাইন পড়ুয়াদের। কিন্তু সেখানে ইউনিয়নের নেতাদের পরিচিত প্রভাব এদিন কিছুটা কম। তালা বন্ধ ইউনিয়ন রুমেও। তবে বহিরাগতদের প্রবেশ আটকাতে এদিন একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের বর্তমান পড়ুয়াদের আইডি কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি অধ্যক্ষদের অনুমতি নিয়েই কলেজ ক্যাম্পাসে প্রাক্তনিদের প্রবেশের নিয়মবিধি জারি করা হল এদিন।

কমন রুম ছাড়া করিডর বা কলেজের অন্য কোনও জায়গাতেও আড্ডা মারা যাবে না। নিরাপত্তারক্ষীদের যথেষ্ট সতর্ক করে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিকেল ৫টার পর প্র্যাক্টিকাল ক্লাস ছাড়া কোনও পড়ুয়া কলেজে থাকার অনুমতি পাবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত জানান, আদালতের নির্দেশের পর তাঁদের পক্ষে ইউনিয়ন রুমগুলি বন্ধ করা সহজ হয়ে উঠল। এর আগেই একাধিক ক্যাম্পাসের ইউনিয়ন রুমে অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। কলেজগুলির গর্ভনিং বডিতে রাজনৈতিক নেতার পরিবর্তে পড়ানোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের থাকার পক্ষেই মত তাঁর। একইসঙ্গে যোগেশচন্দ্র ডে কলেজের অধ্যক্ষের মত, 'এর আগেও একাধিকবার ইউনিয়ন রুমগুলি বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

ব্যতিক্রমী চিত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি কিশলয় রায় জানিয়েছেন, 'রেজিস্ট্রারের লিখিত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমরা পদক্ষেপ করতে পারছি না। সোমবার যদি নির্দেশ না আসে, আমরা তখন পদক্ষেপ করব।' এসএফআই আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি রাসেল পারভেজ জানিয়েছেন, 'যাদবপুরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন খুব শীঘ্রই করার চেষ্টায় আছি। এখানে গণতান্ত্রিকভাবেই নির্বাচন হবে। আমরা আজকেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি ইউনিয়ন রুম বন্ধের ব্যাপারে। তবে তাঁরা জানিয়েছেন, আদালতের কোনও নির্দেশিকা এখনও তাঁদের কাছে পৌঁছোয়নি।'

অবশ্য এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, 'আদালতের নির্দেশ আসার পরেও কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ হবে না কেন? এটা তো কার্যত আদালত অবমাননা। এই বিষয়ে শিক্ষা সচিবকে তলব করা হোক।' সোমবারের মধ্যে প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া হবে। বলে মনে করছে শিক্ষক মহল।

কোথায় কী

- আশুতোষ কলেজের ইউনিয়ন রুমে ঝুলল তালা
- যাদবপুরে এখনও বন্ধ হয়নি ইউনিয়ন রুম
- যোগেশচন্দ্র ডে কলেজে বন্ধের প্রক্রিয়া চলছে
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও একই পথে হাঁটছে

> আদালতের নির্দেশ আসার পরেও কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ হবে না কেন? এটা তো কার্যত আদালত অবমাননা। এই বিষয়ে শিক্ষা সচিবকে তলব করা হোক।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে বিচারপ্রার্থী শান্তনু

কলকাতা, ৪ জুলাই : চিকিৎসক হিসেবে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শান্তনু সেন। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মর্মে মামলা দায়ের করতে চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতির তরফে তাঁর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। সংবাদমাধ্যম থেকে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। একটি বৈঠক হয়েছিল, তাতে তিনি অংশও নিয়েছিলেন। তাঁর তরফে সমস্তরকম সহযোগিতা করা হয়েছে। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে এফআরসিপি গ্লাসগো নামে একটি বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তা নিয়ে শান্তনুকে নোটিশও দিয়েছিল কাউন্সিল। তারপরই তাঁর ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন ২ বছরের জন্য বন্ধ করা হয়। কাউন্সিলের দাবি, এটি একটি সাম্মানিক ডিগ্রি।

এই ডিগ্রি থাকা ব্যক্তিরা প্র্যাক্টিস করতে পারেন কি না তা গ্লাসগোতে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তবে কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন শান্তনু সেন। তাঁর বক্তব্য, 'যা হয়েছে তা মেনে নেব না। আইনি পথেই হাঁটব।' আরজি কর কাণ্ডের সময় মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল শান্তনু ও তাঁর স্ত্রীকে।

তার জেরে দলের সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তা স্পষ্ট। এই বিতর্কে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, আরজি কর কাণ্ডে মুখ খোলার চেষ্টা করেছিলেন শান্তনু সেন। তার খেসারত দিতে হচ্ছে। তৃণমূলকে অপদস্থ করার চেষ্টা করা হলে শাস্তি অবধারিত।

নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ফেসবুক 'বন্ধু'

কলকাতা, ৪ জুলাই : কসবার ল' কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় সরব কলকাতা। তারই মাঝে ফের ধর্ষণের অভিযোগ তিলোত্তমায়। প্রথমে ফেসবুকে পরিচয়, তারপর সেই বন্ধুত্ব থেকেই বাড়িতে আসা। ১৪ বছরের নাবালিকা বালিগঞ্জের বাড়িতে একা ছিল সোমবার।

বাবা-মা না থাকায় সুযোগ বুঝে সেখানে উপস্থিত হয় তার ১৫ বছর বয়সি ফেসবুক 'বন্ধু'। তারপরই ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওই নাবালকের বিরুদ্ধে। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষায় ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। এমনকি উদ্ধার হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ওই বাড়িতে নাবালকের উপস্থিতির প্রমাণও মিলেছে।

সমাজমাধ্যমে নির্যাতিতা নাবালিকার সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' করেছিল অভিযুক্ত। সোমবার এই ঘটনা ঘটার পর নাবালিকার মা বাড়ি ফিরলে সম্পূর্ণ ঘটনা জানতে পারেন। পুলিশে অভিযোগ করেছিলেন তিনিই। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নাবালককে আটক করে পুলিশ শিশু কল্যাণ দপ্তরের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। অবশ্য তদন্ত মারফত জানা গিয়েছে, ওইদিন বালিগঞ্জের বাড়িতে অপর একজন ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন ঘটনা চলাকালীন। ঘটনার পর অভিযুক্ত নাবালক নির্যাতিতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে।

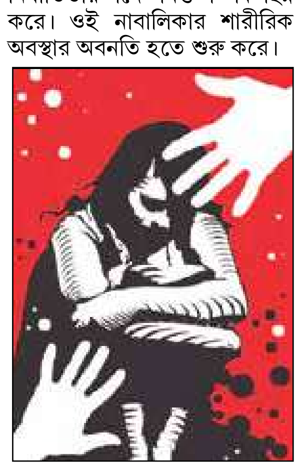

প্রবল যন্ত্রণায় থাকায় ওই অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি বলেই জানিয়েছে নাবালিকা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

পুলিশ নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছে। এমনকি এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিকভাবে স্কুলগুলিতে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কর্মশালা আয়োজনের কথা ভাবা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

শমীককে সিপিএমে যোগের আহ্বান সৃজনের

কলকাতা, ৪ জুলাই : সদ্য নির্বাচিত বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সিপিএমে আসার আহ্বান জানালেন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তৃণমূলকে উৎখাত করতে বাম-কংগ্রেসকে পতাকা ফেলে একসঙ্গে আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শমীক ভট্টাচার্যের সংবর্ধনার মঞ্চ থেকেও বাম-কংগ্রেসের উদ্দেশে বলা হয়, মূল লক্ষ্য এখন তৃণমূলকে উৎখাত করা। তাই দলীয় পতাকা ফেলে আন্দোলনে নামার জানানো হয়। এই প্রেক্ষিতেই এদিন মুখ খুলেছেন সৃজন।

তাঁর বার্তা, 'শমীকবাবু সহ বিজেপির সমস্ত নেতা-কর্মীদের বলছি দলের পতাকা সরিয়ে রাখুন। ২৬-এ তৃণমূলকে হারাতে যেভাবে সাহায্য করতে হয় সেটা করুন।'

সৃজনের মতে, শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছেন তাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের চিন্তা বাড়বে। কারণ, তিনি বামফ্রন্ট সরকার ফেরানোর আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, 'এটা দেখে আমাদের খুব ভালো লেগেছে যে সমস্ত মানুষ মনে করছেন তৃণমূলকে তাড়াতে হবে। তাঁরা বুঝে গিয়েছেন বিজেপিকে দিয়ে আর হবে না। ওরা শুধু জিতব জিতব বলে, জিততে পারে না।' তারপরই শমীক সহ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একজোট হয়ে তৃণমূল বিরোধিতার কথা বলেন। শমীকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সৃজনের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাদের মতে, শমীকের বক্তব্যের মাধ্যমে পালটা ইঙ্গিত করে সৃজন আদতে বোঝাতে চেয়েছেন, এরাজ্যে বিজেপির একক শক্তিতে তৃণমূলকে সরানোর ক্ষমতা নেই বলেই বিরোধীদের একযোগে নামার কথা বলেছেন। এখন রাজ্য বিজেপির ব্যাটন পরিবর্তন হয়েছে। ফলে রাজ্য বিজেপির দায়িত্ব পাওয়া শমীক দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

সৃজন সিপিএমের পরিচিত মুখ। সদ্য এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

> শমীকবাবু সহ বিজেপির সমস্ত নেতা-কর্মীদের বলছি দলের পতাকা সরিয়ে রাখুন। ২৬-এ তৃণমূলকে হারাতে যেভাবে সাহায্য করতে হয় সেটা করুন।
>
> **সৃজন ভট্টাচার্য**

কোচবিহারে নজরুল স্মরণ

কোচবিহারের রাজরাজেন্দ্র রোডের কলা আরাধনা ভবনে হাওয়াইয়ান গিটারিস্ট অফ কোচবিহার-এর পক্ষ থেকে ১২৭তম নজরুল জয়ন্তী পালিত হল ঘরোয়া পরিবেশে। সূচনায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রবীণ সংগীতশিল্পী শম্পাক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনে শিশুকণ্ঠে মন ভরায় সমৃদ্ধি গুহনিয়োগী। দরাজ কণ্ঠে বিদ্রোহী কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনান রুমা রায়। হাওয়াইয়ান গিটারে নজরুলগীতির সুরে মাতান শীলা চক্রবর্তী, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সাথী দাশগুপ্ত, রুমা সাহা এবং কোচবিহারে হাওয়াইয়ান

গিটারের অন্যতম বর্তমান নিরলস সাধক দেবকুমার চক্রবর্তী। নজরুলগীতি পরিবেশন করেন আমন্ত্রিত শিল্পী বিদ্যুৎ ঘোষ এবং সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবলায় সনৎ মজুমদার সংগীতের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। ‘নাটকে নজরুল’ শীর্ষক ভিন্ন স্বাদের আলোচনা করেন পূর্বাচল দাশগুপ্ত। এরই মাঝে রেখা প্রসাদের নৃত্য পরিবেশন মঞ্চে বৈচিত্র্য আনে। দেবাশিস মুখোপাধ্যায় এবং দেবকুমার চক্রবর্তীর যথাযথ সঞ্চালনা অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

বৃদ্ধের বিয়ে ও ট্রোল্ড তরুণী

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত দুই নাটক ‘ক্রাচ’ (ওপরে) ও ‘ট্রোল্ড’-এর দুই মুহূর্ত।*

রমেনবাবু বিয়ের পাত্রী চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ওল্ড হোমে থাকেন এমন একজন পাত্রী সেই বিজ্ঞাপনে সাড়াও দিয়েছেন। আজ পাত্রী নিজেই তাঁর বাড়িতে আসবেন দেখা করতে। পাত্রীকে রিসিভ করার এই আসরে থাকবেন রমেনবাবুর বন্ধু ঋষিও। আসলে বিপত্নীক রমেনবাবু নার্সিংহোম থেকে ফেরার পর এখন অনেকটাই সুস্থ। তাঁর ছেলে বেঙ্গালুরু থাকেন। আর মেয়ে বিদেশে। অসুস্থতার সময় ওঁরা ব্যস্ততার জন্য বাবার কাছে আসতে পারেননি। এখানে পুরোটা সামলে দিয়েছেন তাঁর প্রাণের বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋষি অকৃতদার। দাদা বৌদি ভাইপোদের নিয়ে তাঁর ‘ভরা সংসার’।

এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধার বিয়ের প্রয়াস নিয়ে চমকপ্রদভাবে শুরু হয় শিলিগুড়ি রঙ্গ মালঞ্চের নাটক ‘ক্রাচ’। এদিন ছিল এক সন্ধ্যায় দুই প্রজন্মের দুটি নাটক। একটি প্রবীণদের বিষয় নিয়ে। অন্যটি নবীন প্রজন্মকে নিয়ে। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে প্রথম নাটকই ছিল ক্রাচ। আর দ্বিতীয় নাটকের নাম ‘ট্রোল’। শিলিগুড়ির সংস্কৃতিকর্মী তথা গল্পকার সুদীপ চৌধুরীর গল্প নিয়ে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন পরিচালক ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসেন পরিচালক। শ্যামাবাবুর পরিচালনায় ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ সহ বহু নাটকেই নিজেকে মেলে ধরেছেন শিল্পাঞ্চলের ভূমিপুত্র তপনবাবু। থটস এরিনাতেও একসময় যুক্ত ছিলেন। পরে তৈরি করেন নিজের দল রঙ্গ মালঞ্চ। এখনও পর্যন্ত এই দলে একডজনেরও বেশি নাটক পরিচালনা করেছেন তিনি। তিনি শিলিগুড়ির দর্শককে চেনেন, তাঁদের মন বোঝেন। তাই এমন নাটক বেছে নেন যেখানে মনকাড়া গল্প থাকে আর থাকে সমাজকে সচেতন করার মতো বার্তা। তাঁর পরিচালনায় এদিনের দুটি নাটকেও একই জিনিস দেখা যায়। পরিচালক হিসেবে তপনবাবুর বড় গুণ তিনি গল্পকে বিন্যস্ত করেন সুচারুভাবে।

‘ক্রাচ’ নাটকেও রমেনবাবুর ছেলে এবং মেয়ের নানা ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে শেষপর্যন্ত আটকায়নি। এই গল্প হঠাৎ মোড় নেয় ঋষি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর। তাঁর দেখভালে নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে দাদা বৌদি তাঁকে বাড়িতে ফেরাতে গররাজি হন। তখন ঋষির দু’পাশে ক্রাচ হয়ে দাঁড়ান রমেনবাবু ও তাঁর নতুন স্ত্রী।

বয়স্ক মানুষের একাকিত্ব এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সন্তানদের বাবা-মায়ের প্রতি আচরণ এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। দলগত অভিনয় বেশ ভালো। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজ নিজ চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। মঞ্চে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অজিত মজুমদার, দেবর্ষি সাহা, সুখেন্দু সেন, কৃষ্ণা কর, প্রিয়াংকা রায় মণ্ডল, জয়ন্ত কর, বন্দনা পাল, অসীমকুমার মণ্ডল, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় নাটক ‘ট্রোল’ রিল বানিয়ে বিখ্যাত হওয়া এক তরুণীকে নিয়ে। তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা অনেক। তিনি সেখান থেকে রোজগারও করেন। রিলের প্রয়োজনেই তাঁকে নানা রকম পোশাক কিনতে হয়। পরতেও হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো সাড়া পাওয়ার জন্য ফোটোগ্রাফারের চাহিদা মতো নানা পোজও দিতে হয়। মেয়ের সোশ্যাল মিডিয়ার নাম যশ নিয়ে মেয়ের মা খুবই খুশি। বাবা ওসবের পুরো খবর না রাখলেও তেমন অখুশি নন।

সেই তরুণী একদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড হন। কুৎসিত ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করা হয়। পরিণতিতে তিনি মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েন। ঠিক করেন আর এই জীবন রাখবেন না। তারপর নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে হাসপাতাল থেকে তিনি ফিরে আসেন অন্য মানুষ হয়ে। এখনকার সন্তানদের আচরণ তাদের বাবা-মায়ের দায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এই নাটক। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মোহের পিছনে ছুটতে গিয়ে সামান্য ভুলে কী পরিণতি হতে পারে। এই নাটক অনুপম দাশগুপ্তের, পরিচালনায় ছিলেন ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়।

এই নাটকেও বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় পরিচালকের মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সরলরৈখিক গল্পের মঞ্চায়নে শিল্পীরাও যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন। মঞ্চে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়াংকা রায়, সুব্রত রায়, সুস্মিতা সরকার, সুব্রত পাল, অর্পিতা চক্রবর্তী, সুখেন্দু সেন, অঙ্কিতা দাস, বর্ষা চক্রবর্তী, তন্দ্রা সজ্জন, সবিতা মজুমদার, তাপস প্রামাণিক, শুভ্রা জোয়ারদার ও মমি জোয়ারদার। নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শংকর চক্রবর্তী, উজ্জ্বল পাল, শক্তিপদ আইচ, সুচেতা চট্টোপাধ্যায়, শম্পা সাহা, সুদীপ চৌধুরী।

–ছন্দা দে মাহাতো

সমবেত।। *শিলিগুড়িতে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা।*

সর্বদাই পাশে

এসএসজি মিডিয়া ও বাংলার বার্তা নিউজ-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবছরেও শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা-২০২৫ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান এবছরে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় স্মারক, উত্তরীয়, স্কুল ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, খাতা, ডিকশনারি, ছাতা ও মিষ্টি। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার ও প্রকাশক প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের আধিকারিক সুবীর দাস, শ্রীশ্রী অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর নরেশ আগরওয়াল, নারায়ণা স্কুলের প্রিন্সিপাল পরঞ্জয় সাহা, একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত, সমাজকর্মী সুব্রত সাহা প্রমুখ। এবারের এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন মিলিয়ে মোট ৫২ জনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানটির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন, বাংলার বার্তা নিউজ-এর মিডিয়া হেড সুজিত গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে বাংলার বার্তা নিউজ ও এসএসজি মিডিয়ার কর্ণধার সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায় সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, ‘এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে আমি এবং আমার সংস্থার পরিবার বিগতদিনেও আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসহায় মানুষের পাশে ছিলাম, আছি এবং আগামীদিনেও মানুষের পাশে থাকব।’ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাচিকশিল্পী দেবাশিস ভট্টাচার্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

তোমারে সেলাম।। কখনও মহিলাদের নিয়ে ম্যারাথন, কখনও সামাজিক সচেতনতা শিবির, কখনও বা নৃত্যানুষ্ঠান বা ফ্যাশন শো, শিলিগুড়ির কাকলি পাল সবাইকে চমকে দিচ্ছেন। সম্প্রতি শাইন ফিউচার অ্যাকাডেমি ফুলবাড়িতে মডেলাথন ফেস্টিভাল রানওয়ে শো’র (সিজন ২) আয়োজন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ৬৭ জন প্রতিযোগী মিলে এই অভিনব শো-তে শামিল হয়েছিলেন। নিজের আট বছরের মেয়েকে নিয়ে তাতে শামিল হয়ে কাকলি সবাইকে আবারও চমকে দিলেন। সমাজমুখী নানা কাজ করে কাকলি ইতিমধ্যে বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। এই সূত্রে অনেকেরই প্রশংসা পেয়েছেন। সবার স্বার্থে এভাবেই চিরজীবন কাজ করে যেতে চান।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

অভিনব বর্ষপূর্তি

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে সুরনন্দন সাংস্কৃতিক সংস্থার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপিত হল। বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বঙ্গরত্ন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষকে উত্তরীয় পরিয়ে স্মারক-শ্রদ্ধা প্রদান করেন সুরনন্দন সংস্থার সভাপতি ডঃ শীলা দত্ত ঘটক। ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা সহ আমন্ত্রিত অতিথিদের বরণ করে নেন সংস্থার সম্পাদক সুমিত দত্ত এবং অন্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম মহিলা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন দল ফুটবল অ্যাকাডেমির আধিকারিকবৃন্দ সহ শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সাহিত্য ও নাট্য সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সুরনন্দন সংস্থা পরিচালিত এই সুরেলা আনন্দসন্ধ্যায় মোট ৩০ জন সংস্থার সদস্যদের মনোমুগ্ধকর অসাধারণ সংগীত পরিবেশনায় আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে সভাকক্ষ। তারই মাঝে পাঁচটি শিশুর নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের মন জয় করে। এই সংগীতানুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় উজ্জীবিত করতে সুর ও ছন্দের তরীতে ভাসিয়ে নিতে, উপস্থিত সাতজন গীত-বাদ্যকরদের অবদান ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় বিপ্লব মজুমদার, রণিতা মুখোপাধ্যায় ও সুব্রত সুরের উপস্থাপনা ছিল অনবদ্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা যখন দেহের ভাষার রূপের সঙ্গে একতারে বাঁধা পড়ে, যখন গানের বাণী ও সুরের অন্তরের কম্পন বিমূর্ত হয়ে ওঠে দেহের ভঙ্গিমায়, তখনই রবীন্দ্রনৃত্যে প্রাণের মন্দিরা বেজে ওঠে। শিলিগুড়ির নবীন প্রজন্মের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী রিম্পি সাহা বণিককে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে এই অপরূপ রূপ সৃষ্টি করতে দেখা গেল। অনুষ্ঠান ছিল নৃত্যমল্লিকার নবম বার্ষিক সমারোহ ‘মম চিত্তে নিতি নৃত্যে’। রিম্পির পরিচালনায় এটি ছিল তাঁর শিক্ষার্থী শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনৃত্যের আঙ্গিকে নৃত্য আলেখ্য ‘রাধাকৃষ্ণ’। রবীন্দ্রনাথের বিষয় নিয়ে কিছু করতে গেলেই সবাই রেডিমেড ভাবনা নিয়ে গতানুগতিক পথে এগোতে চান। রিম্পি সেখানে বিষয়কে নিজের মতো করে ভেবে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছেন। আর এজন্যই দর্শকদের কাছে তাঁর কাজ উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী শ্রাবণী চক্রবর্তী ও দিলীপ সেনগুপ্ত। ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক সুবীর অধিকারীও। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা জুঁই ভট্টাচার্যের কথা। মঞ্চে রবীন্দ্রভাবনা এবং শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন সৃষ্টি যখন আলো ছড়ায় তখন সঞ্চালককেও সেই আলো অনুসরণ করে বাণী সাজাতে হয়। জুঁই সেই কাজটি করেছেন অত্যন্ত দক্ষভাবে।

এদিন শিক্ষার্থী শিল্পীদের শাস্ত্রীয় নৃত্যের অর্ঘ্যে ছিল ভরতনাট্যম আঙ্গিকে শিববন্দনা, শিব তাণ্ডব, সরস্বতীবন্দনা, কত্থক আঙ্গিকে কৃষ্ণবন্দনা। এই পরিবেশনগুলিতেও নতুন ভাবনার ছোঁয়া ছিল আর শিক্ষার্থীরাও তাঁদের অনুশীলনে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণীয় অংশ ছিল শিক্ষার্থীদের মায়েদের ফিউশন রিমিক্স সেমি ক্ল্যাসিকাল নাচ। শিলিগুড়ির যে মায়েদের অন্তরের সৃষ্টিশীল ভাবনা সংসারের আবর্তে রান্নাঘরের চার দেওয়ালে ঘুরপাক খায় এই অনুষ্ঠানে এদিন মঞ্চের খোলা হাওয়ায় তাকে পাখা মেলে উড়তে দেখা গেল। বেজে উঠল মায়েদের মনের মন্দিরে প্রাণের মন্দিরা।

- ছন্দা দে মাহাতো

ছন্দোবদ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নৃত্যমল্লিকার অনুষ্ঠান।*

জলপাইগুড়িতে বিশেষ উৎসব

গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ উৎসব অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে। তিস্তাগুড়ির সহযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পী গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিতা পাঠ করে শোনান কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা রায়চৌধুরী, অনুভব দে, তন্ময় সাহা প্রমুখ। এদিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

–অনসূয়া চৌধুরী

বইটই

অটুট সম্পর্ক

বাংলাদেশের সঙ্গে হালে আমাদের সম্পর্ক কেমন তা সে বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে এমনটা কি বরাবরই? মোটেও নয়। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও ডঃ মধুমিতা মণ্ডল (বেরা) সম্পাদিত দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এই বিষয়টিতেই আলোকপাত করে। এই বইয়ের অবাধ বিচরণ শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি সহ অনেক কিছুতেই। ডঃ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণস্বাস্থ্য’ বহু অজানা তথ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে।

সঙ্গে থাকুক

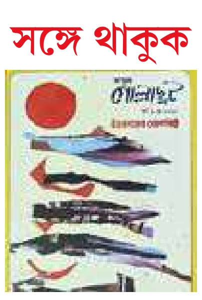

কত কিছুই না করার আছে। এমনই ভাবনাকে সঙ্গী করে এবারে উত্তরবঙ্গের লোকশিল্পী-দের নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে নতুন গোল্লাছুট। সূচিতে ঠাঁই পেয়েছেন কুষান সম্রাট বাঁশিনাথ ডাকুয়া, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত গীতা রায়, লোকশিল্পী শান্তিরাম রাভা, বিষহরা সম্রাট রাজকুমার গিদাল, নায়িকা বীণা রায়, ষাইটোল সম্রাজ্ঞী ফুলতি গিদালীর মতো আরও নামীদামি অনেকে। লেখক তালিকায় কমলেশ সরকার, সন্তোষ সিংহ, প্রমোদ নাথ, দীপায়ন ভট্টাচার্য, লাবণ্যপ্রভা বর্মন প্রমুখ। উত্তরবঙ্গের লোকশিল্প যে কতটা পরিপুষ্ট তা মাধবী দাস সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যায় পরিষ্কার। পাশাপাশি, যাঁরা এই শিল্পে জড়িত তাঁদের খুঁটিনাটিও। সংগ্রহে রাখার মতো সংকলন।

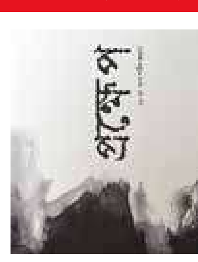

মাতৃভাষার জন্য

ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু প্রাণপ্রিয় ভাষাকে আঁকড়ে ধরার সহজ পন্থাটা কি আমাদের জানা আছে? আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত প্রক্ষেপ-এর ভাষা শহিদ শ্রদ্ধার্ঘ্য সংখ্যা সেই চেষ্টাই করল। পবিত্র সরকার, আবদুল মতিন আহমেদ, সুদীপ্ত মাজি, সুদীপ মণ্ডল, তৃপ্তি বিশ্বাসের মতো আরও অনেকের লেখায় পরিপুষ্ট অপূর্বকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা। কর্পোরেট সংস্থাগুলির দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন ভাষা কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে তা চৈতালি ধরিত্রীকন্যার লেখা মানুষ বড় অভ্যাসের দাস লেখাটিতে স্পষ্ট। মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকের লেখাটিও মনোগ্রাহী।

অভিনব সংকলন

হাতির হানা থেকে ছেলেকে বাঁচাতে বাবা বানিয়েছেন রাবারের বর্ম। মানুষের চূড়ান্ত অনুভূতিগুলি অ্যাপে বন্দি। রোবটের জটিলতায় বিড়ম্বিত ভালোবাসা। এমনই অভিনব সমস্ত প্লটকে সঙ্গী করে অপূর্বকুমার চক্রবর্তী দশটি গল্প বুনেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্প সংকলন প্রথম কৃষ্ণচূড়া। অপূর্ব তুফানগঞ্জের বাসিন্দা। রেলের ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলেছেন। ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম। সমাজসেবামূলক কাজের সুবাদে অপূর্ব তাঁর পাশাপাশি আরও অনেকেরই পাশে। সাহিত্য ভালোবাসেন। দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কৃষ্ণচূড়া তাঁর লেখা প্রথম গল্প সংকলন। প্রতিটি গল্পই গভীর ভাবনার ফসল। কঠিন কথাকে সহজভাবে বলতেও শেখায়।

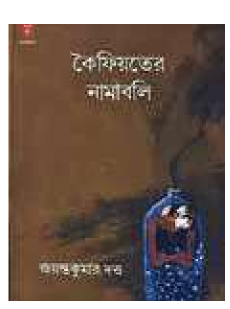

ভাবনার আড়ালে

‘ভালোবাসা আঁকড়ে ধরব বলে/ জঠরেই উন্মুক্ত করেছি মুঠোহাত।’ জয়ন্তকুমার দত্তের লেখা ‘নাভিকুণ্ডল’ কবিতার শীর্ষাংশ। আরও বেশ কয়েকটি এমনই কবিতাকে সঙ্গী করে যা প্রকাশিত হয়েছে কবির কৈফিয়তের নামাবলী-তে। জয়ন্ত কোচবিহারের চকচকার বাসিন্দা। শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত। মূলত অঙ্ক শেখান। তবে খুব ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি দারুণ টান। নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখালেখি করেন। বেশ কিছু নামী পুরস্কারে পুরস্কৃত। এ বইয়ের সমস্ত কবিতা জীবনের নানা প্রান্তকে অনায়াসে ছুঁয়ে যায়, আমাদের নানা কাজ নিয়ে প্রশ্নও তোলে। ভাবায়। ঋতুপর্ণা খাটুয়ার আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ সুন্দর।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

নাড্ডার পদে চর্চায় নির্মলা

বিজেপির নজরে মহিলা ভোটব্যাংক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে কাকে বসানো হবে তা নিয়ে এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে চর্চার অন্ত নেই। পদ্মশিবিরের ইঙ্গিত, বিজেপির ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও মহিলা মুখকে ওই পদে আনা হতে পারে। তবে তিনি কে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত তিনটি নাম ভাসছে। তাঁরা হলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন সভানেত্রী ডি পুরন্দেশ্বরী এবং কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের বিধায়ক বনথী শ্রীনিবাসন। তিনজনের নাম নিয়েই বিজেপি এবং আরএসএসের শীর্ষস্তরে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ ভারতে প্রভাব বিস্তারে মরিয়া। যদি শেষমেশ ওই তিন নেত্রীর মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নেওয়া হয় তাহলে যেমন দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা তৈরি হবে, তেমনই মহিলা ভোটব্যাংকেও বড় রকমের থাবা বসানো সম্ভব হবে। যেহেতু আগামী বছর তামিলনাড়ুতে বিধানসভা ভোট, সেক্ষেত্রে দ্রাবিড়ভূমের কাউকে বিজেপি সভাপতি পদে বসানোর ব্যাপারে জোরালো মত শোনা যাচ্ছে। তামিলনাড়ু সহ গোটা দক্ষিণ ভারতেই বিজেপি সাংগঠনিকভাবে এখনও খুব একটা মজবুত নয়। তাই একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা নেত্রীকে জাতীয় সভাপতি করলে, সেটি সাংগঠনিক ও আঞ্চলিক দুই দিক থেকেই কৌশলগত পদক্ষেপ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অতীতে বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, সুষমা স্বরাজ, বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার মতো দাপুটে নেত্রীরা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কাউকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি করা হয়নি। বরং বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করেছেন, বিজেপিতে মহিলাদের কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে মহিলা মুখকে বিজেপির শীর্ষপদে বসিয়ে বিহার বিধানসভা ভোটের আগে চমক দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বস্তুত, পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে সেনা অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর' রেখে মহিলাদের মন পাওয়ার জোরালো চেষ্টা করা হয়েছিল। ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিল সেই লক্ষ্যেই আঘাত হেনেছে। এবার মহিলা মুখকে বিজেপির সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে বিহার তথা দেশের মহিলা ভোটারদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

আরএসএসের একটি সূত্র জানিয়েছে, মহিলারা যেভাবে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন তাতে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মহিলা মুখ বেছে নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত। বিজেপির একাংশও মনে করছে, মহিলা সভানেত্রী পেলে ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়বে দলের। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাঁচদেশীয় সফর থেকে ফিরলে এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত ঘোষণা হতে পারে। বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই নতুন সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে আশা করছেন দলেরই একাংশ। তবে নাড্ডার জায়গায় যদি শেষমেশ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে বেছে নেওয়া হয় তাহলে অর্থমন্ত্রক কে সামলাবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বরাবরই মন্ত্রীসভার 'বিগ ফোর'-এ রদবদলের পক্ষপাতী নন। সেক্ষেত্রে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি মেনে চলা হবে কি না তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে।

দৌড়ে যে তিন নারী

ডি পুরন্দেশ্বরী
এনটি রামা রাওয়ের কন্যা বিজেপির অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। অপারেশন সিঁদুরের পর সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যও ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি রাজামুন্দ্রি লোকসভা আসনের সাংসদ।

নির্মলা সীতারামন
২০১৯ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অত্যন্ত আস্থাভাজন। ২০১৭ সালে দেশের প্রথম পূর্ণসময়ের মহিলা প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। পূর্ণ সময়ের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রীও তিনিই।

বনথী শ্রীনিবাসন
বর্তমানে কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের বিধায়ক। ১৯৯৩ থেকে বিজেপিতে। বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হয়েছিলেন তিনি। ২০২২-এ দলের সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটির প্রথম তামিল মহিলা সদস্য হন।

এআই-এর বিরুদ্ধে আর্থিক তথ্য হাতানোর অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : নয়া অভিযোগ এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অজুহাতে মৃত যাত্রীদের পরিবারের কাছ থেকে জোর করে ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য ও বিবৃতি আদায় করার অভিযোগ উঠেছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত যাত্রীদের পরিবার অভিযোগ করে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আগে তাদের কাছ থেকে জোর করে আর্থিক তথ্য ও বিবৃতি আদায় করা হচ্ছে। যদিও এয়ার ইন্ডিয়ার বক্তব্য, বিতর্কিত প্রশ্নমালা শুধুমাত্র পারিবারিক সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য, যাতে ঠিক পরিবার ক্ষতিপূরণ পায়।

এক বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, 'আমরা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া মেনে চলছি ঠিকই, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী সবরকম সহযোগিতাও করছি।' সংস্থা আরও জানিয়েছে, সেই ফর্ম ইমেল বা সরাসরি জমা দেওয়া যায় এবং কাউকে কোনও জোর করা হয়নি। মৃতদেহ সৎকার, রাখার ব্যবস্থা ও অন্যান্য কাজে সহায়তার জন্য বিশেষ কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের দাবি, ৪৭টি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৫৫টি পরিবারের কাগজপত্র তৈরির কাজ চলছে।

দলাই লামা ভারতকে বার্তা চিনের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : তিব্বত বা দলাই লামা সম্পর্কিত কোনও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ভারতের সতর্ক হওয়া উচিত। শুক্রবার দিল্লিকে এমনই 'পরামর্শ' দিয়েছেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং। সম্প্রতি চিনের আপত্তি উড়িয়ে নিজের উত্তরসূরি বাছতে 'গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট'-কে দায়িত্ব দিয়েছেন চতুর্দশ দলাই লামা। পরবর্তী দলাই লামা যে ভারত থেকে হবেন সেই ব্যাপারে কয়েক বছর আগেই ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। ভারতও যে দলাই লামার সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দিচ্ছে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এই ইস্যুতে ভারতের অবস্থানের বিরোধিতা করেছে চিন। মাও নিংয়ের মতে, ভারত দলাই লামাকে সমর্থন করলে চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তার গভীর প্রভাব পড়বে। তাঁর কথায়, 'চতুর্দশ দলাই লামার চিন-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব সম্পর্কে ভারতের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। জিজাং (তিব্বতের চিনা নামকরণ) সম্পর্কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে চলা উচিত।'

মেজাজটাই তো আসল রাজা...

লন্ডন, ৪ জুলাই : ডার্টি পার্টি বলা যাবে না! কারণ, বিলাসী বিশিষ্টদের ওই পার্টিতে ছিলেন ক্রিস গেইলের মতো ক্রীড়াবিদ ও নানা দেশের খ্যাতনামা পুরুষ ও মহিলারা। সেই পার্টিতেই তুরীয় মেজাজে ধরা দিলেন ভারতের দুই ফেরারি ঋণখেলাপি ললিত মোদি ও বিজয় মালিয়া।

ভারতের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বহু কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা শোধ না করার অভিযোগ রয়েছে মোদি ও মালিয়ার বিরুদ্ধে। হাজতবাস এড়াতে দেশ থেকে পালিয়ে দু'জনেই আত্মগোপন করে রয়েছেন বিলেতের আস্তানায়। ঋণ খেলাপ এবং আইন-আদালতের চোখরাঙানিকে থোড়াই কেয়ার করে তাঁরা যে দিব্যি আছেন খোশমেজাজে, সেটাও স্পষ্ট। সম্প্রতি এক পার্টিতে ললিতকে দেখা গিয়েছে 'আই ডিড ইট মাই ওয়ে' গাইতে গাইতে হুল্লোড়ে মাততেও।

মেজাজটাই যে আসল রাজা, তা ধরা পড়েছে ললিতের উদাত্ত গলায়। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কোমর দুলিয়ে তিনি বলেই ফেলেন, 'বিতর্কিত? তো! এটাই তো আমার স্টাইল!' কথা বলতে বলতেই গলা জড়িয়ে ধরেছেন বিজয় মালিয়ার। জবাবে কান এঁটো করা হাসিতে সম্মতি জানিয়েছেন প্রাক্তন কিংফিশার কর্তাও।

গত ২ জুলাই গ্রীষ্মের রাতে লন্ডনে ললিতের বিলাসবহুল বাসভবনে আয়োজিত রাজকীয় ওই পার্টিতে অতিথি-অভ্যাগতরা তখন ব্যস্ত ললিত-বিজয়ের ঐতিহাসিক যুগলবন্দিকে ক্যামেরায় ধরে রাখতে। পার্টিতে সেদিন হাজির ছিলেন ৩১০ জন। দুই হাইপ্রোফাইল ফেরারি ঋণখেলাপির সঙ্গে গদগদ হয়ে ছবি তুলেছেন তাঁদের অনেকে। সেসব দেখা গিয়েছে দেড় মিনিটের ভাইরাল ভিডিওতে।

ভিডিওটা পোস্ট করেন ললিত নিজেই। তাতে লেখেন, 'আশা করি এই ভিডিও ইন্টারনেট ভাঙবে না... বিতর্কিত তো বটেই, কিন্তু এটাতেই তো আমার খ্যাতি!' তবে শেষরক্ষা হয়নি এই যা।

লন্ডনে মস্তি ফেরার ললিত-মালিয়ার

ইমপিচমেন্টে সায় বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে মৌখিকভাবে সায় দিয়েছে বিরোধীরা। আগামী ২১ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সেই অধিবেশনে ওই প্রস্তাব আনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

রিজিজু বলেন, 'এটা বিচারবিভাগের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সরকার চায়, সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে থাকুক এই ইস্যুতে।' তিনি জানান, প্রস্তাবটি লোকসভা না রাজ্যসভায় আনা হবে, তা এখনও স্থির হয়নি। লোকসভায় প্রস্তাব আনতে অন্তত ১০০ জন সাংসদের স্বাক্ষর প্রয়োজন। রাজ্যসভায় ৫০ জনের সমর্থন হলেই প্রস্তাব আনা যায়। সরকারের তরফে প্রস্তাব আনার পর তার সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হবে বলে রিজিজু জানান। বিচারপতিদের অপসারণ সংক্রান্ত ১৯৬৮ সালের আইন অনুযায়ী, সংসদের যে কক্ষে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব গৃহীত হবে, সেই কক্ষের অধ্যক্ষ একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে সুপ্রিম কোর্ট একজন বিচারপতি বা প্রধান বিচারপতি, দেশের ২৫টি হাইকোর্টের মধ্যে একটির প্রধান বিচারপতি এবং একজন স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞকে রাখা হবে।

শাহি ইদগাহতে ধাক্কা হিন্দুপক্ষের

প্রয়াগরাজ, ৪ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের শাহি ইদগাহ মসজিদকে 'বিতর্কিত সৌধ' হিসেবে গণ্য করল না এলাহাবাদ হাইকোর্ট। শুক্রবার হাইকোর্ট জানিয়েছে, সৌধটিকে মসজিদ হিসেবেই গণ্য করা হবে।

মসজিদটিকে 'বিতর্কিত সৌধ' হিসেবে দেখানোর দাবিতে কিছুদিন আগে হিন্দুপক্ষের তরফে মামলা করা হয়। আবেদনটিকে হলফনামা দিয়ে সমর্থন করেছিলেন অ্যাডভোকেট মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং। অন্যদিকে, মুসলিমপক্ষ লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করে জানায়, সৌধটি মসজিদ। এতে কোনও সংশয় নেই। কোনওভাবেই যেন মসজিদের স্বীকৃতি বদলানো না হয়।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রামমনোহর নারায়ণ মিশ্রের এজলাসে মামলার শুনানিতে বিচারপতি হিন্দুপক্ষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি মুসলিমদের আপত্তিকে গুরুত্ব দেন। মসজিদটিকে বিতর্কিত সৌধ হিসেবে চিহ্নিত করেননি। আধ্যাত্মিক শহর হিসেবে মথুরার নাম আছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায়। এদিকে মন্দির চত্বরেই শাহি ইদগাহ মসজিদ। ইতিহাসবিদদের একাংশের দাবি অনুযায়ী, প্রাচীন কেশবনাথ মন্দির ভেঙে ঔরঙ্গজেব মসজিদটি তৈরি করেছিলেন।

ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে মোদির মুখে বিহার

পোর্ট অফ স্পেন, ৪ জুলাই : প্রায় প্রতিটি বিদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে প্রবাসী ভারতীয়দের উন্মাদনার নানা খণ্ড দৃশ্য সংবাদমাধ্যমে জায়গা করে নেয়। চলতি ৫ দেশীয় সফরও যার ব্যতিক্রম নয়। ঘানায় মোদিকে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রে স্বাগত জানিয়েছিলেন সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়রা। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সফর জুড়েও দেখা গেল সেই ভারত-স্পর্শ। পোর্ট অফ স্পেন বিমানবন্দরের বাইরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বেশ কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জড়ো হয়েছিলেন। ক্যারিবিয়ান দ্বীপদেশের মাটিতে পা দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে সরব হলেন মোদি। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সঙ্গে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাচীন যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দিলেন। বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে যা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কমলাপ্রসাদ বিসেসরকে 'বিহার কি বেটি' সম্বোধন করেন মোদি। তাঁর কথায়, 'কমলাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা আদতে বিহারের বক্সার জেলার বাসিন্দা। সবাই তাঁকে বিহার কি বেটি সম্বোধন করেন। তিনি নিজেও বিহারে গিয়েছিলেন। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে বিহারের নাড়ির টান রয়েছে।' ব্রাত্য থাকেনি উত্তরপ্রদেশ। এদিন ত্রিনিদাদ ও টোবাগোকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের একটি রেপ্লিকা এবং সরযু নদীর পবিত্র জল উপহার দিয়েছেন মোদি। জানিয়েছেন, রাম মন্দির তৈরির সময় ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা জল এবং শিলা পাঠিয়েছিলেন। সেই কথা মনে রেখে ভারতের তরফে দ্বীপদেশের জন্য রাম মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং পবিত্র জল নিয়ে এসেছেন তিনি।

চলতি সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'দ্য অর্ডার অফ দ্য রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো' তুলে দেওয়া হবে। সেদেশের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন কাঙ্গালাও এবং প্রধানমন্ত্রী কমলাপ্রসাদ বিসেসরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন মোদি। বাণিজ্য, পর্যটন, পরিবেশ, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহ নানা বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। শনিবার ত্রিনিদাদ ও টোবাগো থেকে আর্জেন্টিনার উদ্দেশে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী।

রাম মন্দির-রেপ্লিকা উপহার, জল্পনা বিদেশ বার্তা নিয়ে

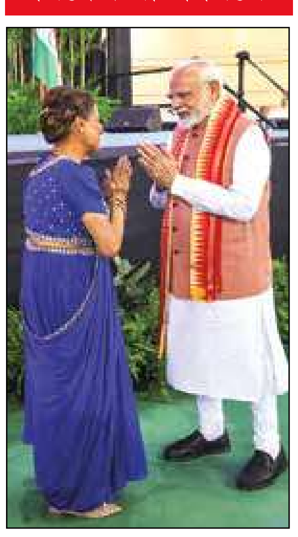

প্রথম সাক্ষাতে একে অপরকে সম্বোধন দুই রাষ্ট্রনেতার।

> কমলাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা আদতে বিহারের বক্সার জেলার বাসিন্দা। সবাই তাঁকে বিহার কি বেটি সম্বোধন করেন। তিনি নিজেও বিহারে গিয়েছিলেন। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে বিহারের নাড়ির টান রয়েছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

সতীর্থদের মারে মৃত্যু পড়ুয়ার

চেন্নাই, ৪ জুলাই : সরকারি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র সহপাঠীদের হাতে মার খেয়ে মারা গেল বলে অভিযোগ। তার 'অপরাধ' সে ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছিল। ঘটনায় আটক হয়েছে দুই নাবালক। তাদের জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে। মৃত ছাত্র আদিত্য তামিলনাড়ুর ইরোডের বাসিন্দা। খবর, ওইদিন সকালে আদিত্যর বাবা ছেলেকে স্কুলের সামনে নামিয়ে দিলেও সে বিদ্যালয়ে না ঢুকে দুই সহপাঠীর সঙ্গে অন্যত্র যায়। সন্ধ্যাবেলায় স্কুলের সামনে রাস্তায় তাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আদিত্যর বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দাবি ভারতীয় সেনাকর্তার

সীমান্ত এক কিন্তু প্রতিপক্ষ তিন

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : অপারেশন সিঁদুরের সময় সীমান্তের ওপারে ভারতকে একসঙ্গে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল বলে দাবি করলেন ভারতীয় সেনার এক কর্তা। শুক্রবার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ (কেপেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাসটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং জানিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় সীমান্তে একসঙ্গে তিন শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে ভারতকে। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সামনে ছিল। চিন তাদের সমস্ত সম্ভাব্য সমর্থন দিচ্ছিল। তুরস্কও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।'

বণিক সংগঠন ফিকি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিং দাবি করেন, 'ডিজিএমও পর্যায়ের কথা যখন চলছিল, তখন আমরা কীভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি সেই তথ্য পাকিস্তান জানিয়ে দিয়েছিল। তারা চিনের কাছ থেকে আমাদের গতিবিধির খোঁজখবর পাচ্ছিল।' চিন কীভাবে পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে, সেই তথ্যও জানান সেনাকর্তা। তাঁর কথায়, 'আপনারা যদি পরিসংখ্যান দেখেন তাহলে দেখবেন, চিন লাগাতার পাকিস্তানকে সহায়তা করেছে। গত পাঁচবছরে পাকিস্তানের ৮১ শতাংশ যুদ্ধাস্ত্রের সরঞ্জাম চিনের থেকে এসেছিল। চিন তাদের সমস্ত অস্ত্রের পরীক্ষা করে পাকিস্তানে। কাজেই পাকিস্তান চিনের সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রের জীবন্ত গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা কোথায় কী মোতায়েন করে রেখেছি তার লাইভ আপডেট চিনের থেকে পেয়েছিল পাকিস্তান। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমাদের সত্যিই আরও দ্রুত এগোনো দরকার এবং যথাযথ পদক্ষেপ করা উচিত।'

চিনের পাশাপাশি তুরস্কও যে পাকিস্তানের দুঃসময়ের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, সেই তথ্য জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। তিনি বলেন, 'তুরস্কও পাকিস্তানকে সমস্ত রকমের সমর্থন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা পাকিস্তানকে বের্যাক্টার দিয়েছিল। সংঘাতের সময় আরও অনেক রকমের ড্রোন আসতে দেখেছি আমরা।' অপারেশন সিঁদুরের পর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেন তায়েপ এর্দোগানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। অপারেশন সিঁদুর থেকে তাঁরা শিক্ষা নিয়েছেন বলেও জানান সেনাকর্তা। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতের আকাশপথে প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। সংঘাতের সময় ভারতের সমস্ত জনবসতি এলাকাকে সুরক্ষিত করা যায়নি।

> পাকিস্তান সামনে ছিল। চিন তাদের সমস্ত সম্ভাব্য সমর্থন দিচ্ছিল। তুরস্কও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
>
> **রাহুল আর সিং**
> *ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ*

কংগ্রেসে পাশ ট্রাম্পের বিগ, বিউটিফুল বিল

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই : সেনেটের পর এবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে পাশ হয়ে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজস্ব এবং ব্যয় সংক্রান্ত অর্থ বিল। যাকে বিগ বিউটিফুল বিল বলে দাবি করেছিলেন তিনি। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ায় আমেরিকার রাজনীতিতে ট্রাম্পের হাত আরও শক্ত হল বলে মনে করা হচ্ছে। ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের দিন বিলে সই করে সেটিকে আইনে পরিণত করবেন প্রেসিডেন্ট। তবে উচ্চকক্ষের মতো কংগ্রেসের নিম্নকক্ষেও বিলটি কড়া বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে রিপাবলিকান পার্টির একাধিক সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

বিলের পক্ষে ২১৮টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে ভোট দেন ২১৪ জন কংগ্রেস সদস্য। মাত্র ৪ ভোটে বিলটি পাশ হওয়ায় শাসকদল রিপাবলিকান পার্টির নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও এই বিল মার্কিন অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে নানা মহলে।

পাশ হওয়া বিলে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি থেকে যেভাবে বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের কথা বলা হয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মার্কিনী স্বাস্থ্য প্রকল্পের বাইরে চলে যাবেন।

সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবেন প্রতিবন্ধীরা। আমেরিকায় বিতর্ক হলেও বিলটি আইনে পরিণত হলে সুবিধা হবে সেদেশে বসবাসকারী বিদেশি কর্মীদের। আয়ের বড় অংশ নিজেদের দেশে পাঠান তাঁরা। যার পোশাকি নাম 'রেমিটেন্স'। প্রস্তাবিত বিলে রেমিটেন্সের ওপর ৫ শতাংশ হারে করের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে বিলটি পাশ হয়েছে তাতে এই হার মাত্র ১ শতাংশ রাখা হয়েছে। এর ফলে আমেরিকায় কর্মসূত্রে থাকা কয়েকলক্ষ ভারতীয়র সুবিধা হবে।

ধুলো, হাতকড়ায় যাত্রা শেষ বিশালের

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই : আমেরিকার নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বন্দর। এক ভারতীয় তরুণকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেছেন জনাকয়েক অভিবাসন আধিকারিক। হাতকড়া পরা তরুণ ছটফট করতে করতে বলছেন, 'আমি পাগল নই।' অন্য এক ভারতীয় বিমানযাত্রীর তোলা ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছিল। ভিডিওতে দেখা যাওয়া তরুণের নাম বিশাল। হরিয়ানার কৃষক পরিবারের ছেলে বিশাল দেশে ফিরে বিদেশযাত্রার করুণ গল্প শুনিয়েছেন। ডলার রোজগারের স্বপ্ন নিয়ে এদেশ থেকে প্রতি বছর যে হাজার হাজার মানুষ বেআইনিভাবে আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁদের বড় অংশকে কোন পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তা ২৭ বছর বয়সি হরিয়ানভি তরুণের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গিয়েছে।

নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে তাঁর ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর নানা মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল, তিনি একজন পড়ুয়া। বর্তমানে হরিয়ানার নন্দগড়ের বাড়িতে থাকা বিশাল স্বীকার করেছেন তিনি পড়ুয়া হিসাবে নন, অবৈধ অভিবাসী হিসাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে যাওয়ার জন্য পৈতৃক জমি বিক্রি করে এক দালালকে ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা বিশাল। গতবছর এপ্রিলে ভারত থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর। প্রথমে দিল্লি থেকে যান ইতালির ভেরেনা। সেখান থেকে রোম হয়ে ব্রাজিল। ব্রাজিল থেকে তাঁকে কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা এবং কলম্বিয়ার মধ্য দিয়ে পানামা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ব্রাজিল থেকে পানামা পর্যন্ত যাত্রাপথের সিংহভাগই ছিল ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথে। তখন জঙ্গলের মধ্যে বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন বিশাল।

তাঁর কথায়, 'আমি পানামায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চারদিন হেঁটেছি, তিনবার পাহাড়ে চড়েছি, নদী পেরিয়েছি, রাতে বন্যপ্রাণীর গর্জন শুনেছি। জানি না, কীভাবে বেঁচে ছিলাম। পথে আমি বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি।' পানামা থেকে তাঁকে মেক্সিকোতে নিয়ে যাওয়া হয়। মেক্সিকোয় এক দালাল চক্র তাঁকে ২ মাস আটকে রেখেছিল। সেখান থেকে পালিয়ে অন্য এক দালালকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। সীমান্তে ধরা পড়ার পর তাঁকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ১০ মাস টেক্সাসের একটি জেলে রাখা হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দর দিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানোর সময় বিশালের ভিডিওটি ভাইরাল হয়।

বাড়ি ফিরে তরুণের উপলব্ধি, 'বিদেশে যেতে হলে আইনি পথে যাও। অবৈধ পন্থা নিও না। নয়তো দালালরা তোমার জীবন ধ্বংস করে দেবে।'

জমি বিক্রির টাকায় আমেরিকা

বিধ্বস্ত হিমাচলে মৃত বেড়ে ৬৯

সিমলা, ৪ জুলাই : মুষলধারায় বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচলপ্রদেশ। গত দু'সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা বৃষ্টি থামছেই না। বৃষ্টির সঙ্গে হড়পা বান, ধসে জেরবার জনজীবন। প্রায় একপক্ষকাল ধরে অব্যাহত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ। ধ্বস্ত পরিকাঠামো। সব মিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা হিমাচলের। সম্পত্তি ক্ষতির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকারও বেশি দাঁড়িয়েছে।

চলতি দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মান্ডি জেলা। হড়পা বান এখানে বীভৎস আকার নিয়েছে। হড়পার তোড়ে জেলার অধিকাংশ বাড়ি ধসে গিয়েছে। বাড়ি ভেসে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। শুধু জীবনহানিই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিপুল সম্পত্তি। বানের স্রোতে ভাসছে গাড়ির পর গাড়ি। এই পরিস্থিতিতেও সেনা, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ একযোগে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নিখোঁজদের সন্ধানের বিষয়টি।

সরকারের এক সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যে জলের তোড়ে ১৪টি সেতু ভেঙেছে। মৃত্যু হয়েছে ৩০০ গবাদিপশুর। রাজ্যজুড়ে ৫০০ রাস্তা বন্ধ। বেশ কিছু রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। জলে ভাসছে বহু রাস্তা।

প্রেমিকাকে খুন

বারাণসী, ৪ জুলাই : বিয়ের জন্য চাপ দিতেন প্রেমিকা। চাইতেন টাকাও। বিরক্ত হয়ে প্রেমিকাকে খুন করলেন তরুণ। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর ঘটনা। মৃত তরুণী অলকা বিন্দ (২২) বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তরের ছাত্রী ছিলেন। পরিবার জানিয়েছে, বুধবার সকালে কলেজে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান অলকা। থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার বারাণসীর মির্জামুরাদ এলাকার একটি ধাবায় তাঁর গলা কাটা দেহ মেলে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রেমিক সাহেবকে। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত।

বাংলার বাইরে বাংলাটা ঠিক আসে না?

বাঙালিকে অপমান! বিতর্কে বুম্বা

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : পর্দায় কখনও তিনি দুঁদে পুলিশ অফিসার 'প্রবীর চৌধুরী', কখনও আবার 'ভবানী পাঠক'। ফিরেছেন 'জাতিস্মর' হয়েও। মহানায়ক উত্তমকুমারের পর একমাত্র তিনিই বোধহয় বাঙালিকে এতদিন সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছেন। সকলের প্রিয় সেই 'বুম্বাদা' মানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ঘাড়েই এখন বাংলা ভাষাকে হেয় করার ভয়ংকর অভিযোগ, যা নিয়ে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। ভাইরাল ভিডিও দেখে ধেয়ে আসছে নানা তির্যক মন্তব্য। সত্যিই কি এটা প্রাপ্য ছিল বাঙালির! উঠছে এমন প্রশ্নও।

চলতি সপ্তাহের গোড়ার কথা। মায়ানগরী মুম্বইয়ে 'মালিক' ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রসেনজিৎ। পাশে তখন বাংলার 'জামাই' অভিনেতা রাজকুমার রাও, ছবির পরিচালক পুলকিত ও আরও অনেকে। এক বাঙালি সাংবাদিক প্রসেনজিতের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়লেন, 'প্রবীর রায়চৌধুরী'র ধারা কি 'মালিক'-এও অব্যাহত থাকবে? প্রশ্নটা না ফুরোতেই সাংবাদিকের মুখের কথা কেড়ে নিলেন বাঙালি অভিনেতা। পালটা জানতে চাইলেন, 'বাংলায় প্রশ্ন করার দরকার কী?'

বাঙালির আঁতে ঘা লেগেছে এখানেই। যে বাংলা ভাষা তাঁকে পরিচিতি দিল, সেই বাংলা ভাষাকেই কি না অগ্রাহ্য! এই পর্যন্ত হলেও বোধহয় লঙ্কাকাণ্ড বাঁধত না। আসল কেলেঙ্কারি তারপর। বুম্বাদা ওই সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য নিলেন ইংরেজি আর হিন্দির। আর তাতেই রে রে করে উঠেছে বাঙালি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভাশিস চৌধুরী যেমন লিখেছেন, এআর রহমানকে হিন্দিতে প্রশ্ন করলে উনি স্টেজ থেকে নেমে যান। মজার ছলে হলেও সাংবাদিককে বলেন, 'হিন্দিতে প্রশ্ন করলে স্টেজে উঠবেন না'। এদিকে বাংলার সুপারস্টারকে বাংলায় প্রশ্ন করা হলে উনি বলেন,

মুম্বইয়ে ট্রেলার লঞ্চের সেই বিতর্কিত মুহূর্তে।

'বাংলায় কেন কথা বলতে হবে?' তফাতটা এখানেই। ওরা পারে, আমরা পারি না।

প্রসেনজিতের এমন আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বাংলাপক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'এতদিন বাংলাকে ব্যবহার করে নিজের কেরিয়ারের শীর্ষে পৌঁছোলেন, আর এখন বাংলা ভাষাকেই অপমান করছেন। আসলে উনি ওঁর জাতিসত্তা ভুলে হীনমন্যতায় ভুগছেন।'

কী সাফাই দিচ্ছেন প্রসেনজিৎ? জানতে তাঁর ম্যানেজার এবং জনসংযোগ আধিকারিককে মেসেজ করা হলেও বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। 'দাদা কোনও মন্তব্য করবেন না' বলেই ফোন কেটে দিয়েছেন একজন।

প্রসেনজিৎ মানেই সুপারস্টার। প্রসেনজিৎ মানেই ইন্ডাস্ট্রি। সেই প্রসেনজিৎ এমন বিতর্কে জড়ালেও ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশই কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন। কথা হচ্ছিল অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর মনে হয়, 'যে মানুষটা বাংলা সিনেমার জন্য নিজের গোটা জীবনটা উৎসর্গ করেছেন, তিনি বাঙালিকে হেয় করতে চান- এটা হতেই পারে না। জায়গাটা মুম্বই বলেই হয়তো তাঁর মনে হয়েছে, বাংলায় কথা না বলে অন্য ভাষায় কথা বলা যেতে পারে।'

একই মত তরুণ পরিচালক নির্ঝর মিত্রের। নির্ঝরের কথায়, 'আমি ভিডিওটা দেখেছি। আমার মনে হয়নি, উনি বাংলা ভাষাকে কোথাও ছোট করতে চেয়েছেন।'

সাংবাদিকের বাংলা প্রশ্নে প্রসেনজিৎ যখন বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন, তখন সেখানে 'মুশকিল আসান' হয়ে ওঠেন রাজকুমার। তিনিই সাংবাদিকের বাংলা প্রশ্নের হিন্দি অনুবাদ করে শোনান বাংলার সুপারস্টার ও দর্শকদের। তাতেই হাততালিতে মুখরিত হয় গোটা ঘর। নেটাগরিকদের কটাক্ষ, রাজকুমার বাঙালি নন। কিন্তু তবুও তিনি যেভাবে বাংলার কদর করলেন, তার সিকিভাগও পারলেন না প্রসেনজিৎ।

ফেসবুকে নাজিয়া সুরহ হুদা যেমন মন্তব্য করেছেন, 'বাঙালি সাংবাদিক বাংলায় প্রশ্ন করায় বিব্রত হলেন বাঙালি নায়ক। এদিকে ভিন্নভাষী নায়ক বাংলা প্রশ্ন বাকি সবার জন্য অনুবাদ করে দিলেন! বুম্বাদা নিজের বাঙালি সত্তা নিয়ে বড়ই লজ্জিত। আহারে!'

এই ঘটনার অন্যরকম ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে। বিতর্কিত মন্তব্য করে রোষানলে পড়তে চাইছেন না বুম্বার বহু সহ অভিনেতা। তবে এক বর্ষীয়ান অভিনেতার খোঁচা, 'পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে বম্বের দালালি করতেই হয়। নইলে ওখানে ভাত জুটবে না।'

সত্যিই কি তাই? বলিউডে পা রাখার ক্ষেত্রে বাংলাকে অপমান করাই যদি শেষ অস্ত্র হয়, তবে বাঙালির কপালে দুঃখের শেষ নেই।

তৃণমূল নেতার যাবজ্জীবন

মালদা, ৪ জুলাই : গত বিধানসভা ভোটে বাবা-মা বিজেপি প্রার্থীর হয়ে সক্রিয়ভাবে প্রচারে নেমেছিলেন। আর তাই ভোটের পর বদলা নিতে ওই দম্পতির নয় বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল এলাকার তৃণমূল কর্মী তথা এক প্রাক্তন শিক্ষক রফিকুল ইসলাম ওরফে ভেলু। কিন্তু ধরাও পড়ে যায় অভিযুক্ত। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত হয়। সেই তদন্তের চার্জশিটের ভিত্তিতে মালদা আদালতে মামলা চলে। দীর্ঘ ৪৮ মাস পর গত বুধবার মালদার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (সেকেন্ড কোর্ট) অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শুক্রবার অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন বিচারক।

ভোট-হিংসার প্রথম সাজা

শুক্রবার সাজা ঘোষণার পর আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে সিবিআইয়ের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র বলেন, 'একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে ৬ লক্ষ টাকা এবং আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই দুই টাকাই পাবে নির্যাতিতা নাবালিকা।' সিবিআইয়ের আইনজীবী দাবি করেন, 'ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় এই রাজ্যে প্রথম সাজা ঘোষণা হল।' অভিযুক্ত প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন অতিরিক্ত দায়রা আদালত (সেকেন্ড কোর্ট)-এর বিচারক রাজীব সাহা।

আইআইটি-তে সুযোগ বিবেকের

নাগরাকাটা, ৪ জুলাই : সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা জেইই অ্যাডভান্স পরীক্ষায় তাক লাগানো ফল করে গুয়াহাটি আইআইটি-তে পড়াশোনার সুযোগ পেলেন আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর পরিচালিত নাগরাকাটার একলব্য মডেল স্কুলের পড়ুয়া বিবেক লামা। বন্ধ পড়ে থাকা কালচিনির দলসিংপাড়া চা বাগানের নয়া লাইনের বাসিন্দা এই মেধাবী ছাত্র অঙ্ক ও কম্পিউটিং নিয়ে বিটেক পড়বেন। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে শতকরা ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছিলেন বিবেক। প্রিয় বিষয় অঙ্কে পান ১০০ নম্বর। বিবেকের বক্তব্য, 'প্রাইভেট টিউটরও ছিল না। স্কুলের হস্টেলে শিক্ষকদের দেখানো পথে পড়াশোনা করে গিয়েছি। পাঠ্যপুস্তক খুঁটিয়ে পড়তাম। ইউটিউবের বিভিন্ন ক্লাস আমাকে ভালো ফলাফলে সাহায্য করেছে। ভবিষ্যতে অঙ্ক নিয়ে এগোতে চাই। অন্য পড়ুয়াদের প্রতি আমার বার্তা, পরিশ্রম করলে সফলতা মিলবেই।' নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশাল বলেন, 'প্রথমে আমি অঙ্কে দুর্বল ছিলাম। একরকম ভয় কাজ করত। তবে বারবার অনুশীলন করে, সমস্যা কাটিয়ে এখন অঙ্কই আমার প্রিয় বিষয়।'

জেইই অ্যাডভান্স পরীক্ষায় তপশিলি উপজাতির পড়ুয়াদের মধ্যে তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাংক ২২৫। জয়েন্ট এন্ট্রাসের মেইনস পরীক্ষায় র‍্যাংক ছিল ২৩৮। একলব্য মডেল স্কুলে যারা পড়াশোনা করে তারা প্রত্যেকে তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের চা বাগানের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। আইআইটিতে বিবেকের সুযোগ পাওয়া, স্কুলের ইতিহাসে নজির। বাবা বুদ্ধ লামা চা বাগানে ছোট মুদির দোকান চালান। মা অনুপা গৃহবধূ। বুদ্ধ বলেন, 'এই বাগান কখনও খোলা, কখনও বন্ধ থাকে। ছেলের ভবিষ্যতের পড়াশোনা চালানো নিয়ে উদ্বেগে রয়েছি।' একমাত্র সন্তানের সাফল্যে চোখে জল বিবেকের মা অনুপার। তিনি বলেন, 'অনেক কষ্ট করে আমরা ওকে পড়াশোনা করাচ্ছি।'

ইকো জোনে সুইমিং পুল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৪ জুলাই : গরুমারা জঙ্গলের ইকো সেনসিটিভ জোনে বিনা অনুমতিতে সুইমিং পুল তৈরির অভিযোগ উঠল একটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হতেই তড়িঘড়ি ওই সুইমিং পুলের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে বন দপ্তর। যদিও অনুমতি নিয়েই আগামীতে সুইমিং পুল তৈরি করা হবে বলে দাবি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা। জঙ্গলের গা ঘেঁষে ইকো সেনসিটিভ জোনে সুইমিং পুল তৈরি হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন।

লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে লাটাগুড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজের ঠিক শেষে ডান হাত ঘেঁষে লাটাগুড়ির জঙ্গল লাগোয়া বিচাভাঙ্গা বনবস্তিতে একটি বেসরকারি রিসর্ট গজিয়ে উঠেছে। স্থানীয় এক বনবস্তিবাসীর কয়েক বিঘা পাট্টা জমি লিজ নিয়ে ওই রিসর্ট তৈরি করে বেশ কয়েক বছর ধরে চালাচ্ছেন কলকাতার এক ব্যবসায়ী। অভিযোগ, দিনকয়েক আগে এই রিসর্টে সুইমিং পুল তৈরির জন্য মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করেছেন ওই ব্যবসায়ী। জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় এই রিসর্টে মাঝেমধ্যেই হাতি চলে আসে। দিন কয়েক আগেও এই রিসর্টে ঢুকে একটি কুকুরকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। তাছাড়া গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়ে এই রিসর্ট। অথচ এখানে সুইমিং পুল তৈরির জন্য ন্যূনতম কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি রিসর্ট কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুবল পাইক জানান, সুইমিং পুল তৈরি করতে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু রিসর্ট কর্তৃপক্ষ কোনও প্রকার অনুমতি আমাদের কাছ থেকে নেয়নি। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল জানান, বন দপ্তরের তরফে আপাতত বিনা অনুমতিতে হওয়া ওই সুইমিং পুল তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রিসর্টের মালিক আমিরুল ইসলাম টেলিফোনে বলেন, 'সুইমিং পুলের জন্য কোনও কংক্রিটের নির্মাণ

রিসর্টে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করল বন দপ্তর

হবে না। শুধুমাত্র গর্ত করে রেডিমেড একটি সুইমিং পুল এনে এখানে স্থাপন করা হবে। এজন্য যে অনুমতির প্রয়োজন, তা জানা ছিল না। তবে এরপর অনুমতি নিয়েই আগামীতে কাজ করা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। ডুয়ার্সের বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী শ্যামাপ্রসাদ পান্ডের আশঙ্কা, সুইমিং পুল তৈরি হলে এই রিসর্টে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে। সুইমিং পুলে হইহুল্লোড়ে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে।

সভাধিপতির আশ্বাস

কালচিনি, ৪ জুলাই : কালচিনি ব্লকের পূর্ব সাতালি গ্রামের ফ্লাড শেলটার ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কালচিনি বোড়ো ইউনাইটেড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে সেখানে সংস্কৃতি কেন্দ্র তৈরির দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি ফ্লাড শেলটারটি মেরামত করার দাবিতে শুক্রবার সংগঠনের তরফে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতির হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব জানিয়েছেন, ওই ভবনটি কোন দপ্তরের অধীনে রয়েছে তা তিনি খোঁজ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন। ইতিমধ্যে জেলা শাসকের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ভবনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সভাধিপতির আশ্বাসে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিনয় নার্জিনারি।

ধুঁকছে উত্তরের উচ্চশিক্ষা

প্রথম পাতার পর

তেমনি রায়গঞ্জ বা বালুরঘাটের ছাত্রছাত্রীদের যেতে হচ্ছে মালদায়। ফলে জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার প্রশাসনিক সুবিধা পাচ্ছেন না ছাত্রছাত্রীরা। প্রয়োজন থাকলেও একমাত্র উত্তরবঙ্গ বাদে আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়নি দূরশিক্ষা বিভাগ। দূরশিক্ষাও আটকে সীমাবদ্ধ হয়েছে প্রথাগত কোর্সে। দূরশিক্ষার মাধ্যমেও যে চাকরিমুখী কোর্স চালু করে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা সম্ভব তা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর অঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর কথা, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটাই যুগের দাবি। তাই নতুন কিছু বিষয় চালুর ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। কিছু ডিপ্লোমা কোর্সও চালু করা হবে।' সঠিক পথে চালনার জন্য আদৌ কোনও পরিকল্পনা হবে, নাকি ধুঁকতে ধুঁকতে মুখ থুবড়ে পড়বে উত্তরের উচ্চশিক্ষা, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না কেউই। (শেষ)

ডিন্ডি শোভাযাত্রায় খুদেদের অংশগ্রহণ। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

রোগীদের সহায়তা

শালকুমারহাট, ৪ জুলাই : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ৯ জন যক্ষ্মা রোগী রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্য দপ্তর সেখানে যক্ষ্মা নির্মূলের উদ্যোগ নিয়েছে। শুক্রবার ৯ জন যক্ষ্মা রোগীকেই গ্রাম পঞ্চায়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার দেবাঞ্জন বর্মন, রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ভরতচন্দ্র রায়, শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন আশাকর্মীরা। রোগীদের নানাভাবে সচেতন করা হয়। তারপর ওই রোগীদের জন্য পুষ্টিকর চাল, ডাল, তেল, সয়াবিন, ডিম, সহ নানা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়।

লক্ষ্য চার হাজার

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : ২১ শে জুলাইয়ের শহিদ দিবসে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে চার হাজার লোক কলকাতা যাবে। আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস বৈঠক করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য আগামী ১৭ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে দুটি রেলস্টেশনে ক্যাম্প করে বসে থাকবেন তৃণমূল কর্মীরা। কলকাতায় যেতে কারও যাতে সমস্যা না হয়, তা দেখা হবে ওই ক্যাম্প থেকে। শুক্রবার তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এবার শহর থেকে ৪ হাজার কর্মীকে নিয়ে যাওয়া হবে। ট্রেন, বাস সহ নিজস্ব গাড়িতে করেও কর্মীরা যাবেন।'

বনধকে সমর্থন

কালচিনি, ৪ জুলাই : ৯ জুলাই বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের তরফে ভারত বনধ ডাকা হয়েছে। এই বনধকে সমর্থন জানাল বাম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন ইউটিইউসি, ডিসিবিডব্লিউইউ সহ একাধিক সংগঠন। শুক্রবার কালচিনিতে ডিসিবিডব্লিউইউ-এর কার্যালয়ে এই বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ইউটিইউসির রাজ্য সভাপতি নির্মল দাস বলেন, 'চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চুক্তি কার্যকর করার দাবি সহ একাধিক দাবিতে আমরা বনধের সমর্থনে নেমেছি।' শুক্রবার পাটকাপাড়া, নিমতিঝোরা চা বাগানে শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বনধ সমর্থন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর আগে কুমারগ্রাম সহ একাধিক ব্লকে বনধের সমর্থনে সভা করা হয়েছে।

ফাঁদে পা

প্রথম পাতার পর

অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি খালি ছিল। প্রতারিত হয়েছেন বলে বুঝতে পেরে ওই ব্যক্তি পুলিশের দ্বারস্থ হন। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। এরপর আলিপুরদুয়ারের সাইবার থানার পুলিশ তদন্তে নামে। ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৮৯ টাকা উদ্ধার করে শুক্রবার অবসরপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আজকাল অনলাইনেই তো সব হয়। সেক্ষেত্রে চেকে টাকা চাওয়ার মানে কী? তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) বা ব্যাংক ট্রানজাকশনের মাধ্যমে একবারে খুব বেশি টাকা ট্রান্সফার করা সাধারণত সম্ভব হয় না। চেকের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি নেই। সহজেই বিপুল পরিমাণে টাকার লেনদেন করা যায়। অবসরপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি এভাবেই তাঁর গোটা জীবনের প্রায় সঞ্চয় চেকের মাধ্যমে ওই অ্যাপের সঙ্গে যুক্তদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে প্রতারিত হয়েছেন বলে টের পেয়ে খুবই ভেঙে পড়েন।

শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আরেক ব্যক্তিও এভাবেই প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। তিনি ওই অ্যাপে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সাইবার থানার পুলিশ তদন্তে নেমে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। পরে সেই টাকা অবসরপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে বহুবার সতর্ক করার পরও অনেকেই এভাবে সাইবার প্রতারকদের পাল্লায় পড়ায় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা অবাক। সবকিছু খতিয়ে দেখে তবেই টাকা লেনদেন করা উচিত বলে তাঁরা সবাইকে আবারও সতর্ক করছেন।

আদালত চত্বরে মার

প্রথম পাতার পর

জয়গাঁর সেই নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনার মামলায় একের পর এক ঘটনা লেগেই রয়েছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি জয়গাঁর শিশু নির্যাতনের মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের প্রথমদিন ছিল। সেই দিন অভিযুক্তদের দেখে আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরেই মেজাজ হারান নির্যাতিতার মা। এদিন আবার সেই জয়গাঁর মামলারই তিনজন সাক্ষীকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল।

অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীরা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী অমরেশ ঘোষ বলেন, 'ঘটনার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। তাই এবিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না।'

তবে আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুহৃদ মজুমদার এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট ও রাজ্য সরকারের তরফে এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। সাক্ষীদের সব রকম নিরাপত্তা দিতে হবে।'

গত ২৩ অক্টোবর জয়গাঁর ডালডাবাড়ি এলাকার মাঠের পাশে ঝোপ থেকে ৭ বছরের শিশুকন্যার দেহ মিলেছিল। তার আগে প্রায় আটদিন ধরে নিখোঁজ ছিল সে। ওই মাঠের পরিত্যক্ত গোডাউনে গণধর্ষণের পর তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। তদন্তে নেমে পুলিশ চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ও চার্জশিট জমা দেয়।

এবার তন্ত্রচর্চার

প্রথম পাতার পর

কুসংস্কার বেশি করে ছড়াচ্ছে।' একইরকম কথা শোনা গেল সুভাষ অধিকারী নামের ওই গ্রামের আরেক বাসিন্দার মুখেও। তিনি জানালেন, ওই গ্রামে এইরকম ঘটনা আগে কখনও হয়নি।

গারোভিটা গ্রামের ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। এমনকি সেটা নিয়ে পরে সালিশি সভাও হয়। ঘটনার পর দিনদশেক কেটে গেলেও ওই বৃদ্ধ এখনও গ্রামে ফিরতে পারেননি। এলাকায় কীভাবে অন্ধবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল, তা নিয়ে অবাক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রাম থেকে বিতাড়িত সেই বৃদ্ধের বাড়ির লোকজন ঘাগরার ওই তরুণের ঘটনা শুনেছেন। এদিন সেই বৃদ্ধের বাড়ির এক সদস্য এই নিয়ে বলছিলেন, 'আমাদের আশপাশের পরিবেশ কেমন যেন বদলে গিয়েছে। আমাদের তো বলা হয়েছে, গ্রামছাড়া করার পর তার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখা যাবে না। এখন আবার ঘাগরায় একই ঘটনা ঘটেছে বলে শুনলাম।'

ধৃত বিধায়ক-পুত্র

প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে গাড়িতে করে অভিযুক্তরা গুলি চালাতে গিয়েছিল সেটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেটির ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে। পুরোনো আক্রোশের জেরে এই ঘটনা হতে পারে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।'

আহত রাজু দে'কে স্থানীয় বাসিন্দারা কোচবিহার শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করান। তাঁর ডানদিকের কাঁধে গুলি লেগেছে। রাতেই অস্ত্রোপচার করা হয়। এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে রাজু বলেছেন, 'কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায় এলাকায় কোনও কাজ করেননি। তাই এলাকায় ক্ষোভ জমছিল। প্রায় দুই মাস আগে চকচকা এলাকায় সুকুমার এসেছিলেন। তখন ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। আমিও তাতে শামিল হই। বৃহস্পতিবার সেই গাড়িতে করে এসেই আমার দিকে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া হয়। একটি গুলি আমার শরীরে লাগে। আমার ওপর যে আক্রোশ চেপে রেখেছিল তা ভাবিনি।'

রাজু আরও জানিয়েছেন, দলীয় নানা কর্মসূচি সেরে রাত এগারোটার দিকে তিনি ঝিনাইডাঙ্গা এলাকায় তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় বাড়ির সামনেই তাঁর ওপর আক্রমণ করা হয়। গাড়ি থেকে তিন-চারজন নেমে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাজুর বাবা মণীন্দ্রচন্দ্র দে'র কথা, 'রাতে বাড়ি থেকেই আমরা গুলির আওয়াজ পাই। বেরিয়ে দেখি ছেলে তখনই বাড়িতে ঢুকল। শরীর রক্তে ভিজে যাচ্ছে।' স্থানীয় বাসিন্দা সোমা ঠাকুর বলেন,

'আমরা খুবই আতঙ্কে রয়েছি। বছর দুয়েক আগেও রাজুর জ্যাঠতুতো ভাইকে গুলি করা হয়েছিল।'

তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতারা দফায় দফায় হাসপাতালে গিয়ে রাজুর স্বাস্থ্যের খবর নেন। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, 'যে গাড়িতে বিধায়ক ঘুরে বেড়ান সেই গাড়িতে চেপেই তার ছেলে এসে আমাদের জনপ্রতিনিধির উপরে গুলি ছোড়ে। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।' যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে সুকুমার বলেছেন, 'কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কোনওদিনই জিততে পারেনি। তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠতে না পেরে বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। গুলির ঘটনার পেছনে কারা যুক্ত রয়েছে সেটা আমার জানা নেই। তবে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশ আমার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে।'

ঘটনার তদন্তে নেমে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ রাতেই খাগড়াবাড়ি মোড়, চকচকা চেকপোস্ট, পুণ্ডিবাড়ি হাই রোড মোড় সহ বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তদন্তের কাজে পুণ্ডিবাড়ি থানায় পৌঁছান। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজু রাজভর নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল দীপঙ্করের। সেই ঘটনায় রাজু রাজভরের বদলে ভুল করে রাজু দে'র উপর আক্রমণ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে বৃহস্পতিবার রাতেই বিধায়ক সুকুমার রায়ের বড় ছেলে শুভঙ্কর দে'কে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পরবর্তীতে শুক্রবার দুপুরে বিধায়কের ছোট ছেলে দীপঙ্কর ও সেই গাড়ির চালক উত্তমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার জেরে কোচবিহার-২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা এদিন থমথমে ছিল।

বিজেপির নিঃসঙ্গতার লক্ষণ স্পষ্ট

প্রথম পাতার পর

টানতে পেরেছিল তৃণমূল। মতুয়া ভোট সঙ্গে থাকলে বাংলার বেশ কয়েকটি আসনে যে তুড়ি মেরে কিস্তিমাত করা যায়, তা প্রমাণিত।

ক্ষমতায় আসার পর মতুয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়া আরও নিবিড় হয়েছিল প্রথমদিকে। কিন্তু মতুয়া ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরীণ কলহের পরিণতিতে এই সম্প্রদায়ের ঘাসফুল প্রীতি চিরস্থায়ী হল না। সম্প্রদায়টির গুরুত্ব বুঝে বিজেপি দখল করে ফেলল মতুয়া ভোটের একাংশ। আপাতত দুই ফুলে ভাগাভাগি করে আছে মতুয়া ভোট।

ভোটে সমর্থনের নিরিখে উত্তরবঙ্গের গোষ্ঠীগত বিন্যাস অনেকটা সেই রসিকতার মতো- যখন যেমন তখন তেমন বন্দে মাতরম। অথবা যেদিকে বৃষ্টি আসছে, সেদিকে ছাতা ধরো। মোদ্দা কথায় ক্ষমতার সঙ্গে লেপটে থাকা। সে কারণেই তো বাম জমানা উলটে যেতেই রাজবংশী, আদিবাসী, নস্যশেখ জনগোষ্ঠীগতভাবে তৃণমূলের সঙ্গী হয়েছিল। বামফ্রন্ট রাজত্বেই অবশ্য বামেদের নেপালি, গোর্খা সমর্থনে চিড় ধরেছিল। আত্মপরিচয়ের বোধ উসকে তৈরি হল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন।

একই কারণে বাম শাসনের শেষ কয়েক বছরে কামতাপুর আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল উত্তরবঙ্গ। আদিবাসী বিকাশ পরিষদ কার্যত চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বামেদের একাধিপত্য উৎখাত করে দিয়েছিল। বামফ্রন্টের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাঙালি ভোটের স্বার্থে জনগোষ্ঠীগত স্বশাসনের দাবিকে আমল দেননি। যে কারণে তিনিও একসময় জনগোষ্ঠীগত সঙ্গী হারিয়েছেন। যে বিমল গুরুং একসময় মমতাকে 'পাহাড়ের মা' সম্বোধন করেছিলেন, তিনি হয়ে গেলেন শত্রু।

অথচ জিটিএ চুক্তি কিংবা জিটিএ'র ক্ষমতায় গুরুংয়ের অভিষেকের পেছনে মমতার অবদান কম নয়। সেই গোর্খা, নেপালি জনগোষ্ঠীর সখ্য পাকাপাকিভাবে হারিয়ে ফেলেছে তৃণমূল। বাম শাসন থেকে মুক্তি পেতে রাজবংশী, আদিবাসীরা একসময় ঢেলে ভোট দিয়েছিল ঘাসফুল প্রতীকে। রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি, রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদ ও রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে সেই অনুগ্রহের ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন মমতা।

শেষরক্ষা হয়নি। ভাবনার ঐক্য, নিদেনপক্ষে ভাবনার বোঝাপড়া বা আদর্শগত বন্ধন না থাকলে এধরনের বন্ধন খুবই পলকা হয়। তৃণমূলের সঙ্গে বন্ধন ঢিলে হতেই বিজেপি নতুন সঙ্গী বানায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে। উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে উচ্ছেদ করার মরিয়া চেষ্টায় বিজেপি নেতাদের অনেকে আলাদা রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন। পৃথক রাজ্যের প্রবক্তা স্বঘোষিত মহারাজ অনন্ত থুড়ি নগেন রায়কে রাজ্যসভা সাংসদ বানিয়ে দেয়।

একই কারণে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের টোপ দিয়ে কেএলও প্রধান জীবন সিংহকে মায়ানমারের জঙ্গি ডেরা থেকে টেনে এনেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বোঝাপড়ার শর্ত পূরণ বাস্তবে কঠিন। পাহাড় সমস্যা সমাধানের আশ্বাসের গাজর ঝুলিয়ে বছরের পর বছর দার্জিলিং লোকসভা আসনটি বিজেপি জিতে চললেও নেপালি, গোর্খা জনগোষ্ঠী ক্রমশ হতাশ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট লাগাতার চেষ্টা করলেও গোর্খা জনগোষ্ঠীর আশাপূরণে ব্যর্থ।

পাহাড় সমস্যা ঝুলে থাকার পাশাপাশি রাজ্যের দাবি ছেড়ে জীবন সিংহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজি হলেও তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অনেকবার জীবনের মুখে দিন-তারিখ আর হুংকার শোনা গিয়েছে মাত্র। আবার মাথার ওপর কেন্দ্রে বিজেপি আছে ভেবে চা বাগানের দুর্দশা লাঘবের যে স্বপ্ন আদিবাসী শ্রমিকরা দেখেছিলেন, তাতেও ধাক্কা লেগেছে। বাগান ছেড়ে শ্রমিকরা এখন দলে দলে ভিনরাজ্যে মজুর হয়েছেন।

উত্তরবঙ্গে তাই বিজেপির নিঃসঙ্গতা বাড়ছে। বিজেপির রাজবংশী বন্ধন যে আলগা হতে শুরু করেছে, তা গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার হাতছাড়া হওয়ায় ইঙ্গিত মেলে। তেমনই আদিবাসী সমর্থনে ভাটা পড়ায় আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ভোট কমেছে। জনগোষ্ঠীর কিছু কিছু নেতার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জনগোষ্ঠীগত আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সন্দেহ, অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়। উত্তরবঙ্গেও তাই হওয়ায় জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বে ভাটা পড়ার যে প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাতে লাগাম না পরালে পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

ছোট্ট তারা

বীরপাড়ার কলেজপাড়ার বাসিন্দা রিয়ন দাস এথেলবাড়ির বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। রিয়ন এলাকার উঠতি চিত্রশিল্পী। ফুটবল খেলাতেও দক্ষ।

আশাকর্মীদের পথ অবরোধ

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ইনসেন্টিভ ও সরকারি স্বীকৃতি না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আলিপুরদুয়ারের শত শত আশাকর্মী। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির ডাকে প্রায় ৫০০ জন আশাকর্মী শহরের চৌপথি মোড়ে পথ অবরোধে শামিল হন। প্রায় ২০ মিনিট ধরে চলে এই অবরোধ এবং মানববন্ধন, যার জেরে চারদিকে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে এবং ব্যস্ত শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

আশাকর্মীরা এদিন তাঁদের নানা দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, বিগত দুই মাস ধরে ইনসেন্টিভ, পিএলআই, মোবাইল রিচার্জ, জল পরীক্ষা সহ একাধিক খাতে বরাদ্দ টাকা তাঁদের দেওয়া হয়নি। মাসের পর মাস ধরে টাকা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। একজন কর্মীর গড়ে কয়েক হাজার টাকা করে বকেয়া পড়ে রয়েছে বলে জানান তাঁরা। উপরন্তু, অতি কম পারিশ্রমিকে তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে একাধিক দপ্তরের বাড়তি কাজ, যা তাঁদের সংসার ও ব্যক্তি জীবনকেও বিপদে ফেলছে।

অবরোধ কর্মসূচি শেষে আশাকর্মীরা একটি মিছিল করে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে যান এবং তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা দ্রুত বকেয়া টাকা মেটানোর পাশাপাশি সরকারি স্বীকৃতি, ভাতা বৃদ্ধির মতো দাবিগুলি তুলে ধরেন।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট রিনা ঘোষ বলেন, 'কর্মীদের প্রতি সরকারের অবহেলা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আমরা এর প্রতিবাদে আগামী ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকে সর্বভারতীয় ধর্মঘটে অংশ নেব।'

তিনি জানান, সরকারি স্বীকৃতি, ন্যায্য ভাতা, ছুটি ও সামাজিক সুরক্ষা- এই চারটি দাবিকে সামনে রেখে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘটে শামিল হবেন এবং জরুরি পরিষেবায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখা হবে।

চিত্র প্রদর্শনী

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : পরিবেশ ও পশুপাখির ওপর উন্নয়নের প্রভাব কীভাবে পড়ছে, তা বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের চিত্রশিল্পী নীলাদ্রি ঘোষ। গত ১৩ জুন থেকে কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরুতে সাবলাইম গ্যালারি নামের একটি আর্ট গ্যালারিতে নীলাদ্রির সেই চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। 'ইথারিয়াল চার্ম' নামে তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী আগামী ৬ জুলাই শেষ হবে। নীলাদ্রির আঁকা মোট ২৬টি ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে ওখানে। ওয়াটার কালার এবং অ্যাক্রিলিক মাধ্যমে সেই ছবিগুলি আঁকা হয়েছে। এটাই নীলাদ্রির প্রথম একক প্রদর্শন। এর আগে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ২৫ থেকে ৩০টি চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন নীলাদ্রি। শিল্পী বলেন, 'জঙ্গল এবং জীবজন্তু আমাদের এই জগতের ফুসফুস। শুধুমাত্র গাছ বাঁচালেই হবে না, প্রকৃতিকেও বাঁচাতে হবে। আমার চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে সংরক্ষণের বিষয়টি যেমন গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছে তেমনি বিশ্ব উষ্ণায়ন, বৃক্ষচ্ছেদন সহ আধুনিক উন্নয়ন বাস্তুতন্ত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছে সেটাও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'দর্শকদের ভালো লাগা আমাকে আরও ভালো কাজ করার উৎসাহ দিচ্ছে।'

বাসস্ট্যান্ড বিশবাঁও জলে

ফালাকাটায় জায়গার অভাব

বাম আমলে একটি বাসস্ট্যান্ড তৈরি হয়েছিল ফালাকাটায়। কিন্তু অল্পদিন পরেই ওই জায়গা নিয়ে আদালতে মামলা হয়ে যায়। তখন থেকে রাস্তার দু'ধারে বাস দাঁড় করিয়ে চলে যাত্রীদের ওঠানো-নামানো। পরবর্তীতে আরও দুটো জায়গা মিলিয়ে বাসস্ট্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও নানান জটিলতায় এগোয়নি সেই কাজও। আগের জায়গাতেও বাসস্ট্যান্ডের সম্ভাবনা সমানেই ক্ষীণ হচ্ছে। খোঁজ নিলেন ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটায় এভাবেই যাত্রী ওঠানামা করা হয়। - সংবাদচিত্র

ফালাকাটা, ৪ জুলাই : ফালাকাটা মিল রোডের একটি জায়গায় কয়েক দশক আগে বাসস্ট্যান্ড করা হয়েছিল। কিন্তু পরে ওই জায়গা নিয়ে আদালতে মামলা হয়। সম্প্রতি মামলাটি আদালতে উঠলে সেখানে ইতিবাচক কোনও ফলাফল না মেলায় উচ্চ আদালতে আপিল করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও মামলাটির পরিণতি কী হবে তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর ধোঁয়াশা। বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে পুরসভাও। কারণ শহরে বাসস্ট্যান্ড তৈরির বিকল্প কোনও জায়গাও নেই। এই অবস্থায় ফালাকাটায় বাসস্ট্যান্ড তৈরি এখন বিশবাঁও জলে বলেই মনে করা হচ্ছে। এবিষয়ে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'মিল রোডের একটি জায়গায় বাসস্ট্যান্ড নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। মামলার গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে সেখানে বাসস্ট্যান্ড গড়া প্রায় অসম্ভব। আবার শহরে বিকল্প জায়গাও পাচ্ছি না। এই অবস্থায় শহরে বাসস্ট্যান্ডের কী হবে তা আমরাও বুঝতে পারছি না।' সোমবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে শহরজুড়ে। বাসস্ট্যান্ড নিয়ে পুরসভার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলনে নামার কথাও ভাবছে।

বাম আমলে মিল রোডের একটি জায়গায় বাসস্ট্যান্ড হয়েছিল। বেশকিছু দিন সেখানে বাস ঢোকে। পূর্ণাঙ্গভাবে স্ট্যান্ডও চালু হয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওই জায়গাটি নিয়ে আদালতে একটি মামলা হয়। প্রায় তিন দশক ধরে ওই মামলা চলছে। তবে মামলার সময় থেকেই বাসস্ট্যান্ড সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত ফালাকাটা বাসস্ট্যান্ড পায়নি। ফলে রাস্তার দু'ধারেই এখনও বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানামা করানো হয়। এই অবস্থায় পুরসভা অন্য জায়গায় বাসস্ট্যান্ড তৈরি করতে উদ্যোগী হয়।

এনবিএসটিসি স্টেশন এবং তার পাশেই পূর্ত দপ্তরের জায়গায় বাসস্ট্যান্ড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। তখন এনবিএসটিসি স্টেশনটি দ্রুত সিএনজি স্টেশনে উন্নীত করার পরিকল্পনাও ছিল। এমনকি বর্তমানে টিকিট কাউন্টারের ঘরটি ভেঙে ভেতরে যাতে ৭-১০টি বাস দাঁড়াতে পারে সেই পরিকল্পনাও করা হয়। এনবিএসটিসি স্টেশন এবং পূর্ত দপ্তরের প্রায় আড়াই বিঘা জমিতে আধুনিক মানের বাস টার্মিনাস গড়তে যাবতীয় তথ্য জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়। কিন্তু এনবিএসটিসি ফালাকাটায় সিএনজি স্টেশন গড়ার থেকে পিছিয়ে আসে বলে খবর। আবার মিল রোডের জায়গা নিয়েও আদালতে মামলা চলছে। ফলে দুই জায়গাতেই এই মুহূর্তে আর বাসস্ট্যান্ড গড়া সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া বাসস্ট্যান্ড করার মতো এত বড় জায়গাও ফালাকাটায় নেই। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দাবি থাকলেও বাসস্ট্যান্ড যে এখন দিবাস্বপ্ন তা বুঝতে পারছেন শহরের নাগরিকরা।

এদিকে, ফালাকাটা বাসস্ট্যান্ড না হবার জন্য পুরসভাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বিজেপির ফালাকাটা নগর মণ্ডলের সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন, 'বাম আমলে সিপিএমও পারেনি আর এখন তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাও নাগরিকদের দীর্ঘদিনের বাসস্ট্যান্ডের স্বপ্ন পূরণ করতে পারল না। বাসস্ট্যান্ড কেন পুরসভা করতে পারল না তার দায় ওদের স্বীকার করতে হবে।' অন্যদিকে, সিপিএমের ফালাকাটা-১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ রায়ের কথায়, 'আমরাই ক্ষমতায় থাকার সময় বাসস্ট্যান্ড তৈরি করেছিলাম। পরে তা নিয়ে মামলা হয়। বর্তমান পুরসভা এই মামলা এবং বাসস্ট্যান্ড নিয়ে টালবাহানা করছে।' কংগ্রেস ফালাকাটা ব্লক সভাপতি মৃন্ময় সরকারের বক্তব্য, 'ফালাকাটায় বাসস্ট্যান্ড না হবার জন্য একমাত্র দায়ী পুরসভা। চেয়ারম্যানের এর দায় নিয়ে পদত্যাগ করা উচিত।'

পুরোনো কথা

- বাম আমলে মিল রোডের একটি জায়গায় বাসস্ট্যান্ড হয়েছিল
- কিছুদিনের মধ্যেই ওই জায়গাটি নিয়ে আদালতে একটি মামলা হয়
- প্রায় তিন দশক ধরে ওই মামলা চলছে
- মামলার সময় থেকেই বাসস্ট্যান্ড সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়
- তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারেই বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানামা করানো হয়

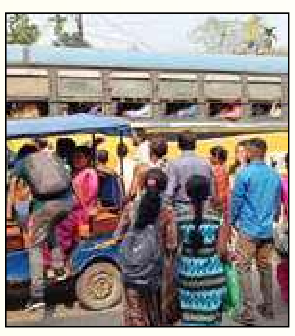

বর্তমান পরিস্থিতি

- এনবিএসটিসি স্টেশন এবং তার পাশেই পূর্ত দপ্তরের জায়গায় বাসস্ট্যান্ড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়
- তখন এনবিএসটিসি স্টেশনটি দ্রুত সিএনজি স্টেশনে উন্নীত করার পরিকল্পনাও ছিল
- কিন্তু এনবিএসটিসি ফালাকাটায় সিএনজি স্টেশন গড়ার থেকে পিছিয়ে আসে
- মিল রোডের জায়গা নিয়েও আদালতে ইতিবাচক ফলাফলের সম্ভাবনা নেই
- এছাড়া বাসস্ট্যান্ড করার মতো এত বড় জায়গাও ফালাকাটায় নেই

ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জরুরি

এমন কমই ছাত্র রয়েছে যারা কখনও মার খায়নি। কোনও কোনও শিক্ষাবিদের মতে, এই শারীরিক শাস্তিও প্রয়োজন। তবে তার মাত্রা থাকা দরকার। ভালোবাসা দিয়েই যেমন ছাত্রদের মন জয় করা যায়, তেমনি গোটা বিশ্বকেই জয় করা যায় বন্ধুত্বের মাধ্যমে। লিখলেন আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুধাংশু বিশ্বাস

খোলা জানালা

একজন শিক্ষক হচ্ছেন ছাত্রের কাছে বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক। পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদরা মনে করেন যে ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ সাধন করা। তাদের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশ সাধন করা। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ, পাশ্চাত্য দার্শনিকরা যেমন হবস, রুশো, পেস্তালৎসি মনে করতেন শিশুদের স্বাধীনভাবে, খোলামনে, প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে তাদের শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

আমার দীর্ঘ প্রায় ৩৯ বছরের শিক্ষকতার জীবন। ১৫ বছর সহ শিক্ষক ও ২৪ বছর প্রধান শিক্ষক হিসেবে স্কুলে কাজ করেছি। তবে এই সময়ের মধ্যেও ছাত্র শাস্তির একাল ও সেকাল রয়েছে। সহ শিক্ষক থাকাকালীন আমার নিজের চিন্তন, মনন ও মানসিকতা আর পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশ, অভিভাবকদের মানসিকতা, সরকারি নিয়মকানুন, আদালতের নির্দেশ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটেছে সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে। এমনকি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার তিন-চার বছর পর্যন্তও সময় একটু ভিন্ন ছিল।

সহ শিক্ষক থাকাকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্র পড়া পারছিল না, ভীষণ দুষ্টুমি করছিল। স্বভাবতই আমার রাগ হয় ও তার পিঠে আমি বেশ জোরে চড় বসাই। কিছুক্ষণ পর আরেকজন বলল, 'স্যর ওর পিঠ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।' আমি অবাক হয়ে যাই। পরে বুঝলাম যে ওর পিঠে ফোড়া হয়েছিল। আমি ভীষণভাবে ঘাবড়ে যাই ও হতভম্ব হয়ে পড়ি। আমি তাকে বললাম, 'তুই আগে ফোড়ার কথা বলিসনি কেন?' ও বলল, 'স্যর ভয়ে বলতে পারিনি।'

পরে ওকে টিচার্স কমনরুমে নিয়ে কোনওরকমে রক্ত বন্ধ করে আবার ক্লাসেই পাঠিয়ে দিই। ভেতরে অনুতপ্ত হচ্ছিলাম। সঙ্গে ভয়ও ছিল। এরপর কী হয়? ভাবছি, পরের দিন ওই ছাত্রের অভিভাবক, এলাকার সকলে মিলে চড়াও হবেন। ছাত্রটি যথারীতি স্কুলে এসেছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করায়, 'ও বলল স্যর আমি ভালো আছি আর এই ঘটনা বাড়িতে বলিনি।'

প্রধান শিক্ষক হিসেবে অন্যরকম অভিজ্ঞতাও আছে। একবার এক ছাত্র দুষ্টুমি করায় ক্লাসের মধ্যেই ওকে বেত দিয়ে বেধড়ক মারি। পরের দিন আমার বাড়িতে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে সেই ছাত্রের অভিভাবক অভিযোগ নিয়ে এলেন আমার বিরুদ্ধেই। থানায় অভিযোগ করবেন ও সংবাদপত্রে বিষয়টি প্রকাশ করবেন বলে। তবে ওই ছাত্রের নাছোড়বান্দা আপত্তির কারণে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত হলেন। ছাত্রটির পরিষ্কার বক্তব্য ছিল, 'স্যরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। তিনি শিক্ষাগুরু।'

আমি নিজের কক্ষে ছাত্রদের শাসন করার জন্য বেত রেখে দিতাম। বেত হাতে নিয়ে স্কুলের চৌহদ্দি পার করে কখনও স্কুলের সামনের বড় রাস্তা থেকে পিটিয়ে পিটিয়ে স্কুলে ঢুকতাম, আবার কখনও মাধব মোড় বা আরও দূর থেকে ছাত্রদের পেটাতে পেটাতে নিয়ে আসতাম। এর ফলে অনেক অভিভাবক যেমন খুশি হতেন তেমনি রাস্তার লোকজনও খুশি হতেন। কিন্তু, সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শুরু করলাম। এই শারীরিক শাস্তি ছাত্র শৃঙ্খলা ও ছাত্র গড়ার সঠিক পথ নয়। ছাত্রদের নিজের সান্নিধ্যে আনতে হবে। ছাত্রদের খুব কাছে টেনে নিতে হবে।

ভক্তের সমাগম। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

বিশেষ শিবির

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে শুক্রবার দমনপুর গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকে এক বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ এবং পুরসভার যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরে পাট্টা নিষ্পত্তি ও খতিয়ান সংশোধনের কাজ করা হয়। শিবিরে পুরসভা ও ভূমি দপ্তরের কর্মীরা প্রাথমিক তথ্য যাচাই ও প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করেন। চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'এই শিবিরে জমি সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত মেটানো হচ্ছে। ধাপে ধাপে অন্য ওয়ার্ডেও এই পরিষেবা দেওয়া হবে।' উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী, ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুস্মিতা রাহা দাস এবং ভূমি দপ্তরের অন্য আধিকারিকরা।

প্রতিবাদ

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হল আলিপুরদুয়ার জেলা ছাত্র পরিষদ। সংগঠনের জেলা সভাপতি অনুপম সাহা এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, রাজ্য ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধিদল কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সরকার কীসের আড়াল করতে চাইছে? তৃণমূল সরকারের মদতেই একের পর এক নারকীয় ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় কলেজ হল্টে বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে জেলা ছাত্র পরিষদ। বক্তারা মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। বক্তব্য রাখেন আইএনটিইউসি'র জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ বসু, সংগঠনের সভাপতি অনুপম সাহা, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক অরিন্দম সেন, ত্রিদিবেশ তালুকদার ও সুজিত তপাদার।

রংদার রোববার

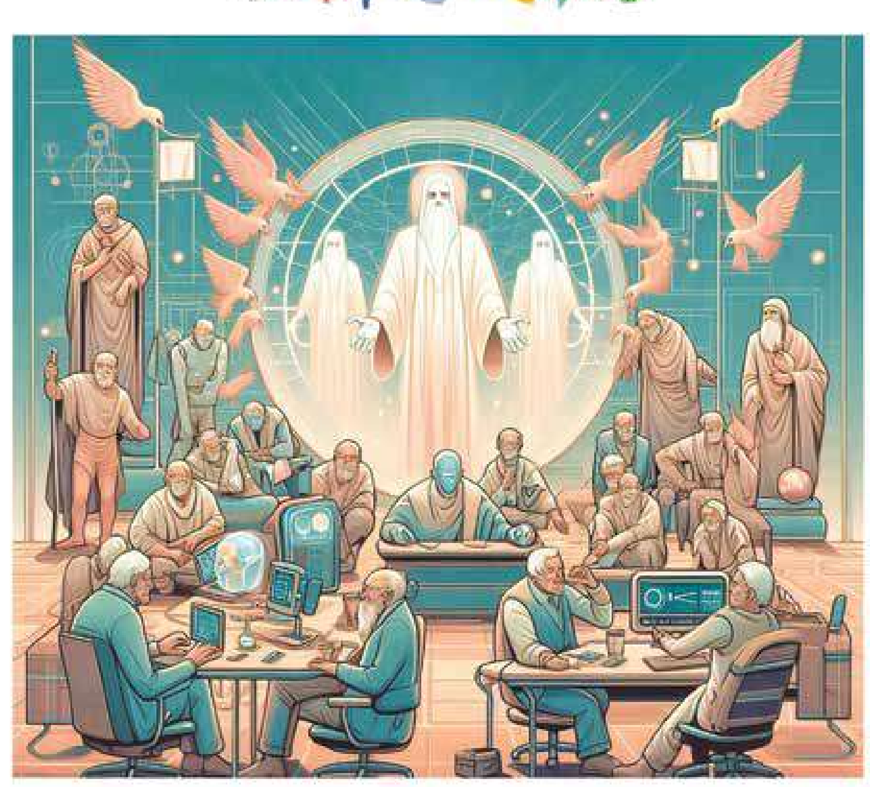

অমরত্ব

হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যা নাকি বার্ধক্য ঠেকানোর চিকিৎসা, 'কাঁটা লাগা গার্ল'-এর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এটা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, মানুষের চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা বরাবরের। অজস্র সাহিত্য, সিনেমা এর সাক্ষী। এবারের প্রচ্ছদে অমরত্ব।

প্রচ্ছদ কাহিনী শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ, অন্বেষা বসু রায় চৌধুরী ও মাল্যবান মিত্র

ছোটগল্প পাপিয়া মিত্র

ট্রাভেল ব্লগ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কবিতা পার্থসারথি চক্রবর্তী, টিপলু বসু, জয়ন্তকুমার দত্ত, কণিকা দাস, প্রশান্ত দেবনাথ, দেবাশীষ গোপ, সৈকত পাল মজুমদার ও তাপস চক্রবর্তী

বাইকে চেপে সোনার চেন ছিনতাই

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৪ জুলাই : দিনদুপুরে দুঃসাহসিক সোনা ছিনতাইয়ে ঘুম উড়েছিল শিলিগুড়িবাসীর। এবার সেই ছায়া গিয়ে পড়েছে কামাখ্যাগুড়িতেও। কামাখ্যাগুড়ির কলেজপাড়া সংলগ্ন এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল শুক্রবার। তবে এটাই প্রথম ছিনতাইয়ের ঘটনা নয়। মাস দুয়েক আগে কামাখ্যাগুড়িতে বাইকে করে এসে সোনার গয়না নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। তার একদিনের ব্যবধানে কামাখ্যাগুড়ি শহরের শান্তিনগর এলাকায় সোনার দোকানে লুট করে পালায় দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার ভরদুপুরে কলেজপাড়া এলাকায় এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেন টেনে নেয় দুই দুষ্কৃতী। হ্যাঁচকা টান মারায় অর্ধেক ছিঁড়ে যায় চেইনটি। সেটা নিয়েই পালায় দুজন।

কলেজপাড়া এলাকার ৭১ বছরের মমতা সিংহ রায় বাড়ি থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বাইকে করে দুই তরুণ একেবারে সামনে চলে আসে। বাইকের পেছনের সিটে বসে থাকা সাদা জামা পরা এক তরুণ ওই মহিলার কাছে এক অচেনা ব্যক্তির নাম-ঠিকানা জানতে চায়। মহিলা উত্তর দেন, তিনি ওই নামে কাউকে চেনেন না। তখন বাইকের পেছন সিটে বসে থাকা ওই তরুণ মহিলার গলা থেকে আচমকা সোনার চেন টান দিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। বাইকে থাকায় ওই দুই দুষ্কৃতী নিমেষেই এলাকা থেকে 'গায়েব' হয়ে যায়। অভিযোগ, প্রায় পাঁচ গ্রামেরও বেশি সোনা নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

ফাঁকা রাস্তায় এই ঘটনাটি ঘটে। ওই মহিলা বাড়িতে এসে কাঁদতে কাঁদতে ঘটনা তাঁর ছেলেদের জানান। বড় ছেলে সন্দীপন সিংহ রায় মাকে নিয়ে দ্রুত কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে বিষয়টি পুলিশকে জানান। মহিলার ছোট ছেলে স্বরূপ সিংহ রায় বলেন, 'এধরনের ঘটনায় আমরা সত্যিই আতঙ্কিত। এই এলাকায় এর আগে দিনদুপুরে কখনও ছিনতাই হয়নি। ওই এলাকায় একাধিক দোকানে ও বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। তা খতিয়ে দেখলে ওই বাইক সম্পর্কে ও দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা যাবে। পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

কলেজপাড়া এলাকার সকলেই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত। শিক্ষক অমিত সাহা বলেন, 'এ ধরনের ঘটনায় আমরা চিন্তিত। নিরাপত্তার অভাববোধ করছি। এই এলাকায় নিয়মিত পুলিশি টহলদারি প্রয়োজন। দিনের আলোয় এ ধরনের ঘটনায় কল্পনা করা যায় না।' এই এলাকায় সবথেকে বেশি যাতায়াত কলেজ পড়ুয়াদের। কামাখ্যাগুড়ি শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের এক ছাত্রী জয়া রায় বলেন, 'কলেজে গেলে এই রাস্তা দিয়েই যাই। তাই ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। কড়া নজরদারি দরকার।'

চিন্তিত কামাখ্যাগুড়ির ব্যবসায়ী মহলও। কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহা বলেন, 'কামাখ্যাগুড়িতে মাস দুয়েক আগে এক সোনার দোকানে লুটপাট হয়। ওই একইসময় এক মহিলার সোনার গয়না বাড়ি থেকে দুষ্কৃতীরা নিয়ে পালিয়ে যায়। ফের কামাখ্যাগুড়িতে এ ধরনের ছিনতাই হল। বিগত দু'মাসে তিনটি ঘটনা ঘটে গেল। অবিলম্বে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়াতে হবে।'

কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এবিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য জানান, এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। অভিযোগ হলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

কামাখ্যাগুড়িতে শিলিগুড়ির ছায়া

ছবি : এআই

গুকেশের কাছে হেরে মন্তব্য কার্লসেনের

দাবায় আগ্রহ হারাচ্ছি

জাগ্রেব, ৪ জুলাই : একেই বলে সমুচিত জবাব দেওয়া।

কয়েকদিন আগে ম্যাগনাস কার্লসেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশকে 'দুর্বল খেলোয়াড়' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ভারতীয় দাবাড়ু প্রত্যুত্তরে মুখে কিছু বলেননি। বরং ৬৪ খোপের লড়াইয়ে আরও একবার কার্লসেনকে মাত দিলেন তিনি। যার জেরে স্বয়ং 'দাবায় আগ্রহ নেই' বলে স্বীকারোক্তি নরওয়ের তারকার।

কয়েকদিন আগে ক্লাসিকাল দাবায় গুকেশের কাছে হেরে উত্তেজিত হয়ে টেবিল চাপড়ে ছিলেন কার্লসেন। বৃহস্পতিবার সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ প্রতিযোগিতায় ফের ভারতীয় দাবাড়ুর কাছে হারলেন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। টানা দ্বিতীয়বার গুকেশের কাছে হেরে হতাশ কার্লসেন। তিনি বলেছেন, 'আমি দাবা খেলায় আগ্রহ পাচ্ছি না। যখন খেলছি, তখন মনে কোনও উত্তেজনা আসছে না। খুব খারাপ পারফরমেন্স করছি।'

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডে হেরে খুব চাপে পড়ে গিয়েছিলেন গুকেশ। কিন্তু পরে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে আপাতত ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে তিনি। ভারতীয় দাবাড়ুর প্রশংসা করে কার্লসেন বলেছেন, 'গুকেশ এই ফরম্যাটে দারুণ পারফরমেন্স করছে। যদিও এখনও প্রতিযোগিতা বাকি রয়েছে। তবে টানা পাঁচটি ম্যাচ জেতা মুখের কথা নয়।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি ম্যাচে একটা সময় বেশ ভালো অবস্থানে ছিলাম। কিন্তু তারপর বেশ কিছু ভুল করেছি। সেই সুযোগটাকেই দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে গুকেশ।'

> গুকেশ এই ফরম্যাটে দারুণ পারফরমেন্স করছে। যদিও এখনও প্রতিযোগিতা বাকি রয়েছে। তবে টানা পাঁচটি ম্যাচ জেতা মুখের কথা নয়।
>
> **ম্যাগনাস কার্লসেন**

নরওয়ের দাবার পর সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজে ফের একবার কার্লসেনকে হারালেন ডোম্মারাজু গুকেশ।

নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় নামার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে নীরজ চোপড়া। বেঙ্গালুরুতে।

অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায় শুরু : নীরজ

বেঙ্গালুরু, ৪ জুলাই : রাত পোহালেই বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে বহু প্রতীক্ষিত 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' জ্যাভলিনের আসর বসছে। নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতার আয়োজনে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

৭ বিদেশি সহ মোট ১১ জন অ্যাথলিট টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন। রাজকীয়ভাবে তাঁদের প্রত্যেককে বেঙ্গালুরুতে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে নীরজের হাতে লেখা চিঠি প্রতিযোগীদের দেওয়া হবে। পাশাপাশি ঢেলে সাজানো হয়েছে কান্তিরাভার মাঠ থেকে গ্যালারি। যা খতিয়ে দেখেছেন নীরজ নিজে। আয়োজন নিয়ে অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী অ্যাথলিট বলেছেন, 'প্রতিদিন নতুন করে শিখছি কীভাবে একটা প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হয়। এটা করতে গিয়ে যাঁরা এই রকম ইভেন্ট আয়োজন করেন, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছে।' নীরজের সংযোজন, 'শুধু আমার নাম জড়িয়ে রয়েছে বলে নয়, এটা আমার প্রতিযোগিতা। তাই চেষ্টা করছি কোথাও যেন কোনও খামতি না থাকে। এর মাঝে নিজের অনুশীলনেও সময় দিচ্ছি। নীরজ চোপড়া ক্লাসিক আয়োজন নিয়ে আমি যতটা উত্তেজিত, ঠিক ততটাই উত্তেজিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়েও।'

শুক্রবার প্রাক টুর্নামেন্ট সাংবাদিক সম্মেলনে নীরজ বলেছেন, 'মনে হচ্ছে আমি স্বপ্নের মধ্যে আছি।' কেন তাঁর এমনটা মনে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হলে নীরজের মন্তব্য, 'পদক জয় আলাদা জিনিস। কিন্তু আমি ভারত ও ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে নতুন কিছু দিচ্ছি। এজন্য আমি প্রচণ্ড খুশি। আমাদের অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে।'

> পদক জয় আলাদা জিনিস। কিন্তু আমি ভারত ও ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে নতুন কিছু দিচ্ছি। এজন্য আমি প্রচণ্ড খুশি। আমাদের অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে।
>
> **নীরজ চোপড়া**

নীরজ চোপড়া ক্লাসিক
সময় : সন্ধ্যা ৬টা
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টারে

বিদায় কিসের

তৃতীয় রাউন্ডে জয় রুবলভের

লন্ডন, ৪ জুলাই : উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন আন্দ্রেই রুবলেভ। আদ্রিয়ান মানারিনোকে ৭-৫, ৬-২, ৬-৩ গেমে তিনি হারিয়েছেন। টেলর ফ্রিৎজ ৬-৪, ৬-৩, ৬-৭ (৫/৭) ও ৬-১ গেমে জিতেছেন আলেজান্দ্রো ডাভিডোভিচ ফোকিনার বিরুদ্ধে।

মহিলাদের সিঙ্গলস থেকে বিদায় প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বাছাই ম্যাডিসন কিস। তিনি ৬-৩, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হেরেছেন লরা সিয়েগেমুন্ডের কাছে। ছুটি হয়ে গেল নাওমি ওসাকার। ৬-৩, ৪-৬, ৪-৬ গেমে তিনি হেরে যান আনাস্তাসিয়া পাভলুচেঙ্কোভার বিরুদ্ধে। পুরুষদের ডাবলসে শীর্ষবাছাই মার্সেলো আরভালো-মাতে পাভিক জুটি দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-৩, ৬-২ ফলে হারিয়েছেন মুনার-মার্টিনেজ জুটিকে। দ্বিতীয় বাছাই হেনরি প্যাটার্ন-হারি হেলিওভারা ৭-৬ (৮-৬), ৬-৩ গেমে হারিয়ে দেন বিলি হ্যারিস-মার্কুস উইলিসকে।

জয়ের পর আন্দ্রেই রুভলভ।

মহিলাদের ডাবলসে শীর্ষবাছাই টাউনসেন্ড-সিনিয়াকোভা জুটি দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-৩, ৬-০ ফলে জয় পেয়েছেন কেসর-টাউসেন জুটির বিপক্ষে। দ্বিতীয় বাছাই গ্যাব্রিয়েলা-এরিন জুটি ৬-৩, ৬-৩ ফলে হারিয়েছেন জেন্যাপ-পলিনা জুটিকে। তবে তৃতীয় বাছাই পাওলিনি-এরানি জুটি চ্যান হাও-বারবোরা জুটির কাছে ৬-৩, ৬-২ ফলে হেরে বিদায় নিয়েছেন।

মোহনবাগানে ফিরলেন কিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : এক বছর পর ফের মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে ফিরলেন কিয়ান নাসিরি। এদিন সরকারিভাবে ক্লাবের তরফে জানানো হল কলকাতা ডার্বিতে হ্যাটট্রিককারী এই স্ট্রাইকারের ফেরার খবর।

আগেই শোনা গিয়েছিল, নিজের পুরোনো ক্লাবেই ফিরতে চলেছেন কিয়ান। গত মরশুমে চেন্নাইয়ান এফসি-তে চলে গেলেও সেভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি সেখানে। তাছাড়া কোচ ওয়েন কোয়েলের পরিকল্পনায় খেলার সুযোগও পাচ্ছিলেন না জামশিদ নাসিরির পুত্র। ফলে তিনি নিজেও আগ্রহী ছিলেন মোহনবাগানে ফেরার জন্য। ফিরে এসে কিয়ানের মন্তব্য, 'আবার কলকাতায় ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। সুযোগ পেলে নিজেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করব। এই ক্লাব থেকেই আমার পেশাদার ফুটবল যাত্রা শুরু। সেই জন্যই মোহনবাগানের প্রতি আমার একটা আলাদা আবেগ রয়েছে।' ক্লাবের তরফে জানানো হয়, কিয়ানের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করা হল। তাঁকে ও দীপেন্দু বিশ্বাসকে কলকাতা লিগে খেলাবে মোহনবাগান।

> আবার কলকাতায় ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। সুযোগ পেলে নিজেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করব। এই ক্লাব থেকেই আমার পেশাদার ফুটবল যাত্রা শুরু।
>
> **কিয়ান নাসিরি**

এদিন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র তরফে লালবিয়াকডিকা ভানলালভুঙ্গার দলে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। আইজল এফসি-র থেকে নেওয়া এই স্ট্রাইকার হুয়ান পেদ্রো বেনালির দলে লম্বা চুক্তিতে যোগ দিলেন বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া সেভিয়া অ্যাকাডেমির থেকে উঠে এসে লা লিগা ও বুন্দেশলিগার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার জাইরো সাম্পেরিওর নর্থইস্টে যোগদান প্রায় পাকা। যদিও সরকারিভাবে ক্লাব এখনও কিছু ঘোষণা করেনি। আগেই স্প্যানিশ প্লে-মেকার হোসে ম্যানুয়েল চেমা নুনেজ তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। কম্বোডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব সেভয় রিয়েঙ্গ এফসি-তে যোগ দিলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের স্ট্রাইকার কোয়েম পেপরা। নিজের পুরোনো ক্লাব এফসি গোয়াতে ফিরছেন অ্যালবার্তো নগুয়েরা।

জামশেদপুর এফসি-তে যোগ দিতে চলেছেন জয়েশ রানে। গত মরশুমে ছিলেন মুম্বই সিটি এফসি-তে।

ডুরান্ড কাপের ট্রফি উন্মোচনে রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মুর হাত দিয়ে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে ডুরান্ড কাপ ট্রফিগুলির উন্মোচন ও ফ্ল্যাগ অফ করেন তিনি। প্রেসিডেন্টস কাপ, ডুরান্ড ও সিমলা ট্রফি দেওয়া হয় এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নদের। এদিন এই তিন ট্রফিই ছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ এয়ার স্টাফ এয়ার মার্শাল অমরপ্রীত সিং, চিফ অফ ডিফেন্স জেনারেল অনিল চৌহান, চিফ অফ নেভাল স্টাফ দীনেশকুমার ত্রিপাঠী সহ একাধিক সেনা কর্তা। ট্রফি উন্মোচন হলেও এদিনও সূচি প্রকাশ্যে আনেনি আয়োজকরা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট যে খেলছে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, সূচি নিয়ে এখনও আপত্তি জানিয়ে যাচ্ছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। তাই মোহনবাগানের তরফে এখনও ডুরান্ডে খেলার কথা স্বীকার করা হয়নি। প্রস্তাবিত সূচিতে মোহনবাগানের গ্রুপেই আছে ডায়মন্ড হারবার এফসি ও মহমেডান স্পোর্টিং। চার নম্বর দল হিসাবে থাকছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচই খেলতে হবে ডায়মন্ড হারবারের বিপক্ষে। ৩০ জুলাই তাদের প্রথম ম্যাচ। কিন্তু এটাই চাইছেন না মোহনবাগান কর্তারা। এর আগে হঠাৎই টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহারের কথা বলেছিল তারা। প্রকাশ্যে না বলা হলেও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এক গ্রুপে না রাখার শর্তেই শেষপর্যন্ত খেলতে রাজি করানো হয়েছে মোহনবাগানকে। ফের সূচি নিয়ে তাদের আপত্তি এবার আদৌ রাখা হয় কিনা সেটাই দেখার।

রাষ্ট্রপতি ভবনে ডুরান্ড কাপের ট্রফি উন্মোচন করলেন দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার।

ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে আছে সাউথ ইউনাইটেড এফসি ছাড়াও আছে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও নামধারী এফসি। মোহনবাগানের তুলনায় খানিকটা হলেও সহজ গ্রুপে অস্কার ব্রুজোঁর দল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি অনুশীলনে নামতে চলেছে লাল-হলুদের সিনিয়ার দল। গ্রুপ লিগে সিনিয়ার-জুনিয়ার মিলিতবাহিনীর সঙ্গে দুই-একজন বিদেশিও খেলাতে আগ্রহী তারা। কারণ এবার যেহেতু আইএসএলের বেশিরভাগ দলই আসছে না, তাই তাদের কাছে বড় সুযোগ থাকছে টুর্নামেন্ট জেতার। যদিও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও পাঞ্জাব এফসি পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে ডুরান্ডে নামতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে মোহনবাগানের মতোই জামশেদপুর এফসি জুনিয়ার দলই শুরুতে মাঠে নামাবে। কলকাতার ম্যাচগুলি হবে যুবভারতী ও কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে।

বিবর্ণ ফুটবল, ছন্দপতন বিনোর ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল- ১ (গুইতে)   সুরুচি সংঘ- ১ (কর্মণ্য)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : দ্বিতীয় ম্যাচেই ছন্দপতন ইস্টবেঙ্গলের।

প্রথম ম্যাচে ৭ গোলের পর এদিনও প্রত্যাশার ফানুস উড়িয়ে, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নৈহাটিতে ছুটে এসেছিলেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। তবে সেই রেশ ধরে রাখতে পারলেন কই নসিব রহমান, আমন সিকেরা। সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র। সন্তুষ্ট থাকতে হল ১ পয়েন্টেই।

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে ভানলালপেকা গুইতে ।

মনোতোষ মাঝি ও জেসিন টিকে না থাকায় এদিন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমনকে সামনে রেখে দল সাজান বিনো জর্জ। একটু পিছন থেকে খেলানো হয় বিজয় মুর্মু ও ভানলালপেকা গুইতেকে। ফলত যা হওয়ার ছিল, সেটাই হল। প্রকট হয়ে উঠল ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার সমস্যা। আরেকদিকে বিজয়, সায়নরা মাঝমাঠ না আক্রমণ, কোনদিকে নজর দেবেন তা ভাবতে ভাবতেই ম্যাচ শেষ। কোনও সময়ই মাঝমাঠের দখল নিতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। আর রইল রক্ষণ। ৯০ মিনিট লাল-হলুদের বক্স ও তার আশপাশে অবাধে বিচরণ করলেন সুরুচি ফুটবলাররা। ম্যাচের শেষ প্রায় আধঘন্টা ১০ জনের সুরুচিকে পেয়েও তার ফায়দা তুলতে ব্যর্থ মশাল ব্রিগেড।

ম্যাচের ২৩ মিনিটে নসিবের শট বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথম ৪৫ মিনিটে এর বাইরে ইস্টবেঙ্গল যে একটাই সুযোগ তৈরি করল, গোলও হল তা থেকেই। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়েরও একেবারে শেষ মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন গুইতে। নসিবের পাস বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে বল আয়ত্তে আনতে পারেননি বলরাম মান্ডি। ওই বল ধরে গোলরক্ষককে পাশ কাটিয়ে গোল করেন গুইতে। দ্বিতীয়ার্ধের ইস্টবেঙ্গল আরও ফ্যাকাসে। ৪৭ মিনিটে আমন যা সুযোগ পেয়েছিলেন। তাও কার্যত গোললাইন থেকে বিপন্মুক্ত করেন ডিম্পল ভগৎ। এর দুই মিনিটের মধ্যেই গোল শোধ সুরুচির। গোল করেন কর্মণ্য বনসাল। এর পর আরও আত্মবিশ্বাসী সুরুচি সংঘ। মুহুর্মুহু আক্রমণ করতে থাকে রঞ্জন ভট্টাচার্যর দল। ৫৫ মিনিটে অল্পের জন্য দ্বিতীয় গোল পায়নি তারা। ডিম্পলের দূরপাল্লার শট পোস্টে প্রতিহত হয়। তাদের আরও একটি আক্রমণ ধাক্কা খায় পোস্টে। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে সুমন দে-কে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ড দেখেন সুরুচির বাবলু ওরাওঁ। সংযুক্তি সময়ের ৬ মিনিট যোগ করলে শেষ ২৭ মিনিট ১০ জনের সুরুচিকে ঠেকিয়ে রাখতেও রীতিমতো ইস্টবেঙ্গলের কালঘাম ছুটল। বলা ভালো ভাগ্য সহায় ছিল বলে দ্বিতীয় গোলটা হজম করতে হয়নি।

তবে ম্যাচ শেষে বিনোর আক্ষেপ, 'দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আমনের গোলটা হয়ে গেলে ম্যাচটা অন্যরকম হত।' সেইসঙ্গে জানালেন, মঙ্গলবার বিএসএস ম্যাচেও মনোতোষ মাঝির খেলার সম্ভাবনা নেই। জেসিন থাকলেও থাকতে পারে।

ইস্টবেঙ্গল : আদিত্য, জোসেফ (বিক্রম), মনোতোষ চাকলাদার, চাকু, সুমন, বিজয় (অ্যাভ্রুজ), নসিব, গুইতে (আজাদ), তন্ময় (কৌস্তভ), সায়ন (রোশাল), আমন।

কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : ভারতীয় দলের কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

গত বুধবার জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান মানোলো মার্কুয়েজ। দুই পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতেই দায়িত্ব ছাড়েন গত এক বছর দায়িত্বে থাকা কোচ। সেদিনই ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়, দুই-একদিনের মধ্যেই নতুন কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। যা এদিনই দিয়ে দেওয়া হল। কারণ দ্রুত ওই পদ ভরাট করতে চায় এআইএফএফ। কারণ আগামী অক্টোবরে ভারত খেলবে এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের তিন ও চার নম্বর ম্যাচ। মূলপর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ওই দুই ম্যাচ জিততেই হবে ভারতকে। তাই তার আগে যাতে কোচ নিজের মতো করে গুছিয়ে নিতে পারেন, তাই দ্রুত নতুন কোচকে দায়িত্ব দিতে চায় ফেডারেশন। এবার টেকনিকাল কমিটির সদস্যরা চাইছেন একজন ভারতীয় কোচকে দায়িত্ব দিতে।

যা খবর তাতে বাংলা থেকে সঞ্জয় সেন আবেদন করতে চলেছেন। আর সেক্ষেত্রে তিনিই এগিয়ে বাকিদের থেকে। এছাড়া খালিদ জামিল আবেদন করলে তিনিও থাকবেন বিবেচনায়।

জয়ী শিবাজি

রায়গঞ্জ, ৪ জুলাই : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতায় শুক্রবার ইটাহারের শিবাজি সংঘ ২-১ গোলে অ্যাকাডেমি অফ ফুটবলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শিবাজির সাজিদুল রহমান ও মঙ্গল মুর্মু গোল করেন। অ্যাকাডেমির একমাত্র গোল কর্নেলাস মুর্মুর। ম্যাচের সেরা সাজিদুল। সোমবার মুখোমুখি হবে বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন এবং অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস।

জিতল টাউন

বালুরঘাট, ৪ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলা সুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার বালুরঘাট টাউন ক্লাব ৫-০ গোলে গৌরাঙ্গপুরকে হারিয়েছে। এদিন বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে টাউনের মাইকেল হেমব্রম জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল করেন আশিস টুডু, মিলন হাঁসদা ও শুভ ওরাওঁ।

উইম্বলডনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হল দিয়োগো জোটাকে। শুক্রবার।

উইম্বলডনে প্রয়াত জোটাকে স্মরণ

লন্ডন, ৪ জুলাই : প্রয়াত পর্তুগিজ ফুটবলার দিয়োগো জোটাকে স্মরণ করতে উইম্বলডনে পোশাক বিধি ভাঙল।

স্থানীয় সময় বুধবার রাতে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন পর্তুগিজ তারকা জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভা। লিভারপুল তারকাকে স্মরণ করতে উইম্বলডনের প্রতিযোগীরা হাতে কালো আর্ম ব্যান্ড বেঁধে খেলতে পারবেন। এমনটাই জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতার আয়োজক অল ইংল্যান্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে।

প্রাক্তন সতীর্থ দিয়োগো জোটার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে জর্ডন হেন্ডারসন।

উইম্বলডনের নিয়ম অনুয়ায়ী, প্রতিযোগীদের সাদা পোশাক পরে খেলতে হয়। কিন্তু প্রয়াত পর্তুগিজ তারকার জন্য ১৪৮ বছরের পুরোনো নিয়ম ভাঙা হয়েছে। স্বদেশীয় ফুটবলারকে স্মরণ করতে পুরুষদের ডাবলসে পর্তুগিজ টেনিস তারকা ফ্রান্সিসকো কার্বালি শুক্রবার কালো আর্ম ব্যান্ড বেঁধেই খেলতে নেমেছিলেন। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'দিয়োগো জোটা শুধু পর্তুগাল নয়, গোটা বিশ্বের কাছে একটা বড় নাম। ও খুব বড় মনের মানুষ ছিল। জোটার পরিবারের জন্য আমার সমবেদনা রইল। আশা করছি, ওর পরিবার এই কঠিন সময়টা কাটিয়ে উঠতে পারবে।'

আজ ইতিহাসে চোখ ক্রিসপিনের ভারতের

ব্যাংকক, ৪ জুলাই : স্বপ্নপূরণের থেকে একধাপ দূরে।

অতীতে কখনও মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপে খেলেনি ভারত। এবার সেই স্বপ্নপূরণ হতে পারে। সামনে কেবল একমাত্র বাধা থাইল্যান্ড।

শনিবার যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে ভারত খেলবে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে। দুই দলই গ্রুপ 'বি'-র প্রথম তিনটি ম্যাচে জয় পেয়েছে। এমনকি গোলপার্থক্যও সমান দুই দলের। নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারী মূলপর্বে খেলার সুযোগ পাবে। ফলে শনিবারের ম্যাচটি দুই দলের কাছে 'ফাইনাল' ম্যাচ। ম্যাচ যদি নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকে, তাহলে টাইব্রেকারের মাধ্যমে ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে।

ভারতের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী বলেছেন, 'এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করলে ভারতীয় ফুটবল অনেকটা এগিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে দেশের মহিলা ফুটবলেও অনেক উন্নতি হবে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা নিজেদের ছন্দ ধরে রাখতে চাই। থাইল্যান্ড বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ। তবে ৯০ মিনিটে ম্যাচটা আমাদের শেষ করতে হবে। মেয়েরা তৈরি রয়েছে। আশা করছি, ম্যাচটা আমরা জিতব।'

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল থাইল্যান্ডের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল। সেই ম্যাচে খেলেছিলেন অঞ্জু তামাং ও সংগীতা বাসফোর। সেই ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে অঞ্জু বলেছেন, 'থাইল্যান্ড শক্তিশালী দল। ওদের কাছে অল্পের জন্য এশিয়ান গেমসে হেরেছিলাম। তবে শনিবার আশা করছি আমরা জিতব।'

এগিয়েও আটকাল মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব- ২
ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব- ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : কলকাতা লিগে প্রথম ম্যাচ ড্র করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই দল নিয়ে তাই বা কম কী।

আর্থিক সমস্যা, ফেডারেশন, ফিফার নিষেধাজ্ঞা সবমিলিয়ে মাঠের বাইরে একেবারেই স্বস্তিতে নেই সাদা-কালো শিবির। তার মধ্যে এই ড্র একটু হলেও অক্সিজেন জোগাবে শিবিরে। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব-মহমেডান ম্যাচের ফল ২-২। এর পিছনে ফুটবলারদের অবদান তো রয়েছেই।

> আমরা দশদিন আগে প্রস্তুতি শুরু করেছি। দুইবার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারিনি। আশা করছি পরের ম্যাচে দল আরও ভালো খেলবে।
>
> **মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু**

তবে কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর কৃতিত্বও কোনও অংশে কম নয়। দিন দশেকের প্রস্তুতিতে দলটা গড়েপিটে নিয়েছেন তিনি।

এদিন আশা জাগিয়ে শুরুটা করেছিল মহমেডান। শুরুতেই লালথানকিমার গোলে এগিয়ে যায় তারা। তিন মিনিটের মধ্যে সমতা ফেরায় পুলিশ। বিরতির আগেই আবার মহমেডানকে এগিয়ে দেন লালগাইসাকা। দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে পুলিশ। ৫৪ মিনিটে ২-২ করেন সন্দীপ ওরাওঁ। তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হলেও লড়াই করে মহমেডানের তরুণ ব্রিগেড। তাই একেবারেই হতাশ নন মেহরাজ। দলের খেলায় খুশি তিনি। বলেছেন, 'আমরা দশদিন আগে প্রস্তুতি শুরু করেছি। দুইবার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারিনি। আশা করছি পরের ম্যাচে দল আরও ভালো খেলবে।'

শুভমান ভবিষ্যতের মহাতারকা : আজহার

ছাত্রের ত্রিশতরান হাতছাড়ায় আক্ষেপ যুবির

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : স্বপ্নের ব্যাটিং। রূপকথার ইনিংস।

শুভমান গিলকে নিয়ে মুগ্ধ ক্রিকেট বিশ্ব। যদিও আক্ষেপ যাচ্ছে না যুবরাজ সিংয়ের! খুশির মধ্যেও মেনে নিতে পারছেন না প্রিয় ছাত্র নিশ্চিত ত্রিশতরান মাঠে ফেলে আসায়। ৩৮৭ বলে ২৬৯। ৫০৯ মিনিট ক্রিজে কাটিয়ে ৩০টি চার ও ৩টি ছক্কা। সবকিছু ছাপিয়ে প্রায় নিখুঁত ক্রিকেটীয় ইনিংস।

যুবরাজের মতে, ত্রিশতরান প্রাপ্য ছিল শুভমানের। গিলকে নিয়ে যুবির যে ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন যোগরাজ সিং। প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজের কথায়, যুবরাজ কেরিয়ারে যা অর্জন করেছেন, বাবা হিসেবে তিনি গর্বিত। সেটাই এখন যুবরাজ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। শুভমান গিল, অর্শদীপ সিং, অভিষেক শর্মাদের ট্রেনিং দিয়েছে। গিল যখন ২০০-তে পা রাখে, তখন সবাই চাইছিলেন ২৫০ করুক। পরের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই তিনশো ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

শুভমানের মতো আক্ষেপ যুবরাজেরও। যোগরাজের যুক্তি, ব্যাটাররা সেট হয়ে আউট হলে খারাপ লাগে। যুবরাজের মধ্যেও একই অনুভূতি কাজ করে। অপরাজিত থেকে স্কোরটাকে যত লম্বা করে ফিরবে আত্মবিশ্বাসের পারদ ততই বাড়বে। শুভমান যা হাতছাড়া করেছে।

সফরের আগে শুভমানের টেস্ট পরিসংখ্যান নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। যোগরাজের মতে, এবার তার জবাব দিচ্ছে। বলেছেন, 'অনেক কথা শুনতে হয়েছে ওকে। টপ হ্যান্ডে অনেক উন্নতি করেছে। সমালোচকদের বলব, ক্রিকেট না বুঝলে মুখ বন্ধ রাখ। তবে সহজে সন্তুষ্ট হলে চলবে না শুভমানের। অনেক বেশি পাওয়ার দক্ষতা রয়েছে ওর মধ্যে। ৩০০, ৪০০ করার ক্ষমতা রাখে। ব্রায়ান লারা পারলে আমরা কেন পারব না?'

শট খেলার সময় ডানহাতের পজিশন নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। যুবরাজের পরামর্শে শুভমান যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে বলে দাবি করেন যোগরাজ। কভার ড্রাইভের সময়ও মাথা অনেক সোজা। ছোটখাটো যে পরিবর্তনগুলি ম্যাজিক দেখাচ্ছে। বিলেত সফরের আগেই যুবরাজের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সিরিজে প্রচুর রান করবে শুভমান। ১৪৭, ২৬৯ স্কোরগুলি তারই প্রতিফলন।

শুভমানে মজে মহম্মদ আজহারউদ্দিনও। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মন্তব্য, 'বর্তমান ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় শুভমান। ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের মহাতারকা হিসেবে চিহ্নিত ও। আগামী দিনে অনেক বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে ওর জন্য। আগাম শুভেচ্ছা রইল। বার্মিংহামে দুরন্ত ইনিংস খেলল। এভাবেই দেশকে গর্বিত করুক, এই প্রার্থনাই করি।'

> বর্তমান ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় শুভমান। ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের মহাতারকা হিসেবে চিহ্নিত ও। আগামী দিনে অনেক বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে ওর জন্য। আগাম শুভেচ্ছা রইল। বার্মিংহামে দুরন্ত ইনিংস খেলল। এভাবেই দেশকে গর্বিত করুক, এই প্রার্থনাই করি।
>
> **মহম্মদ আজহারউদ্দিন**

মাঠ থেকে ফিরেই সুইমিং পুলে গিল

'কপি বুক' ব্যাটিংয়ে মন জয় করলেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল।

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : ধ্রুপদী ব্যাটিং। নিখুঁত ইনিংস। ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জয়। শেষ পর্যন্ত হতাশায় ডুবে যাওয়া।

এজবাস্টন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে নিয়ে হইচই ক্রিকেট দুনিয়ায়। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, ২৬৯ রানের নিখুঁত ব্যাটিংয়ের পর থামতে হয়েছে তাঁকে। এমন একটা ইনিংস এজবাস্টনের মাঠে খেলেছেন শুভমান, যার কথা স্বপ্নেই ভাবা যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্রথমে স্কাই স্পোর্টস ও পরে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে শুভমান নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরেছেন। যার মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে আগামীর আরও সাফল্যের স্বপ্ন। শুধু তাই নয়, এজবাস্টনের মাঠ থেকে সতীর্থদের সঙ্গে টিম হোটেলে ফেরার পর বাবা-মায়ের ফোন পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছেন তিনি। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'মাঠ থেকে টিম হোটেলে ফেরার পর বাবা-মায়ের ফোন পেয়েছিলাম। বাবা বলল, দারুণ খেলেছ। এভাবেই এগিয়ে যাও। তোমার ব্যাটিং দেখে গর্ব হচ্ছে। আর মা বলল, এই ছন্দ ধরে রাখ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

শচীন তেন্ডুলকারের পর বিরাট কোহলি। আর কোহলির পর শুভমান। টিম ইন্ডিয়ার চার নম্বর ব্যাটারের শূন্যস্থানপূরণ হয়ে গিয়েছে, এমন কথা এখনই বলে দেওয়া যায়। দলের কান্ডারি হিসেবে হেডিংলের পর এজবাস্টনে শুভমান যে ছন্দ ও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এমন সাফল্যের রহস্য কী? কীভাবে নিজের ব্যাটিংকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর করে তুলেছেন? দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্রাক্তন ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্তের করা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্রিকেটের কিছু টেকনিকাল দিকের কথা তুলে ধরেছেন ভারত অধিনায়ক। শুভমান বলেছেন, 'আইপিএলের পর নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক সময় দিয়েছি। স্টান্সের কিছু পরিবর্তন করেছি। ফুটওয়ার্ক নিয়ে নতুনভাবে কাজ করেছি। এসবেরই ফল পাচ্ছি।' এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিনে শতরান করে অপরাজিত ছিলেন শুভমান। দ্বিতীয় দিনে সেই শতরানকে দ্বিশতরানে বদলে দেন তিনি। সব ঠিক থাকলে তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে ত্রিশতরানও পেতে পারতেন তিনি।

মুহূর্তের ভুলে ত্রিশতরান পাননি ভারত অধিনায়ক। যা নিয়ে হতাশা গোপন না করে তিনি বলেছেন, 'ত্রিশতরান মিস করেছি আমি। যেভাবে খেলছিলাম, ভেবেছিলাম দলের রানটা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। সঙ্গে ত্রিশতরানও হয়ে যাবে। সেটা হয়নি। হয়তো খারাপ লাগা রয়েছে। কিন্তু ভালো লাগছে একটা কথা ভেবে, দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছি।' মাঠ থেকে হোটেলে ফিরেই সুইমিং পুলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক।

> আইপিএলের পর নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক সময় দিয়েছি। স্টান্সের কিছু পরিবর্তন করেছি। ফুটওয়ার্ক নিয়ে নতুনভাবে কাজ করেছি। এসবেরই ফল পাচ্ছি।
>
> **শুভমান গিল**

সারাদিনের ক্লান্তি কাটিয়ে নতুন শুরুর লক্ষ্যে তিনি এমনটা করেছিলেন। সেই তথ্য দুনিয়ার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশে শুভমান শুনিয়েছেন এজবাস্টনে তাঁর বড় রানের নেপথ্য কারণও। ইনিংসের শুরুর দিকে তিনি ইংরেজ ফিল্ডারদের মাঝে রান করার পথ পাচ্ছিলেন না। প্রথমদিনের মধ্যাহ্নভোজের সময় সাজঘরে এই ব্যাপারে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। গম্ভীর তাঁকে বলেন, উইকেটে পড়ে থাকতে। বাকিটা ইতিহাস।

যে ইতিহাসের সঙ্গে চিরকালীনভাবে নাম জড়িয়ে গিয়েছে শুভমানের। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিনের একটা নির্দিষ্ট রুটিন রয়েছে আমার। সেটা কখনও বদলাতে দিই না। আর সবসময় চেষ্টা করি, আরও ভালো করার। এই চেষ্টা ও ভাবনা চিরকাল চালিয়ে যাব আমি।'

অজিদের টানলেন ক্যারি-ওয়েবস্টার

সেন্ট জর্জেস, ৪ জুলাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়ে গেল ২৮৬ রানে। আলো কম থাকার কারণে প্রথম দিনে আর ব্যাট করতে হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

প্রথম টেস্টের মতোই অজি ব্যাটারদের একই দূর্দশার ছবি পাওয়া গেল। শুরুর দিকে ডোবালেন অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটাররা। শেষের দিকে কিছুটা লড়াই পাওয়া গেল টেলএন্ডারদের থেকে।

যদিও অজিরা শুরুটা করেছিল ইতিবাচক মানসিকতায়। বিনা উইকেটে তারা ৪৭ রান তুলে নেয়। তারপরই উসমান খোয়াজাকে (১৬) ফেরান আলজারি জোসেফ (৬১/৪)। শুরু হয় অজিদের ভাঙন। একসময় তাদের স্কোর ১১০/৫ হয়ে যায়। সেখান থেকে ষষ্ঠ উইকেটে ১১২ রান যোগ করেন বিউ ওয়েবস্টার (৬০) ও অ্যালেক্স ক্যারি (৬৩)। দুই ব্যাটারের প্রচেষ্টার শেষপর্যন্ত অজিরা থামে ২৮৬ রানে।

অন্যদিকে, বোলিংয়ে আলজারিকে সংগত দেন জেডন সিলসরা (৪৫/২)।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুক্রবার প্রথম ইনিংসে ৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯১ রান তুলেছে। ক্রিজে ব্র্যান্ডন কিং (২৯) ও রোস্টন চেজ (৮)।

অর্ধশতরানের পর অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ক্যারি।

ছয় বলে ছয় রকম অ্যাকশন ঈশানের

টনটন, ৪ জুলাই : সমারসেটের বিরুদ্ধে ইয়র্কশায়ারের হয়ে কাউন্টি ম্যাচ খেলতে গিয়ে ৭৭ রান করে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন ঈশান কিষান। তবে ব্যাটিং নয়, ঈশান চর্চায় এসেছেন তাঁর বোলিংয়ের জন্য। সেটাও করেছেন সমারসেটের বিরুদ্ধে মাত্র ১ ওভার বোলিং করার সুযোগ পেয়েই। ওভারে ছয়টি বল তিনি করেছেন ছয়টি অ্যাকশনে। প্রথম বলে হরভজন সিংয়ের স্টাইলে অফস্পিন করেন ঈশান। পরের বলে লেগস্পিন, একেবারে শেন ওয়ার্নকে নকল করে। সচরাচর বল হাতে দেখা যায় না মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। চমকে দেওয়া ওভারে সেই ধোনির অ্যাকশনও তুলে এনেছেন ঈশান। ওভারটিতে ১ রান খরচ করলেও কোনও উইকেট তিনি তুলতে পারেননি। ম্যাচটিও ড্র হয়।

কিপিং গ্লাভস ছেড়ে ঈশান কিষানের বোলিংয়ের এই ভিডিও এখন ভাইরাল।

বাজবলে লাগাম পরালেন সিরাজ-আকাশ

ভারত- ৫৮৭ ও ৬৪/১
ইংল্যান্ড-৪০৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : সকাল দেখে বাকি দিন চেনা। বার্মিংহাম টেস্টের তৃতীয় দিনের ছবিটা যদিও একেবারে ভিন্ন। সকালের প্রথম মিনিট পনেরো একান্তভাবে ভারতের। জো রুট, বেন স্টোকসকে পরপর দুই বলে সাজঘরের রাস্তা দেখিয়ে রাশ আরও শক্ত।

ফলো অন, সিরিজ ১-১ করার ভাবনাগুলি উসকে দিচ্ছিল মহম্মদ সিরাজের জোড়া ধাক্কা। যদিও সবসময় সকাল দেখে বাকি দিন যে বোঝা যায় না, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন জেমি স্মিথ ও হ্যারি ব্রুক।

৭৭/৩ থেকে শুরু এদিন দ্বিতীয় ওভারে ইংল্যান্ডকে ৮৪/৫। ফলো অন বাঁচাতে তখনও ৩০৪ রান। এখান থেকেই ভয়ডরহীন ক্রিকেট, অবিশ্বাস্য ব্যাটিং, ম্যারাথন পার্টনারশিপে ম্যাচের রং বদলে দেওয়া জেমি-হ্যারির। পালটা আক্রমণে ভয়কে জয় করার আস্ফালন।

ব্যক্তিগত জোড়া দেড় শতাধিক রান, ৩০৩ রানের রেকর্ড যুগলবন্দিতে ভারতের একবগ্গা দাপটে ব্রেক লাগিয়ে ইংল্যান্ডের দুরন্ত প্রত্যাঘাত। সিরাজের হ্যাটট্রিক বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে খাতা খোলেন জেমি। ইঙ্গিত পরিষ্কার, পরিস্থিতির চাপ নয়, স্বাভাবিক খেলাটা খেলবেন।

দুই সহজাত স্ট্রাইকারের যুগলবন্দি 'বাজবল'-কে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। শটের ফুলঝুরিতে প্রথম সেশনে ২৭ ওভারে ১৭২ রান যোগ! ওভার পিছু রান রেট ৬.৩৭! সাদা পোশাকটুকু সরিয়ে নিয়ে টেস্ট না টি২০, বোঝা দায় হবে। মাঝের সেশনে আরও ১০৬।

আকাশ দীপ দ্বিতীয় নতুন বলে যখন ব্রুককে (১৫৮) ফেরান ইংল্যান্ড ৩৮৭/৬ স্কোরে। ফলো অন থেকে ১ রান দূরে। ৩০৩ রানের মহাকাব্যিক জুটিতে ৮৪/৫-এর আশঙ্কা দূর। ক্রিস ওকসকেও (৫) আউট করেন আকাশ। জেমিকে (১৮৪) অবশ্য নড়ানো যায়নি। তবে ব্রুক ফেরার পর উলটোদিক থেকে জেমি আর সাহায্য না পাওয়ায় ৮৯.৩ ওভারে ইংল্যান্ড ৪০৭ রানে অল আউট হয়। সিরাজের হাফ ডজন উইকেট ও আকাশের চার শিকারে ভারত ১৮০ রানে এগিয়ে থাকলেও রাশ অনেকটাই আলগা।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটাররাও রয়েছেন বাজবলের পালটা দেওয়ার মেজাজে। যশস্বী জয়সওয়াল ২২ বলে ২৮ রান করার পর জোশ টাঙ্গের শিকার হয়ে গিয়েছেন। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩ ওভারে ভারতের রান ৬৪/১। ক্রিজে লোকেশ রাহুল (২৮) ও করুণ নায়ার (৭)। ইতিমধ্যেই ভারতের লিড পৌঁছে গিয়েছে ২৪৪ রানে।

জোড়া সেঞ্চুরি, তিনশোর পার্টনারশিপ। দিনের নায়ক একান্তভাবে উইকেটকিপার-ব্যাটার জেমি। যে ইনিংসকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন সুনীল গাভাসকার, চেতেশ্বর পূজারারাও। জাদেজাকে জোড়া বাউন্ডারিতে লাঞ্চের আগে ৮০ বলে সেঞ্চুরি পূরণ জেমির। ভাঙেন ভারত-ইংল্যান্ড দ্বৈরথে কপিল দেবের রেকর্ড (৮৬ বলে)। নজির প্রথম ইংল্যান্ড ব্যাটার হিসেবে এক সেশনে সেঞ্চুরির।

সুযোগ এসেছিল ভারতের সামনেও। জোড়া ক্যাচ মিস। রবীন্দ্র জাদেজার বলে প্রথম স্লিপে ব্রুকের (৬৩ রানে খেলছিলেন) ক্যাচ ফেলেন শুভমান। ধরতে পারলে ১৮২/৬ হয়ে যেত ইংল্যান্ড। কয়েক ওভার বাদে ওয়াশিংটন সুন্দর নিজের বলে হাফ চান্স হাতছাড়া করেন ব্রুকেরই। উপহার কাজে লাগিয়ে লাঞ্চের পর নবম শতরান ব্রুকের।

মাঝের সেশনে রানের গতিতে ব্রেক লাগালেও জুটি অটুট রেখে আরও ১০৬ রান তোলেন জেমি-ব্রুক। ইংল্যান্ড ৩৫৫/৫। দেড়শো পার স্মিথের। ব্রুক সেখানে দেড়শোর মুখে। ইংল্যান্ড ব্যাটারদের একবগ্গা দাপটের মাঝে ভীষণভাবে জসপ্রীত বুমরাহর অভাব অনুভব হচ্ছিল। সাতদিন বিশ্রাম পাওয়ার পর কেন খেলানো হল না, প্রশ্নটা ফের উঠতে শুরু করে। অথচ, এদিন শুরুতেই ৮৪/৫ হয়ে যায় ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ওভারেই সাজঘরে রুট (২২), স্টোকস (০)।

অনসাইডে ফ্লিক করতে গিয়ে রুট জমা পড়েন ঋষভ পন্থের দস্তানায়। ইংরেজ অধিনায়কের জন্য কার্যত আনপ্লেয়বল বলটা তুলে রেখেছিলেন সিরাজ। শরীর লক্ষ্য করে ধেয়ে আসা বাউন্সার থেকে ব্যাট সরাতে না পেরে কেরিয়ারের প্রথমবার গোল্ডেন ডাক স্টোকস।

বাকি দিনে স্মিথ, ব্রুকের একের পর মাইলস্টোন পেরিয়ে যাওয়ার কাহিনী। রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলা। ব্যক্তিগত প্রাপ্তির সঙ্গে জুটিতে লুটির প্রদর্শনী। রেকর্ড ত্রিশতাধিক রানের জুটি গড়েন ভারতের বিরুদ্ধে। যার স্পর্শে সিরাজদের সকালের উদ্যমে জল ঢেলে ম্যাচের সমীকরণ বদল।

প্রসিধ কৃষ্ণা তো একসময় কোথায় বল রাখবেন বুঝে পাচ্ছিলেন না। জেমি ২৩ রান নেন প্রসিধের এক ওভারে। জাদেজা শুরুর দিকে তাও বল ঘোরাচ্ছিলেন। পরে মারের মুখে খেই হারান। সুন্দর তথৈবচ। অথচ, গতকাল রুটও বাউন্স-টার্ন আদায় করে নিয়েছিলেন!

ফিল্ডিংয়েও দৃষ্টিকটু ভুলভ্রান্তি। হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে নিয়মিত বল গলল। ঋষভ সারাক্ষণই অনিশ্চয়তায় ভুগলেন। বল ফসকালেন দস্তানা দিয়ে। হাফ চান্সও ফেললেন। জেমি-ব্রুকের দাপটের সঙ্গে যে ব্যর্থতার যোগফল ভারতের লিড কমিয়ে ইংল্যান্ডের ম্যাচে থেকে যাওয়া।

জেমি-হ্যারির ৩০৩ রানের জুটি

জেমি স্মিথ, হ্যারি ব্রুকদের দাপট থামাতে মহম্মদ সিরাজকে পরামর্শ জসপ্রীত বুমরাহর।

শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজ দেখিয়ে ১৮৪ রান করলেন জেমি স্মিথ। থাকলেন অপরাজিত।

নজরে পরিসংখ্যান

জেমি স্মিথ টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে ইংল্যান্ডের প্রথম ব্যাটার, যিনি আগের দিন অপরাজিত না থেকেও এক সেশনে শতরান করার নজির গড়লেন। বার্মিংহাম টেস্টের তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্নভোজের আগে স্মিথ ৮০ বলে ১০২ রান করেন।

ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের মধ্যে টেস্টে দ্রুততম শতরানের নিরিখে হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন জেমি। দুইজনেই নিয়েছেন ৮০ বল। সামনে শুধু জনি বেয়ারস্টো (৭৭ বল) ও জিএল জেসপ (৭৬ বল)।

কপিল দেবকে (৮৬ বল) টপকে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে দ্রুততম শতরান জেমির।

জয়ের অন্য পথ খুঁজে নেব, দাবি ইংল্যান্ড কোচের

ব্রুকদের কাছে এমনই প্রত্যাশা ছিল বুচারের

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : প্রথম ইনিংসে ভারতের ৫৮৭ রানের পাহাড়।

যদিও গুটিয়ে থাকার মেজাজে একেবারে নেই ইংল্যান্ড শিবির। দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্রুত তিন উইকেট হারানোর পরও গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়নি ইংল্যান্ডের স্পিন বোলিং কোচ জিতেন প্যাটেলের কথাতে।

সাফ জবাব, ইংল্যান্ড ড্রয়ের জন্য খেলবে না। জয়ের রাস্তা ঠিক খুঁজে নেবে। ইতিহাস বলছে, ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকস জুটির তিন বছরের বাজবল জমানায় এরকম পরিস্থিতিতে তিনবার জিতেছে ইংল্যান্ড। প্রতিপক্ষ ইনিংসে ৫০০ বা তার বেশি রান করেও হেরেছে! ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাস ধরলে মোট ৬ বার এই রকম ঘটনা ঘটেছে। প্রথম ১৪৫ বছরে তিনবার। শেষ তিন বছরে বাজবলের দাপটে বাকি তিন!

দ্বিতীয় দিনের শেষে গতকাল ম্যাককুলামের সহকারী জিতেন প্যাটেলও দাবি করেন, 'একশোভাগ নিশ্চিত, জয়ের জন্য ঝাঁপাব আমরা। লক্ষ্যপূরণে অন্য কোনও রাস্তা ঠিক বের করে নেব। এটাই আমাদের দলের মূল মন্ত্র। খেলোয়াড়দের যে দক্ষতার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দাবি, ম্যাচের এখনও অনেক বাকি। আগে আগে কী হয়, অপেক্ষা করতে হবে সবাইকে। শুভমানের ইনিংসকে মাস্টারক্লাস আখ্যা দিলেন। মেনে নেন সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও যা থামাতে পারেননি তাঁরা। চাপ থাকলেও আত্মবিশ্বাসে যে চিড় ধরেনি, তা বুঝিয়ে দেন পরের কথায়। জিতেন প্যাটেলের ভবিষ্যদ্বাণী, তৃতীয় দিন হতে চলেছে ইংল্যান্ডের।

সহকারী কোচের যে দাবির প্রতিফলন জেমি স্মিথ, হ্যারি ব্রুকের ব্যাটিং দাপুটে যুগলবন্দিতে। তৃতীয় দিনের শুরুতেই ৮৪/৫ হয়ে যাওয়ার পরও 'যে কোনও পরিস্থিতিতে জিততেই হবে' মানসিকতা থেকে সরে আসেনি ইংল্যান্ড। স্মিথরা সেটাই করে দেখান আগ্রাসী ব্যাটিং, ম্যারাথন জুটিতে।

ঠিক এরকম কিছু ঘটতে চলেছে, আশাবাদী ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মার্ক বুচার। লক্ষ্যপূরণে শুভমান গিলের ব্যাটিংকে অনুসরণের পরামর্শও দেন। বুচারের কথায়, 'স্পিনারদের জন্য পিচে কিছু ক্ষত তৈরি হয়েছে। তবে খুব বেশি সাহায্য মিলছে না। ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের উচিত, রক্ষণকে শক্তপোক্ত করে বড় রানের পথে এগোনো। খুব ভালো পিচ। ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ। এখনও পর্যন্ত পিচের চরিত্র বদলায়নি। যার সুযোগ নিতে হবে।'

মাইকেল ভন আবার ভারতীয় ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেও দুষছেন ইংল্যান্ডের নখদন্তহীন বোলিংকেও। বিশেষত, ব্রাইডন কার্স হতাশ করেছে তাঁকে। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন, 'খুব নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করেছে ভারতীয় ব্যাটাররা। দুর্দান্ত ব্যাটিং। তবে ইংল্যান্ড বোলিংও পাশপাশি চিন্তার জায়গা। বিশেষত, ব্রাইডন কার্স।'

পড়তে পড়তেও বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠালেন হ্যারি ব্রুক।

উইম্বলডনে প্রয়াত জোটাকে স্মরণ

অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায় শুরু : নীরজ

-খবর বারোর পাতায়

বড় জয় বান্ধবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার গ্রুপ 'এ'-তে বান্ধব সংঘ ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিকু থাপা ও গৌরব তামাং জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি দুই গোল সোহিত থিং ও টিকাদাস রাইয়ের। যদিও ২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে অমিত রায়ের করা গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নরেন্দ্রনাথ। ম্যাচের সেরা হয়ে বান্ধবের জন খাতি পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শনিবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে নবীন সংঘ ও নবোদয় সংঘ।

রাহুলের জোড়া গোল

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। সূর্যনগর মাঠে মর্নিংয়ের রাহুল ওরাওঁ জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি অরুণ এক্কার। বিবেকানন্দের একমাত্র গোল করেন তুষার দাস।

ভগতের ড্র

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার এসপি রায় কোচিং সেন্টার এবং ভগৎ সিং কলোনির ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। বহু চেষ্টার পরও কোনও দলই গোলমুখ খুলতে পারেনি। ম্যাচের সেরা হয়েছেন ভগতের সুদর্শন টোপ্পো।

নিয়ম ভেঙে বিতর্কে জাদেজা

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : ব্যাট হাতে ৮৯ রানের ইনিংস। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া। অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ২০৩ রানের দীর্ঘ পার্টনারশিপ। যে জুটি টিম ইন্ডিয়ার বড় রানের ভিত নিশ্চিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও নয়া বিতর্কে রবীন্দ্র জাদেজা।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নিয়ম ভেঙে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি, এমনটাই অভিযোগ। যার নেপথ্যে গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে টিম হোটেল থেকে সতীর্থদের আগে একাকী মাঠে হাজির হয়ে জাদেজার ব্যাটিং চর্চা। সেই চর্চার ফল ৮৯ রানের ইনিংস। কিন্তু তারপরও অভিযোগ, বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকা অমান্য করেছেন তিনি। বিসিসিআই বা ভারতীয় দলের তরফে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কিন্তু জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে।

শুভমানের প্রশংসা

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই সফরের পরই বিসিসিআইয়ের তরফে ভারতীয় দলের জন্য তৈরি হয়েছিল দশ দফা নির্দেশিকা। যার অন্যতম ছিল, কোনও ক্রিকেটার, কোচ, কোচিং স্টাফরা চাইলেই অনুশীলন বা ম্যাচের সময় একাকী মাঠে যেতে পারবেন না। সবাইকে একসঙ্গে টিম বাসে করেই যাতায়াত করতে হবে। জাদেজা গতকাল এজবাস্টনের মাঠে খেলা শুরুর অনেকটা আগে একাকী হাজির হয়ে সেই নিয়ম ভেঙেছেন বলে অভিযোগ। যদিও ভারতীয় দলের একটি সূত্রের দাবি, কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিল জাড্ডুর এমন পরিকল্পনার কথা জানতেন।

শুভমান গিলের সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজার ২০৩ রানের পার্টনারশিপ ভারতকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেয়।

জাদেজা নিজেও এমন বিতর্ক নিয়ে উদাসীন। বরং তিনি অনেক বেশি করে মজে রয়েছেন তাঁর দলের অধিনায়ক শুভমানের মায়াবী ব্যাটিংয়ে। দুনিয়ার ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো স্যর জাদেজারও একসময় মনে হয়েছিল, শুভমানকে আউট করা যাবে না। যদিও বাস্তবে সেটা হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে জাদেজা বলেছেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে শুভমান এখন কতটা পরিণত, সেটা বোধহয় আমার বলার প্রয়োজন নেই আর। দুনিয়ার সবাই দেখতে পেয়েছেন শুভমানকে। ওর ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, আর যাই হোক না কেন, ও আউট হবে না। আরও বড় রান করবে। হয়তো আউট হয়েছে। কিন্তু সেটা তো খেলারই অঙ্গ।'

রোহিত শর্মার উত্তরসূরি হিসেবে শুভমানের নাম যখন ভারত অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা হয়নি, সেই সময় জাদেজার নাম শোনা গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়কের দৌড়ে। জাড্ডু কি এখনও ভারতীয় দলের নেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্নের সামনে জাড্ডুর তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, 'ওই সময় চলে গিয়েছে।'

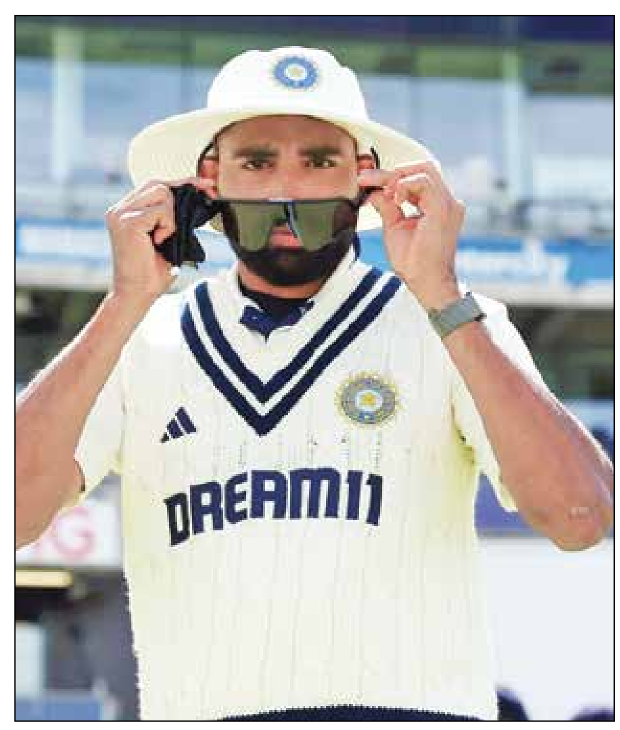

যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। চশমা খুলে ইংল্যান্ডের বাজবল দর্শন মহম্মদ সিরাজের। শেষপর্যন্ত অবশ্য ৬ উইকেট নিয়ে শুভমান গিলের মুখে হাসি ফোটালেন তিনি। বার্মিংহামে শুক্রবার।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে রায়গঞ্জের হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয় দল।

ক্লাস্টার সেরা হাতিয়া

রায়গঞ্জ, ৪ জুলাই : আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সুব্রত কাপের ক্লাস্টার পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জের হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়। ফাইনালে হাতিয়া ৩-১ গোলে মালদার হাতিমারি উচ্চবিদ্যালকে হারিয়েছে। হাতিয়ার প্রীতিকা বর্মন জোড়া গোল করে ফাইনালের সেরা হয়েছে। তাদের অন্য গোলটি কাসমী নাগবংশীর। প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলস্কোরার প্রীতিকা, সেরা ডিফেন্ডার হাতিয়ার রহিমা খাতুন। হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ সিনহার মন্তব্য, 'শনিবার সকালে বিদ্যালয়ে বিজয়ী দলের সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।'

শেষ সাইয়ের ট্রায়াল

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি ট্রেনিং সেন্টারে নতুন অ্যাথলিটদের ভর্তির জন্য দুইদিনের ওপেন ট্রায়াল শেষ হল শুক্রবার। ট্রায়াল হয়েছিল জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। ট্রায়ালে মোট ৩১৯ জন খেলোয়াড় অংশ নেয়। এদের মধ্যে ১৭৫ জন ফুটবলে, অ্যাথলেটিক্সে ১১৫, জিমনাস্টিক্সে ১২, আর্চারিতে ৭ এবং টেবিল টেনিসে ১০ খেলোয়াড় অংশ নেয়।

সাইয়ের কোচ ওয়াসিম আহমেদ বলেছেন, 'ট্রায়ালে যারা নির্বাচিত হবে তাদের নাম আমরা কলকাতা সেন্টারে পাঠাবো। সেখানে তাদের বাছাই পর্ব হবে। তারপর সেখান থেকে আমাদের তালিকা পাঠালে, আমরা তাদের ভর্তি নেব।' সাই সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি সেন্টারের মোট ১১০টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসন বর্তমানে খালি রয়েছে। সেই আসনেই ট্রায়ালের মাধ্যমে অ্যাথলিটদের নেওয়া হবে।

সেরা মঙ্গল

রায়গঞ্জ, ৪ জুলাই : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মঙ্গল রায়। রায়গঞ্জের কর্নজোড়ার হাউজিং মাঠে এদিনের প্রতিযোগিতায় রানার্স সঞ্জিত দেবশর্মা। সেরা ব্যাটার রাজীবরঞ্জন দাস, সেরা বোলার আকাশ দেবনাথ ও সেরা ফিল্ডার মনোতোষ রায়।

হ্যাটট্রিক সুমনের

জামালদহ, ৪ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার সাকাতির হাট ক্রীড়া সংস্থা ৫-১ গোলে মাথাভাঙ্গা জুনিয়ার একাদশকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সাকাতির সুমন বর্মন। তাদের বাকি গোল করেন সুব্রত বর্মন ও মনোজ বর্মন। মাথাভাঙ্গার একমাত্র গোল সমীর বর্মনের। শনিবার খেলবে উচলপুকুরির জনকল্যাণ সত্যেন্দ্রনাথ ক্লাব ও পাঠাগারের মুখোমুখি হবে সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিট।

ম্যাচের সেরা সুমন বর্মন। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

উত্তরের খেলা

জিতল দিশা

কোচবিহার, ৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার দিশা ক্লাব অ্যান্ড ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-১ গোলে স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে দিশার মনোজ আলি ও সূর্য মণ্ডল গোল করেন। স্পিরিচুয়ালের স্কোরার দেবাশিস দেবনাথ। ম্যাচের সেরা সূর্য। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সূর্য মণ্ডল। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর